বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

শো-ডাউন

আবু মাহদী

সেবা প্রকাশনা

শুভম

শুভম

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন
শো-ডাউন
আবু মাহদী

অস্ত্র ছেড়ে দিয়েছিল গানম্যান জেসন মাইলস।
প্রিয়তমা স্ত্রীকে কথা দিয়েছিল আর কখনও
খুন-খারাবি করবে না,
কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথা রাখতে পারল না সে।
বদমাশের দল প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়ে ছাড়ল।
প্রতিশোধ নিতে ঘর ছাড়ল জেসন,
এক এক করে সবাইকে শেষ করে পালের
গোদাটাকে ধরার জন্যে এক উপকূল থেকে
আরেক উপকূল পর্যন্ত তেড়ে গেল।
কিন্তু শেষ পর্যন্ত···জেসন কল্পনাই করেনি,
যে চূড়ান্ত মুহূর্তে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যাবে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী শুভম

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন

শো-ডাউন

আবু মাহ্‌দী

BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-8160-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: টিপু কিবরিয়া

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

SHOW-DOWN
A Western Novel
By Abu Mahdi

সাতাশ টাকা

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

EXCLUSIVE

বই ঘর

SCAN

EDIT

Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

শো-ডাউন

ওয়েস্টার্ন

শো-ডাউন

আবু মাহদি

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

WEBSITE

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান।
খোন্দকার আলী আশরাফ : কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ড্রাইনী।
রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক,টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।
শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা।
আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস।
হিফজুর রহমান: শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর।
বজলুর রহমান: বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল। **আদনান শরীফ:** পশ্চিম যাত্রা।
এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা,কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর।
প্রিন্স রিজভী তৌহিদ: শেষ মার। **কাজী মায়মুর হোসেন:** সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা।
টিপু কিবরিয়া: অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা। **আবু মাহদী:** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক

নিউ নিয়র্ক।

জেটি ছেড়ে ধীরগতিতে পেছাতে শুরু করেছে রোজ ট্রিমাইনকে বহনকারী জাহাজ—ইংল্যান্ড চলেছে। বন্দর এলাকা কাঁপিয়ে গাঁক! গাঁক! শব্দে পরপর তিনটা হাঁক ছাড়ল ওটা। যাত্রীদের ভিড়ে ডেক রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে আছে রোজ, কান্না চেপে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। বাষ্পরুদ্ধ চোখে জেটির দিকে চেয়ে আছে।

ওখানে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ওকে বিদায় জানাচ্ছে জেসন ম্যাইলস, অথচ তার চোখে ভাসছে রোজের বড়বোন এলিজাবেথের চেহারা। তার অন্তিমযাত্রা দেখছে যেন সে। মাত্র আট মাস আগে জেসনের জীর্ণ শ্যাকে পা রেখেছিল লিজ ওর জীবনসঙ্গী হয়ে, স্বর্গসুখে ভরিয়ে তুলেছিল দুজনের ছোট্ট সংসার। এই তো সেদিনের কথা! সব কেমন স্বপ্নের মত মনে হয় আজ জেসনের। অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে।

এক টুকরো লাল ভেলভেটে সযত্নে মুড়ে ওর কোল্ট .৪৫ ড্রয়ারে তুলে রেখেছিল লিজ। মারদাঙ্গা আর খুনোখুনির পথ থেকে সরিয়ে এনে ওকে সত্যিকারের ভদ্রলোক বানাতে চেয়েছিল বোকা মেয়েটা। হায়রে! তখন যদি জানত পৃথিবীতে দুঃস্বপ্নের কাছে স্বপ্ন কত সহজে, অবলীলায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়, ও কথা

ভুলেও হয়তো ভাবত না। যদি জানত, সে বোকামির মূল্য সবচেয়ে আগে ওকেই জীবন দিয়ে শোধ করে যেতে হবে, তাহলে আজ হয়তো···।

বিয়ের পর দূরের এক ফার্মে কাজ নিয়েছিল জেসন। দেরি হলেও রোজ রাতে ঠিকই বাড়ি ফিরত। কেবল সেই কালরাতে পারেনি, যে রাতে ওদের দু'জনের স্বর্গ হঠাৎ করে নরক হয়ে গেল। স্বপ্ন মুহূর্তে হয়ে উঠল দুঃস্বপ্ন।

অক্টোবরের ১৭ তারিখ দিনভর তুষার পড়েছে। দুপুরের পর ভারী তুষারপাতে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেলে অনেক চেষ্টা করেও সময় মত ফিরতে পারেনি জেসন। সেই সুযোগে সিনেটর জন লুফটনের লম্পট ছেলেটা তার ছয় সঙ্গী নিয়ে চড়াও হলো ওদের শ্যাকে। ভেঙে খান্ খান্ করে দিল লিজ জেসনের স্বপ্নসৌধ। লিজকে দেখতে এসে আটকে পড়া তার মাকে খুন করে উন্মত্ত লালসায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা লিজের ওপর। হিংস্র হায়েনার দল মত্ত পাশবিক উল্লাসে সারারাত মায়ের লাশের পাশে ফেলে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খেয়েছে ফুলের মত সুন্দর লিজকে।

সকালে কড়িকাঠ থেকে দড়ি কেটে যখন ওর লাশ নামানো হলো, তখন ওর বিস্ফারিত দু'চোখ যেন ব্যঙ্গ করছিল সভ্যতাকে। যেন মিনতি করছিল জেসনের কাছে—ডার্লিঙ, তোমার অস্ত্র তুলে রেখে মস্ত অপরাধ করে ফেলেছি আমি। সেই সুযোগ নিয়ে যারা তোমার কাছ থেকে আমাকে কেড়ে নিয়ে গেল, ওদের তুমি কখনও ক্ষমা কোরো না।

না, ক্ষমা করেনি জেসন মাইলস। তাড়া করে একে একে সাত পশুকেই যমের বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে। এখন বাকি শুধু বুড়ো শয়তানটা, সিনেটর লুফটন। তার অজস্র টাকা, প্রতিপত্তি আর সীমাহীন প্রশ্রয়ের ফলেই ছেলের পক্ষে সম্ভব হয়েছে সভ্যতাকে

বুড়ো আঙুল দেখানো। প্রভাব খাটিয়ে প্রশাসনকে বশ করে রেখে জীবনভর একের পর এক অবৈধ কাজ করেছে লোকটা। লিজের করুণ মৃত্যুর জন্যও সে-ই দায়ী। ওই হারামজাদাই আসল অপরাধী।

বিপদ টের পেয়ে লোকটা ভাড়াটে গানম্যান লাগিয়েছে জেসনের পেছনে, কিন্তু ওর কাছাকাছি পৌঁছানোর সুযোগ হয়নি তাদের একজনেরও। তার আগেই প্রায়শ্চিত্ত করেছে তারা নিজেদের জীবন দিয়ে। শেষে ওকে ধরার জন্য রোজের ওপর হামলা করা হয়েছে, চেষ্টা করেছে অপহরণ করতে। তবে ভাগ্য ভাল যে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে মেয়েটা। দেরি না করে তাই ওকে ইংল্যান্ডে ওর খালার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে জেসন। ওখানে নিরাপদে থাকবে রোজ ট্রিমাইন। আর এদিকে নির্ভাবনায় সিনেটরের হিসাব চুকাতে পারবে ও।

জাহাজের মুখ ঘুরে গেছে। রোজ ট্রিমাইনকে দেখা যাচ্ছে না আর। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাবে জাহাজ। চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ধীরপায়ে হোটেলের পথে পা বাড়াল জেসন মাইলস। অনেক হালকা লাগছে এখন।

ইঁট-পাথর আর কাঠের বিশাল সব তিন-চারতলা বিল্ডিঙের শহর নিউ ইয়র্ক শুরু থেকেই ভাল লাগেনি ওর। কেমন যেন প্রাণহীন, পানসে আর যান্ত্রিক সব কিছু। আকাশ দেখা যায় না তেমন, বাতাস বাড়িঘরের যন্ত্রণায় আটকে গিয়ে গুমোট হয়ে থাকে। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটাছুটি করে বেড়ায় মানুষ। প্রতি মুহূর্ত নিজ নিজ পকেটের ওজন বাড়িয়ে তোলার প্রতিযোগিতায় সদাব্যস্ত সবাই।

মানুষ, ঘোড়াগাড়ির ভিড় ঠেলে কোনমতে হোটেলে এসে ঢুকল জেসন মাইলস। বার থেকে পানীয় নিয়ে এসে বসল একটা

খালি টেবিলে। রূমে যাওয়ার আগে গলাটা ভিজিয়ে নেয়া দরকার। ওর মত আরও কয়েকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে অলস ভঙ্গিতে, পান করছে। ছোট ছোট কয়েক চুমুক দিয়ে একটু সুস্থির হলো জেসন। ভাবছে, কালই পশ্চিমের পথে বেরিয়ে পড়বে। সিনেটরকে খুন করে প্রতিশোধ নেবে।

হঠাৎ করেই কালো কোট পরা একজনের ওপর চোখ পড়ল ওর। এক কোনার টেবিলে বসে আছে। মাঝারি গড়নের লোক। মনে হলো পান করছে না সে, ওকেই দেখছে। চোখাচোখি হতে সজাগ হলো লোকটা, দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল। ডান গাল বার দুই কেঁপে উঠল তার। মনে পড়ল লোকটাকে একটু আগে জেটিতে দেখেছে ও। সেখানেও চোখাচোখি হতেই গাল কেঁপে উঠেছিল তার। মুদ্রাদোষ, ভাবল জেসন। তার কোটের নিচে বুকের বাঁদিকটা উঁচু হয়ে আছে। ওকেই ফলো করছে না তো ব্যাটা? সতর্ক হবার তাগিদ অনুভব করল জেসন।

রূমে রেখে এসেছে সে তার কোল্ট .৪৫, দোতলায়। অচেনা শহরে অস্ত্র সাথে ঘুরে বেড়ানো ঠিক মনে হয়নি। পায়ের ভেতর দিকে মোজার মধ্যে খাপে পোরা বেয়নেটই একমাত্র সঙ্গী এখন। চোখের কোনা দিয়ে লোকটার ওপর নজর রেখে ডান হাত খুব ধীরে ধীরে নামাল ও, মোজার ওপর থেকে বেয়নেটের হাতল স্পর্শ করল। দেখে ফেলেছে লোকটা, বড় হয়ে উঠছে চোখ। গালের কাঁপুনি বেড়ে গেছে। কয়েক সেকেন্ড পর উঠে দাঁড়াল সে, দুই টেবিল দূর দিয়ে কাউন্টারের দিকে এগোল। রিল মেটানোর ফাঁকে আয়নায় পেছন দিক দেখে নিল কায়দা করে, তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে গিয়ে হাঁটা ধরল।

চিন্তায় পড়ল জেসন মাইলস। দ্রুত পানীয় শেষ করে দোতলায় উঠে নিজের রূমের দিকে চলল। সিঁড়ি বেয়ে উঠেই লম্বা

করিডর। ওর রুমের আগে দু'পাশে তিনটে করে দরজা। সবগুলো বন্ধ। ল্যান্ডিঙের মাথায় বাতি ঝুলছে, কিন্তু তাতে অন্ধকার না কেটে বরং এক রহস্যময় আলো-আঁধারির আমেজ সৃষ্টি করেছে। নিজের দরজায় পৌঁছার আগেই বন্ধ দরজাগুলোর যে কোনটা আচমকা খুলে যেতে পারে, ভাবল জেসন। অস্ত্র তাক্ করে ট্রিগার টিপে দিতে পারে যে কেউ। সম্ভাবনাটা মনে উঁকি দিতেই ডিসেম্বরের হাড় জমানো শীতেও চিকন ঘাম দেখা দিল কপালে। পা টিপে যথাসম্ভব নিঃশব্দে এগোতে চেষ্টা করল ও, কিন্তু ভারী হীলের শব্দ পুরো চাপা দেয়া সম্ভব হলো না আবরণহীন কাঠের ফ্লোরবোর্ডের জন্য।

তালা পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হলো জেসন, বন্ধই আছে। দ্রুত ভেতরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল ও। দেশলাই জ্বেলে লণ্ঠন ধরিয়ে নিল। তারপর সুটকেস থেকে লিজের দেয়া সেই লাল ভেলভেটে মুড়ে রাখা কোল্টটা বের করল। ঝকঝকে অস্ত্রটার চেম্বার রোল করল বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে। ভারী, ধাতব ক্লিক্ ক্লিক্ শব্দ জোরাল হয়ে কানে বাজল ওর। বুলেট পোরাই আছে। প্রস্তুত। ওটার ব্যালান্স যাচাই করে সন্তুষ্ট হলো জেসন, চমৎকার! আশা করা যায় অতীতের মত ভবিষ্যতেও কখনও নিরাশ করবে না ওকে।

আচমকা করিডরে কারও পায়ের মৃদু শব্দ শুনে একটা বিট্ মিস্ করল ওর হার্ট। ওটা স্বাভাবিক হাঁটার শব্দ নয়, মনে হচ্ছে কেউ তার চলার শব্দ গোপন রাখতে চাইছে। দ্রুত দরজার কাছে এসে ডোরনব চেপে ধরল ও। শব্দটা আবার হতেই একটানে খুলে ফেলল দরজা। জমে গেল অপ্রস্তুত মানুষটা। এক পা শূন্যে। ওর দরজার মাত্র কয়েক ফুট দূরে স্থির। জেসনের হাতে ধরা কোল্টের ওপর নজর পড়ার সাথে সাথে ছানাবড়া হয়ে উঠল তার দু'চোখ।

দ্রুততর হলো গালের কাঁপুনি। কোন অস্ত্র নেই লোকটার হাতে।

জেসনের কোল্ট নড়ে উঠল। 'একদিনে বেশি বেড়াল হাঁটা প্র্যাকটিস করলে হার্টের ওপর চাপ পড়ে শরীর খারাপ করতে পারে, মিস্টার। তার চেয়ে বরং ভেতরে এসে বিশ্রাম নাও খানিক,' মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের রুম ইঙ্গিত করল ও।

স্মার্ট বলতে যা বোঝায়, তা না হলেও একেবারে বুদ্ধু নয় মানুষটা। ওর কথা না বোঝার ভান করল না। ভাল মানুষের মত কোন প্রশ্নও করল না, কোল্টের নির্দেশ অনুযায়ী ভেতরে ঢুকে পড়ল চুপচাপ। পেছনে দরজা বন্ধ করে রুমের একমাত্র চেয়ারটা দেখিয়ে বলল জেসন, 'বপু ওটায় রেখে ঠ্যাঙ দুটোকে একটু বিশ্রাম দিলে ভাল করবে। আমি জানি আজ সারাদিন ও দুটোকে খুব খাটিয়ে মেরেছ।'

অস্ত্র ধরা পশ্চিমা লোকটার মুখে হাসির আভাস আছে কি না, খুঁজে দেখল লোকটা। না। তীব্র আগুনে দৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই নেই ওখানে। চুপচাপ চেয়ারে বসে পড়ল সে।

'ভাল,' জেসন বলল। 'কোট খুলে রাখলে বসতে আরাম হবে তোমার।'

কোল্টের দিকে এক পলক আড়চোখে তাকাল লোকটা। বিনা বাক্যব্যয়ে কোট খুলে চেয়ারের ব্যাকে ঝুলিয়ে রাখল।

'খুব ভাল,' বলল জেসন। 'এবার তোমার বুড়ো আঙুল আর তর্জনীটাকে যে একটু কষ্ট দিতে হয়। ও দুটো ব্যবহার করে তোমার পিস্তলটা হোলস্টার থেকে তুলে কার্পেটের ওপর ছুঁড়ে দাও। সাবধানে!'

নির্দেশ মানতে দ্বিধা করল না সে। 'চমৎকার,' বলল জেসন। তার পিস্তল ফ্লোরে দু'জনের মাঝামাঝি জায়গায় রেখে খাটের ওপর বসল। 'তোমার নাম-কাম দয়া করে বয়ান করো এবার।'

প্যান্টের পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে বাড়িয়ে ধরল লোকটা। পড়ল জেসন সেটা নিয়ে—সি.টি. পাসি। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। নিচে অফিসের ঠিকানা লেখা। ভুরু তুলে বলল ও, 'তাহলে টিকটিকি তুমি! তা আমার পেছনে ঘুরঘুর করছিলে কেন, চাঁদ?'

'আমি—আ···আ···' শেষ করতে পারল না লোকটা, আসল মুদ্রাদোষের সাথে উল্টে মাথাসুদ্ধ কাঁপার উপসর্গ যোগ হয়েছে।

অভয় দিল জেসন, 'তাড়াহুড়োর দরকার নেই, ধীরে-সুস্থে বলো তুমি। আমার হাতে তোমার কথা শোনার মত অঢেল সময় আছে। শুধু ঘাবড়ে গিয়ে আবোল-তাবোল বোকো না।'

বুদ্ধিমান লোক। বুঝে ফেলেছে ধানাই-পানাই করে পার পাওয়া যাবে না। সময় নষ্ট না করে তাই মুখ খুলল আবার। 'তোমার ব্যাপারে আমার এক ক্লায়েন্ট খুব আগ্রহী। তুমি কি করছ, কোথায় যাচ্ছ, কি ভাবছ, কি করতে পারো, কার সাথে ঘুরছ, ইত্যাদি সব খবর তাকে জানাতে হয়।'

'তাই নাকি? কি ভাবে জানাও তাকে?'

'টেলিগ্রাফ করে।'

'ব্যস?' ভুরু নাচাল জেসন।

'হ্যাঁ। এর বেশি কিছু করতে বলা হয়নি আমাকে,' গম্ভীর গলায় বলার চেষ্টা করল ডিটেকটিভ।

'তাহলে তো দেখছি একটার বেশি প্রশ্ন করার নেই তোমাকে। সেটা হলো—তোমার ক্লায়েন্টের নাম কি?' ওর তীব্র দৃষ্টি স্থির থাকল ডিটেকটিভের মুখের ওপর।

মাথা নিচু করে ফেলল সে। চুপ। প্রশ্নটা আবার করল জেসন। একইভাবে নিরুত্তর রইল পাসি। তার বুক বরাবর কোল্ট উঁচু করল ও। 'তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছি আমি!' দাঁতে দাঁত ঘষে

উচ্চারণ করল। ওর বুড়ো আঙুলের চাপে হ্যামার পিছিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে।

'শোনো, মিস্টার, বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করো। ক্লায়েন্টের নাম ফাঁস করে দেয়া আমার পেশার নীতি বিরোধী কাজ,' বলল ডিটেকটিভ।

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল জেসনের। 'দেখেছ, হ্যামারটা যে পিছিয়ে যাচ্ছে? একটা সময়ে ওটার পিছিয়ে যাবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে, তখন কিন্তু ওকে সামনে যেতেই হবে। এত ক্লোজ রেঞ্জ থেকে ওটা চেম্বারে হিট করলে যা ঘটবে, একটু ভেবে দেখলে নিজেরই উপকার করবে তুমি, ডিটেকটিভ।'

পলক ফেলতে ভুলে গেছে মানুষটা। বড় বড় চোখ করে ওর বুড়ো আঙুলের কাজ দেখছে। হঠাৎ সচকিত হয়ে বলে উঠল, 'থামো, থামো!'

'শোনো,' বেশ দ্বিধার সাথে বলতে শুরু করল ডিটেকটিভ। 'আমার কাছে একদিন একটা তার এল...' খক্ খক্ করে কেশে উঠল লোকটা। কাশির দমক ঠেকাতে পেট চেপে ধরে সামনে ঝুঁকতে শুরু করল। কিন্তু তার কাশি বন্ধই হচ্ছে না, ঝুঁকেই চলেছে সে। আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল পিস্তল লক্ষ্য করে।

একই মুহূর্তে বাঁ কাঁধে জেসনের ভারী বুটের শক্ত লাথি খেয়ে দিক বদল করল সে, গড়িয়ে গেল রুমের এক মাথায় দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা ওয়্যারড্রোব পর্যন্ত। লোকটার গতি দেখে অবাক হলো জেসন, এর মধ্যেও পিস্তল ঠিকই তুলে নিয়েছে ব্যাটা। ওয়্যারড্রোবের ওখান থেকে ওকে নিশানা করার চেষ্টা করছে কনুইতে ভর দিয়ে।

বিদ্যুৎগতিতে লোকটার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল জেসন। বাঁ হাতে পিস্তল ধরা হাত সজোরে চেপে ধরল, পরক্ষণে সবেগে

ডান কনুই চালাল তার মুখ সই করে। তীব্র ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল লোকটা, কিন্তু আরেকটা শক্ত কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে থেমে গেল মাঝপথে। তার পিস্তল ধরা হাতের কব্জি চেপে ধরে ফ্লোরের সাথে ঠুকে দিল জেসন। একবার···দু'বার···তিনবার, কিন্তু কাজ হলো না। ত্যক্ত হয়ে এবার ডান হাতে তার মাথা ফ্লোরে ঠেসে ধরল ও, দুই হাঁটু ভাঁজ করে ঝাঁপ দিল। ডান হাঁটু পড়ল লোকটার চোয়ালে, আর বাঁ হাঁটু পিস্তল ধরা হাতের কব্জির ওপর। এবার কাজ হলো। ফের গুঙিয়ে উঠে পিস্তল ছেড়ে দিল সে। পা দিয়ে ওটাকে দূরে পাঠিয়ে দিয়েই তার মুখের ওপর ভারী হীলের কড়া এক লাথি বসিয়ে দিল জেসন।

চেঁচিয়ে উঠে দু'হাতে মুখ চেপে ধরে উঠে বসল ডিটেকটিভ। আঙুলের ফাঁক বেয়ে নেমে আসছে রক্তের ধারা। কিছুক্ষণ পর ঝুঁকে অক্ করে থুতু ফেলল সে। মুখ ভর্তি রক্তের সাথে একটা দাঁতও ছিটকে পড়ল জীর্ণ, মলিন কার্পেটের ওপর। ব্যথা হজম করার প্রাণপণ চেষ্টার ফাঁকে চোখ তুলে তাকাল সে জেসনের দিকে। ও তখনও কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। দেখছে তাকে। 'তুমি কিন্তু এখনও আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি, ডিটেকটিভ,' গম্ভীর গলায় বলল ও।

'কেন বুঝতে চাইছ না ক্লায়েন্টের নাম বলে দিলে আমার ব্যবসার ক্ষতি হবে!' মরিয়া কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল ডিটেকটিভ।

'প্রাণটা খোয়ালে ক্ষতি আরও বেশি হবে।'

'তা তুমি করতে পারো না···' জেসনের বরফ শীতল চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল সে ভাষা হারিয়ে। মুহূর্তে মত পাল্টাল। বিশ্বাস হলো ও তা পারে। যা বলছে তা প্রয়োজনে ঠিকই করবে লোকটা।

জান বাঁচানো ফরজ ভেবে তক্ষুণি মুখ খুলল প্রাইভেট

ডিটেকটিভ। 'ওয়েস্ট কোস্ট, সান ফ্রান্সিসকো থেকে সিনেটর জন লুফটন নিয়োগ করেছে আমাকে।' চেহারা বিকৃত করে ওর দিকে তাকাল। 'এ নামের বিশেষ কোন তাৎপর্য আছে তোমার কাছে, মিস্টার?'

জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করল না জেসন মাইলস। শুধু চোয়াল দুটো পরস্পরের সাথে চেপে বসল ওর। আর মানসপটে ভেসে উঠল লিজের ঝুলন্ত মৃতদেহের ছবি।

সি.টি. পাসিকে ধাতস্থ হবার সুযোগ দিতে বিছানায় এসে বসল ও। কিছুক্ষণ পর বলল, 'এখন কি জানাবে তোমার ক্লায়েন্টকে?'

একটু ভেবে নিয়ে বলল ডিটেকটিভ, 'বলব, মেয়েটার সাথে তুমিও জাহাজে উঠেছ। বোধহয় এটাই ভাল হবে আমার জন্য, কি বলো?'

মাথা দোলাল জেসন মাইলস। 'হবে হয়তো।'

বেরিয়ে পড়তে উদ্‌গ্রীব জেসন ভোর হতে না হতেই সুটকেস গুছিয়ে নিল। অনেক ভেবে কোল্টটাকে ভেলভেটে মুড়ে সুটকেসে ভেতরে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ট্রেন নিউ ইয়র্ক ছেড়ে গেলে বের করবে। বেয়নেটটা রেখেছে আগের জায়গাতেই।

দরজা খুলে সাবধানে মাথা বের করল ও। দু'পাশের দরজা বন্ধ, বাইরে কেউ নেই দেখে সাবধানে করিডরে বেরি এল। সিঁড়ির দিকে ছয় পা-ও এগোতে পারেনি,পেছন একটা দরজা খুলে যাবার শব্দ কানে এসে ঢুকল। সাথে করিডরের ফ্লোরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও। দ্রুত কয়েক গড়ান পিছিয়ে এল। এর ফাঁকেই উল্টোদিকের রুমের খোলা দর ার ফাঁক দিয়ে গান ফ্ল্যাশ নজরে পড়ল ওর। ভোরের নিস্তব্ধতা ভেঙে

খান্ খান্ করে দিল গুলির শব্দ। শুয়ে পড়তে মুহূর্তের হেরফের ঘটলে এতক্ষণে লাশ হয়ে যেত জেসন। ওকে এত দ্রুত নড়ে উঠতে দেখেই আসলে ভড়কে গেছে আততায়ী। লক্ষ্যস্থির না করেই গুলি চালিয়ে বসেছে।

অভ্যাস মত হোলস্টারে হাত গেল জেসনের, কিন্তু শূন্য ওখানটা। যা করার বেয়নেট দিয়েই করতে হবে। গুলির শব্দ হবার পরপরই দরজাটা বন্ধ হতে শুরু করেছিল, পুরো হয়নি এখনও কাজ। মাথা সোজা রেখে নিচু হয়ে সেদিকে ঝাঁপ দিল ও। ডোরবোল্ট লাগানো শেষ করতে পারেনি আততায়ী, নাকে-মুখে আচমকা দরজার শক্ত বাড়ি খেয়ে ছিট্‌কে পড়ল সে খাটের বাজুর ওপর।

শোয়া অবস্থায়ই হাতের বেয়নেট ছুঁড়ে মারল জেসন। থ্যাচ! শব্দ করে লোকটার বুক ভেদ করে ঢুকে গেল তীক্ষ্ণধার ফলা। অবিশ্বাসে চোখ বড় হয়ে উঠল ডিটেকটিভের। বুক চেপে ফ্লোরে বসে পড়ল সে। হাঁ করে শ্বাস টানার চেষ্টা করল। হলো না। ফুসফুস ফুটো হয়ে গেছে। মুখ দিয়ে রক্ত উঠে এল। বার দুই হেঁচকি তুলে এলিয়ে পড়ল সে, স্থির হয়ে গেল।

বেয়নেট বের করে মুছে জায়গামত রাখল মাইলস, তারপর লোকটার পকেট হাতড়াতে শুরু করল। একটা টেলিগ্রাফ বার্তা খুঁজে পেল। গতকালই এসেছে। সিনেটর লিখেছে ডিটেকটিভকে: 'সেট্‌ল্ অ্যাকাউন্টস্ উইথ জেসন মাইলস।'

দাঁতে দাঁত চেপে বসল ওর। সর্বশক্তিতে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হলো—আমার নয়, সিনেটর! তোমার টিকটিকিরই হিসাব মিটিয়ে দিয়েছি আমি। আসছি আমি, এবার তোমার হিসাবও শেষ করব—তৈরি হও তুমি!

দুই

ট্রেন নিউ ইয়র্ক ছেড়েছে অনেকক্ষণ। জানালা দিয়ে দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর দেখা যাচ্ছে বাইরে। মাঝে মধ্যে সারি সারি গাছপালা আর ঘন ঝোপঝাড়ের আড়ালে দৃষ্টি বাধা পাচ্ছে। শেষ ডিসেম্বরের রোদের তাপ বা আলো কোনটারই তেজ নেই। নিজের সীটে জবুথবু হয়ে বসে হাত ঘসে শীত তাড়াবার চেষ্টা করছে জেসন মাইলস। বাইরে নজর। কিছু টাকা পয়সা রোজগার করা দরকার ভাবছে ও। সম্বল যা ছিল, রোজিকে ইংল্যান্ড পাঠানোর খরচ জোগাতে শেষ হয়ে গেছে তা। লিজ মারা যাবার পর থেকে কামাই-রোজগার সম্পূর্ণ বন্ধ ওর। প্রতিশোধ নেবার আগুন নেভাতে ব্যস্ততার কারণে ওদিকে নজর দেবার ফুরসত পায়নি।

এখন একটা ভাল ঘোড়া, দূর লক্ষ্যভেদী একটা রাইফেল, প্রচুর কার্ট্রিজ ইত্যাদি কিনতে হবে। খাওয়া-পরার জন্যও টাকা দরকার। পকেটে যা আছে তা দিয়ে সান ফ্রান্সিসকো পর্যন্ত যাবার খরচ হয়তো চলে যাবে, কিন্তু তারপর? বাকিটা? নাম-ডাক যা ছিল জেসন মাইলসের প্রায় এক বছর নিষ্ক্রিয় থাকায় নিশ্চই তার অনেকখানি উবে গেছে। ভাড়ায় খাটার চাহিদা ওর আগের মত আছে কি না কে জানে!

বেশ কিছুদিন থেকে লক্ষ করছে ও, আজকাল ছেলে

ছোকরাদেরই চাহিদা বেশি। কোনমতে গোটা দুই সিক্সগান উরুতে বেঁধে মাস্তানের মত ড্যামকেয়ার চলাফেরা করলেই ডাক পড়ে। জেসন জানে ও সব দুধের শিশু মাস্তানদের বেশির ভাগ হোলস্টার থেকে অস্ত্র বের করতে পারার আগেই ওর হাতে গুলি খেয়ে মরবে। তবু মানুষ প্রয়োজনে ওদেরকেই ডাকে। পছন্দ করে। সবাই কেবল ওদের পোজ পাজ দেখে, কাজ নয়।

তবু কাজ ধরার চেষ্টা করতে হবে ওকে। এই ট্রেন যাবে কানসাস সিটি পর্যন্ত। দীর্ঘ পথ। সান ফ্রান্সিসকো আরও দূরে, অনেক দূরের পথ। এ সব ট্রেনে পোকার খেলার আসর বসে, জানে জেসন। স্টেশনে স্টেশনে যাত্রী ওঠা-নামা চলে, খেলোয়াড়ও বদল হয়, কিন্তু খেলা চলতেই থাকে। জেসন অবশ্য তেমন ভাল পোকার খেলতে পারে না, তবু, তার মাধ্যমে কিছু পয়সা জোগাড় করা যায় কি না চেষ্টা করতে দোষ কী! ভাগ্য ভাল হলে কিছু জুটে যেতেও পারে। তাছাড়া কাজ-কামের সন্ধান করা দরকার। সীট ছেড়ে উঠল ও। সুটকেস থেকে বের করে কোল্ট ·৪৫ অনেক আগেই জায়গামত ঝুলিয়ে রেখেছে। ধীরপায়ে ডাইনিঙ কারের দিকে এগোল জেসন।

খেলা চলছে এক টেবিলে। খেলছে চারজন। কয়েক দর্শক কাছাকাছি দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে। তাদের কেউ কেউ নিজের খেলতে বসার সম্ভাবনা নিয়ে মনের সাথে বোঝাপড়া করছে মনে হলো ওর। জেসনের সমবয়সী সুদর্শন এক লোক ডিল করছে। লোকটা স্লিম। চওড়া কাঁধ, লালচে কোঁকড়া চুল। খাড়া নাক, পাতলা ঠোঁট। ধোপদুরস্ত পোশাকে বয়স আসলের চাইতে বেশ কম মনে হয়।

তার মুখোমুখি বসা সদ্য কৈশোর পেরোনো এক যুবক। টিজবুক মার্কা চেহারা। তাকে দেখল জেসন, ছোকরার খেলায় মন

নেই। সাধারণ কৌশলও জানে না, তাই দানের পর দান হেরেই চলেছে। চেহারায় ক্ষোভ আর উদ্বেগ দুটোই ফুটে আছে। বাকি দু'জন কিছুটা বয়স্ক। নির্বিকারভাবে খেলে চলেছে তারা। দেখলে বোঝা যায় যথেষ্ট অভিজ্ঞ আর ধৈর্যশীল খেলোয়াড়। তেমন একটা হারছে না তারা, জিতছেও না। যা জেতার; চোখ বুজে বলা যায়, ডিলারই জিতছে।

নির্বিকার চেহারায় ডিল করছে সে। চেহারা দেখে মনের ভাব বোঝার উপায় নেই লোকটার। অনেকক্ষণ কড়া নজর রেখেও তার মধ্যে কোন হাত সাফাই বা চুরির লক্ষণ দেখতে পেল না জেসন। একসময় সম্পূর্ণভাবে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল যুবক খেলোয়াড়। অনেকক্ষণ থেকে যার আশঙ্কা করছিল জেসন, তাই ঘটে গেল। ফেটে পড়ল সে। ডিলার লোকটা শো করার সাথে সাথেই বিকৃত গলায় চিৎকার করে হাতের তাস টেবিলে ছুঁড়ে ফেলল সে। 'ঠগ্‌বাজ কোথাকার! আমাকে সারাক্ষণ ঠকিয়ে চলেছ তুমি! সব টাকা জিতে নিচ্ছ! জেতার জন্য সমানে চুরি করছ তুমি!'

৭-এর জোড়া ছাড়া কিছুই নেই ছেলেটার কাছে–টেবিলের ওপর উল্টোপাল্টা পড়ে থাকা তার কার্ডগুলো দেখল জেসন। এমন হাত নিয়ে যে বেশিদূর যাওয়া যায় না, তা পোকার খেলার সামান্য জ্ঞান যার আছে সে-ও বোঝে। কিন্তু এই উজবুকটার সে ক্ষমতাও নেই। নিজেকে কতবড় খেলোয়াড় ভেবে নিয়ে খেলতে বসেছে ছোকরা–তা ওই জানে।

ডিলার আগের মতই নির্বিকার। টেবিলের টাকা পয়সা নিজের দিকে টেনে নিল সে। তাই দেখে চেঁচিয়ে উঠেই টেবিলে দুম্ করে ঘুসি মেরে বসল যুবক। 'হারামখোর, জুয়াড়ীর বাচ্চা! আমাকে বোকা ভেবেছ? ভেবেছ তোমার চুরি আমি ধরতে পারব না? খবরদার! টাকায় হাত লাগাবে না তুমি!' বাকি খেলোয়াড়

দর্শকদের উদ্দেশে বলল, 'তোমরা কেউ কিছু করবে এ ব্যাপারে, না ওই বেজন্মাটাকে চুরি চালিয়ে যেতে দেবে?'

জবাব দিল না কেউ, তাকালও না পর্যন্ত। ভাবখানা যেন কেউ শোনেনি তার কথা। সবাই যেন বোবা, কালা, এমন চেহারা বানিয়ে রেখেছে।

ডিলার লোকটার ঠোঁট সামান্য ফাঁক হলো। 'পরে ভুলে যেতে পারি, তাই ব্যাপারটা কনফার্ম করে রাখতে চাই আমি, মিস্টার। তুমি আমাকে চোর বলেছ, ঠিক?' শান্ত গলায় বলল সে অভিযোগকারীর দিকে তাকিয়ে। তার দৃষ্টি কঠিন।

জবাবে খেঁকিয়ে উঠল যুবক। 'একশোবার! তুমি চুরি করেছ বলেই চোর বলেছি। এখন ভালয় ভালয় আমার টাকা পয়সা ফেরত দাও তাহলে ব্যাপারটা ভুলে যাব আমি।'

তীক্ষ্ণ চোখে কিছুক্ষণ লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল ডিলার। তারপর আগের মতই শান্ত, মৃদু ভাষায় বলল, 'তা কি করে হয়? তাহলে তো যা আমি করিনি, উপস্থিত এতগুলো ভদ্রলোকের সামনে সেটাকেই স্বীকার করে নেয়া হয়, তাই না?'

পা দিয়ে চেয়ার পেছনে ঠেলে অর্ধেক দাঁড়িয়ে পড়ল যুবক। টেবিলের ওপর ঝুঁকে চিৎকার করে বলল, ' নিকুচি করি তোমার শুদ্ধ ভাষার! শালা, বাটপাড় কোথাকার! চুরি করে এখন শুদ্ধ ভাষার ক্লাস নেবার চেষ্টা! হারামীর বাচ্চা, পয়সা বের করবে কি না বলো, নইলে...'

'নইলে আর যাই করো ওটাতে হাত দিতে যেয়ো না।'

ডিলারের পেছনে জেসনের হাতের উদ্যত অস্ত্রের ওপর চোখ পড়তে থেমে গেল সে। নিজের সিক্সগানের দিকে এগিয়ে নিচ্ছিল ডানহাত, শূন্যে থেমে গেল ওটা। চেহারায় অবাক হবার চিহ্ন ফুটে উঠল।

ডাইনিঙ কারের মধ্যে নিঃশব্দে, তবে খুব দ্রুত কিছু পরিবর্তন ঘটে গেল। বয়স্ক খেলোয়াড় দু'জন নিজেদের চেয়ার পিছিয়ে নিয়ে দু'হাত কোলের ওপর মেলে রাখল, যেন সবাই তাদের খালিহাত দেখতে পায়। দর্শকরা পিছিয়ে সরে গেল টেবিলের কাছ থেকে।

কয়েক মুহূর্ত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে জেসন মাইলসকে দেখল হেরে যাওয়া যুবক। একটু পর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'আচ্ছা! তাহলে চুরি করা টাকা পয়সা রক্ষার জন্য গানম্যানও দেখছি সাথে রেখেছ তুমি!'

কোন পরিবর্তন ঘটল না ডিলারের চেহারায়। জেসনকে এক পলক দেখে নিয়ে ঠাণ্ডা গলায় শুধু বলল, 'এর আগে কখনও ওকে দেখিনি আমি।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল যুবক। ভাল করে তাকাল জেসনের দিকে। অবাক কণ্ঠে বলল, 'তাহলে এর ভেতর তুমি নাক গলালে কেন?'

'তোমার প্রাণ বাঁচাতে। সামান্য ক'টা টাকার জন্য অমূল্য প্রাণ হারাবার কোন যুক্তি নেই। বেঁচে থাকলে জীবনে অনেক টাকা কামাই করার সুযোগ তোমার থাকবে।'

অসহিষ্ণু হয়ে কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'অন্যের ব্যাপারে তোমার নাক না গলানোই উচিত...'

'ভদ্রলোক তোমাকে নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছে, মিস্টার,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ডিলার। 'যদিও আমি বুঝতে পারছি না কেন করল সে কাজটা। কারণ তুমি যে খুব শিগগিরি মরার জন্য আবার ব্যস্ত হয়ে উঠবে তা বেশ বুঝতে পারছি আমি।'

একজনের আগ্নেয়াস্ত্র, আরেকজনের জিভ, দুটোর সাথে এঁটে উঠতে না পেরে আপাতত রণেভঙ্গ দিয়ে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে ভাবল যুবক। কঠিন দৃষ্টিতে একবার ডিলারের দিকে

তাকিয়ে ধুপ্‌ধাপ্‌ পা ফেলে বেরিয়ে গেল সে ডাইনিঙ কার থেকে।

চেপে রাখা দম ছাড়ল সবাই সশব্দে, পরিবেশের চাপ হালকা হলো। ঘুরে জেসন মাইলসের দিকে তাকাল ডিলার। 'আমার পক্ষে অস্ত্র ধরে পরিবেশ রক্ষার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, মিস্টার। তাছাড়া ওই ছেলেটার জান বাঁচিয়েছ বলে ওর তরফের ধন্যবাদটাও আমিই জানাচ্ছি তোমাকে।'

'সবকিছু খুব ঠাণ্ডা মাথায় নেয়ার অভ্যাস দেখছি তোমার,' জেসন মন্তব্য করল।

মুচকি হাসির আভাস ফুটল ডিলারের মুখে। বাঁ হাত তুলল সে টেবিলের ওপর। কোটের হাতা নিচের দিকে টেনে ধরে কনুইয়ের ওপর হালকা চাপ দিল, ভেতর থেকে সড়াৎ করে হাতের তালুতে নেমে এল তার লোড করা ডেরিঙ্গার। ওটার বাঁটে সোনার সূক্ষ্ম কারুকাজ। লোকটা শুধু ঠাণ্ডা মেজাজেরই নয়, ভয়ঙ্করও, ভাবল জেসন।

উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল ডিলার। 'আমি রয় ডিক্সন।'

'জেসন মাইলস।'

'তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' বলল জুয়াড়ী। যদিও ওকে চিনতে পারার কোন লক্ষণ দেখা গেল না তার আচরণে। 'বসবে নাকি খেলতে? চেয়ার তো একটা খালিই আছে।'

বসে পড়ল জেসন। শুরুতে কয়েক দান জিতে মনটা খুশি হয়ে উঠল ওর। মনে হলো ভাগ্যদেবী যেন আজ ওর চেয়ারেই বসেছে। প্রথম ঘণ্টায় প্রচুর জিতল ও, ফলে কিছুটা বেপরোয়া ভাব এসে গেল। কিন্তু তারপরই উল্টে গেল পাশার ছক। হারতে শুরু করল ও। ডিক্সনের সুন্দর কোটের পকেট ধীরে ধীরে ফুলতে লাগল একটু একটু করে।

খেলা ছেড়ে উঠে যাবার কথা একবার মনে হলো জেসনের, কিন্তু লজ্জার কারণে ওঠা হলো না। উসখুস করতে করতে ভাবল লোকটা সত্যি চুরি টুরি করছে না তো? তীক্ষ্ণ চোখে খেয়াল করে দেখল অনেকক্ষণ ধরে, কিন্তু সন্দেহ করার মত কিছু নজরে পড়ল না। সাবলীল ভঙ্গিতে, অনায়াস দৃঢ়তায় তাস শাফ্‌ল করে বাঁটছে সে। কোন ফাঁক দেখা যাচ্ছে না কাজে। তাছাড়া বয়স্ক খেলোয়াড় দু'জনও নির্বিকার ভাবে খেলেই চলেছে। একেবারেই প্রতিক্রিয়া নেই তাদের মধ্যে। তবে? কার্ডে কোন চিহ্ন দেয়া আছে? অথবা হাতের তালুতে লুকিয়ে রাখছে কি?

বোধহয় ওর মনের প্রশ্নে আঁচ করেই কন্ডাক্টরকে ডেকে নতুন এক প্যাকেট কার্ড আনাল রয় ডিক্সন। খেলা এগিয়ে চলল, কিন্তু জেসনের ভাগ্য অপরিবর্তিতই রয়ে গেল। ভাগ্যদেবীকে কিছুতেই আর নিজের চেয়ারে ফিরিয়ে আনতে পারল না।

পরবর্তী এক ঘণ্টায় লাভ তো গেলই, নিজের সামান্য যা ছিল তারও প্রায় সব বেরিয়ে গেল। এমন সময়ই আশার আলো উঁকি দিল। কার্ড তুলে মন খুশি হয়ে উঠল জেসনের। তিনটে কিঙ পেয়েছে। পকেটের শেষ ডলার দুটো বের করল ও। কিছুটা ইতস্তত করে বলল, 'ধারে খেলা যাবে?'

সামান্য হাসির ভঙ্গি করল লোকটা। মাথা নেড়ে বলল, 'আমার খেলায় ধারের নিয়ম নেই, মিস্টার। তবে,' সহ-খেলোয়াড়দের দেখিয়ে বলল, 'এই ভদ্রলোকদের যদি আপত্তি না থাকে, আর তোমার কাছে বন্ধক রাখার মত কিছু যদি থাকে, তাহলে নিয়মের কিছুটা হেরফের করা যেতে পারে।'

চিন্তায় পড়ল জেসন। টাকা তো গেছেই, এখন মান যাবার পালা। এখনও খেলা ছেড়ে মানে মানে উঠে পড়া যায়, কিন্তু এমন চমৎকার হাতের মায়া কাটানো খুবই কষ্টকর। পিস্তলটা

বন্ধকী হিসাবে আকর্ষণীয় জিনিস। কিন্তু ওটা যদি শেষ পর্যন্ত হাতছাড়া হয়ে যায়, তাহলে বেঁচে থাকার কোন অর্থ থাকবে না। তাছাড়া ওটায় লিজের হাতের স্পর্শ মাখানো আছে, যতবার হাতে নেয়, জেসন যেন সেই স্পর্শের পরশ এখনও অনুভব করে। ওটার ওপর বাজি ধরা কোনভাবে সম্ভব নয়। আর আছে রেলের টিকেট। কানসাস সিটির চারভাগের তিনভাগ পথ এখনও বাকি। টিকেটটা ফিরিয়ে দিলে কিছু পয়সা ফেরত পাওয়া যাবে।

অন্য দু'জনকে দেখিয়ে তাড়া লাগাল জুয়াড়ী। 'এদের বেশি সময় অপেক্ষা করিয়ে রাখা ঠিক হচ্ছে না, মিস্টার। তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছলে ভাল হয়।'

সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল জেসন। 'ঠিক আছে কন্ডাক্টরকে ডাকো।'

ডিলারের ডাকে এল লোকটা। ওর টিকেট পরীক্ষা করে পরবর্তী স্টেশন থেকে কানসাস সিটি পর্যন্ত ভাড়ার টাকা ফেরত দেবার নিশ্চয়তা দিল।

সহ-খেলোয়াড়দের সম্মতি নিয়ে ডিক্সন বলল, 'তাহলে, মিস্টার, এবার শো করো। দেখি, কিসের জন্য এতবড় ঝুঁকিটা নিলে তুমি।'

সবাই প্রথমে জেসনের মুখের দিকে তাকাল, তারপর ওর বাঁ হাতে ধরা কার্ডগুলোর দিকে। ওগুলোকে একসারিতে চিৎ করে ধরে টেবিলের ওপর রাখল ও। 'তিনটে কিঙ।'

'আমি আউট,' হাতের তাস নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল এক খেলোয়াড়।

'আমিও,' বিমর্ষ চেহারায় ঘোষণা করল দ্বিতীয়জন।

তখনই কিছু বলল না ডিক্সন। কার্ডের ওপর থেকে তার চোখ উঠে এল জেসনের মুখের ওপর। তারপর গম্ভীর এক টুকরো হাসির আভাস মুখে ধরে নিজের কার্ডগুলো ধীরে সুস্থে টেবিলের

ওপর মেলে ধরল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখল সবাই–চারটে কুইন!

জবর এক ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল জেসন। কাছাকাছি দাঁড়ানো কন্ডাক্টরের দিকে তাকিয়ে খানিকটা বিব্রত হাসি দিয়ে বলল, 'সামনের স্টেশনেই নেমে যাব আমি।'

নিজের সীটে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল জেসন মাইলস। অন্যমনস্ক। ইলিনয়ের সমতলভূমি ছাড়িয়ে মিসৌরির পাহাড়ী অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে ট্রেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই নেমে পড়তে হবে ওকে। চোখ ফিরিয়ে কোচের ভেতর তাকাতে দেখল, দু'সারি বেঞ্চের মাঝখানের আইল ধরে এগিয়ে আসছে রয় ডিক্সন। কাছে এসে মুচকে হাসল সে, উল্টোদিকের আসনটা খালি দেখে বসে পড়ল।

'খেলা শেষ?' প্রশ্ন করল জেসন।

'আপাতত। এই গাড়ির প্যাসেঞ্জারদের মনে হয় খেলাধুলার ব্যাপারে আগ্রহ কম। তুমি শেষ করার পর ওই চেয়ারটায় আর কেউ বসেনি। যারা খেলছিল, তাদেরও মনে হয় বিরক্তি ধরে গেছে। তাই বন্ধ করে দিলাম। দেখি, কানসাসের পর আবার আসর বসানোর মত খেলোয়াড় পাওয়া যায় কি না।'

'কতদূর যাবার ইচ্ছা তোমার?'

'ঠিক নেই। খেলা কেমন জমে তার ওপর নির্ভর করে,' সুশ্রী, সুবেশী লোকটা শ্রাগ করে বলল।

'শুধু ট্রেনেই খেলার আসর বসাও তুমি?'

'সব সময় নয়। রেলগাড়ি, রিভারবোট, সেলুন, যেখানে সুবিধা দেখি, বসে পড়ি।'

'এবং রোজই জিত হয় তোমার?'

এবারে মুখ খুলে হাসল জুয়াড়ী। 'জিততে হয়। কারণ এটাই

আমার পেশা।' ওর হোলস্টারের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ওটা ছাড়া তুমি যেমন সম্বলহীন, পোকার ছাড়া আমিও পথের ফকির।'

ওর কথায় জেসনও হাসল।

'ডাইনিঙ কারে যখন নিজের নাম বললে,' বলতে থাকল ডিক্সন। 'তখনই তোমাকে চিনতে পেরেছি আমি। তোমার দুর্দান্ত সাহসের অনেক কাহিনীই শুনেছি। তবে ইদানীং কিছু কিছু কথা শুনে আমার ধারণা ছিল ওসব তুমি ছেড়ে দিয়েছ...'

'ঠিকই ধারণা করেছিলে তুমি। কিছুদিনের জন্য এটা তুলে রেখেছিলাম,' মনের ভাব গোপন করে স্বাভাবিক গলায় বলল ও।

'এখন কি হাতে কোন কাজ আছে তোমার?'

'তেমন কিছু নয়,' নিরাসক্ত গলায় বলল জেসন।

আলোচনা আর এগোবে না বুঝল ডিক্সন। উঠে পড়ল। আইলে বেরিয়ে এক পা বাড়িয়েছে, তখনই কোচের শেষ মাথায় উদয় হলো পোকারে হেরে যাওয়া সেই যুবক। এবারে সিক্সগান হোলস্টারে নয়, তার হাতেই ঝুলছে। ছেলেটাকে পায়ে পায়ে ডিক্সনের দিকে এগিয়ে আসতে দেখল জেসন। ট্রেনের দুলুনির সাথে ওর অস্ত্র ধরা হাতটাও কাঁপছে।

কথা বলে উঠল ছেলেটা। কিন্তু রাগে আটকে যাচ্ছে বারবার। 'তু-তুমি আমার সব কে-কেড়ে নিয়েছ! আমার টাকা-আমার-আমার...সবার সামনে আমাকে অপদস্থ ক-করেছ তুমি, আর তো-তোমার ওই ব-বন্দুকবাজ বন্ধু। অ-অনেক ভেবে দেখেছি, তো-তোমাকে ছে-ছেড়ে দেয়া যায় না।'

ডিক্সনের চোখের দিকে তাকাল সে তীব্র দৃষ্টিতে। 'আ-আমার কথা কা-কানে যাচ্ছে তোমার, ভ-ভদ্রবেশী হারামীর বা-বাচ্চা?'

'নিশ্চই তোমার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি, খোকা।' ভয়ঙ্কর শীতল আর স্থির শোনাল রয় ডিক্সনের কণ্ঠ।

'অ্যা-অ্যাই শুয়োরের বাচ্চা! খবরদার! ফে-ফের যদি আমাকে "খো-খোকা" বলেছ, তো তো··· তোমার···'

'আমারই দুর্ভাগ্য, খোকা। মনে হচ্ছ আমাকেই খুন করতে হবে তোমাকে।'

'কি-কি বললে? যে ভাবে তোমাকে আটকে ফেলেছি তারপরও আমাকে খুন করার স্বপ্ন দেখছ! ফা-ফাজলামো ছেড়ে আমার টাকাগুলো ফেরত দাও এখুনি, নইলে প্যাঁদানির চোটে···'

গুলির শব্দে বাকি কথা চাপা পড়ে গেল, দু'চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে উঠল যুবকের। বুকের বাঁদিকের শার্ট ফুটো হয়ে গেছে। জেসন দেখল ফুটো দিয়ে রক্ত গড়িয়ে শার্ট ভিজিয়ে নিচের দিকে নামছে। ধীরে ধীরে ছেলেটার চেহারা থেকে বিস্ময়ের ভাব মিলিয়ে গেল, তীব্র যন্ত্রণার অভিব্যক্তি ফুটল সেখানে। পা টলে উঠল, পাশের সীট আঁকড়ে ধরতে গেল সে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফ্লোরে পড়ে গেল। নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে কেশে ফেলল, মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে এল। প্রচণ্ড আক্ষেপে খিচুনি দিয়ে সোজা হয়ে গেল দেহটা। ট্রেনের দুলুনির সাথে তাল রেখে দুলছে ওর শরীর। প্রাণহীন হয়ে গেছে ওটা।

তিন

প্ল্যাটফর্মে পা ঠিকমত রাখতে পারার আগেই ছাড়ার বাঁশি বাজাল

ট্রেন। হেলেদুলে চলতে শুরু করল। একটা খোলা জানালা দিয়ে জুয়াড়ীকে হাত নাড়তে দেখে জেসন নিজেও হাত নাড়ল। দেখতে দেখতে গিরিখাতে অদৃশ্য হয়ে গেল বাষ্পীয় সরীসৃপ। আশেপাশে তাকাল জেসন। চোখে পড়ল স্টেশনের নাম লেখা বোর্ডের ওপর। মাতাল কাউবয়দের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে আছে, তবে নামটা পড়তে পারল—চ্যারিটি। চমৎকার! ভাবল ও মনে মনে। পকেট নেভাডার মরুভূমি, দু'রাত পর ক্রিসমাস। আর ভাগ্য কি না ওকে নামিয়ে দিল চ্যারিটিতে!

টিকেট কাউন্টারের সামনের ছোট গেট দিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এল ও। সামনে তাকিয়ে হতাশা জাগল মনে। পুরো শহর ওর চোখের সামনে। বলতে গেলে একটাই মাত্র রাস্তা, তার দু'ধার দিয়ে টানা বোর্ডওয়াক। তিনটে মাত্র দোতলা বিল্ডিঙ—একটায় ব্যাঙ্ক, দ্বিতীয়টা সেলুন, আর অন্যটা হোটেল। গোটা দুই জেনারেল স্টোর, খাবার দোকান, বার্বার শপ, ব্ল্যাকস্মিথ শপ, আর একটা স্যাডলার্স শপ—এই নিয়ে চ্যারিটি।

স্টেশন থেকে ক্রমে ঢালু হয়ে যাওয়া রাস্তা ধরে এগোল জেসন। শেষ বিকেল, অথচ রাস্তায় মানুষজনের ছায়াও দেখা যাচ্ছে না। ব্যাপার কি? দিবানিদ্রায় আছে নাকি সবাই এখনও? ভাবছে ও। একটা জেনারেল স্টোরের সামনে দাঁড়ানো এক বাকবোর্ডের পাশ কাটিয়ে সেলুনের দিকে এগোল। সামনে বড় করে লেখা নামটা পড়ল—কুইন অভ দি ওয়েস্ট। তার ওপরে ব্যানার ঝুলছে, দোল খাচ্ছে বাতাসে। তাতে লেখা—গ্রাহকদের আন্তরিক মেরি ক্রিসমাস জানাচ্ছে এডিথ।

ভেতরে ঢুকে শুভেচ্ছাবাণীর জবাব দেবার চিন্তা করেও পকেটের কথা খেয়াল হতে পিছিয়ে এল জেসন। ব্ল্যাকস্মিথের কাছে গেলে কাজ কামের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে ভেবে পেছন

ফিরে সেদিকে পা বাড়াল। কয়েক পা যেতেই দড়াম করে খুলে গেল একটা জেনারেল স্টোরের সামনের দরজা। পর মুহূর্তে রাস্তায় উড়ে এসে পড়ল একটা ময়দার স্যাক। ধপাস্ করে আছড়ে পড়তেই সেলাই খুলে গেল ওটার, রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল অনেকখানি ময়দা।

দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে জেসন। ওর মনে হলো, আরও কিছু ঘটবে। ঘটলও। ভেতর থেকে চিৎকারের শব্দ এল, তারপর ঝন্ ঝন্ শব্দে একজোড়া ভারি আয়রন প্যান উড়ে এসে পড়ল স্যাকের কাছে। নিজেদের মধ্যে ঠোকাঠুকি লেগে ঘণ্টাধ্বনি তুলল। ওদের পেছন পেছন এল বড়সড় এক টুকরো বেকন আর দ্বিতীয় আরেক স্যাক ময়দা। এটা প্রথম স্যাকের চেয়েও বড়। রাস্তায় পড়ার আগে একটা প্যানের সুঁচলো হ্যান্ডেলে বেধে ফুটো হয়ে গেল স্যাকটা। ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আগেরটার ময়দার সাথে এটারও অনেকখানি মিশে রাস্তার ধুলোর সাথে একাকার হয়ে গেল।

স্টোরের ভেতর উঁচু গলার ধমকাধমকির শব্দ উঠল। সাথে মনে হয় ধস্তাধস্তির আওয়াজও। ওর ধারণা সত্যি প্রমাণ করতেই যেন দরজা দিয়ে সবেগে বেরিয়ে এল কেউ একজন। অ্যাপ্রন পরা সে, গাট্টাগোট্টা। পেছন ফিরে প্রায় উড়ে বেরিয়ে এল লোকটা। আপ্রাণ চেষ্টা করেও নিজের পতন ঠেকাতে ব্যর্থ হলো সে, চিৎ হয়ে শক্ত রাস্তায় পড়ল। ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে তার পা বেধে গেল একটা প্যানে, ঘুরে গেল শরীর। মুখ থুবড়ে পড়ল লোকটা রাস্তায় ছিটানো ময়দার ওপর।

হাত পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে খিস্তি করতে থাকা লোকটার দিক থেকে নজর ফেরাল জেসন। তাকাল এইমাত্র দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসা আরেকজনের দিকে। যুবক সে, ওর থেকে দুই-এক বছরের ছোট। চব্বিশ-পঁচিশ হবে বয়স। সুদর্শন। সুন্দর, মসৃণ চুলের

কয়েকগাছি কপাল বেয়ে নেমে এসে নাক বরাবর ঝুলছে। পুরু পশমী কোট গায়ে। কিন্তু সে সশস্ত্র কি না বোঝা গেল না।

অন্যজন তখন মুখে মেখে যাওয়া ময়দা পরিষ্কার করছে ব্যস্ত হাতে। তার কাছে যে অস্ত্র আছে, তা তার অ্যাপ্রনের বুকের পাশে ফোলা দেখেই বোঝা যায়। রাগে গরগর করে উঠল লোকটা, 'অ্যাডাম বাজের গায়ে হাত তোলার সাহস চ্যারিটিতে আজ পর্যন্ত কোন বাপের ব্যাটার হয়নি। তোমার ঘাড়ে আজ শনি সওয়ার হয়েছে ম্যাথিউ হেইডেন! তোমাকে আমি ছাড়ব না, শুয়োরের বাচ্চা!'

বেশ কয়েকজন দর্শক জুটে গেছে এর মধ্যে। ব্যাঙ্কের দোতলার জানালার পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল একজন।

ধুলো, ময়দা মাখা কিম্ভূতকিমাকার চেহারার মোটাসোটা স্টোরকীপার গলা ফাঁড়িয়ে চলেছে তখনও। 'কোন সাহসে আমার গায়ে হাত তুললে তুমি?'

'আমার মাল রাস্তায় ছুঁড়ে ফেললে কেন তুমি?' এতক্ষণে কথা বলল যুবক। উত্তেজিত হলেও গলার স্বর যথেষ্ট নিচু তার।

'তোমার মাল? কে বললে তোমার? এগুলো আমার দোকানের।'

'মোটেও না। ও মাল এই রাস্তার,' হাসতে হাসতে দর্শকদের মধ্যে থেকে একজন ফোড়ন কেটে উঠল।

কটমট করে তার দিকে তাকাল অ্যাডাম বাজ, অমনি মিইয়ে গেল লোকটা।

'আমি কিনেছি বলেই ওগুলো আমার,' দৃঢ়ভাবে বলল যুবক।

'বলেছি তো নগদে ছাড়া তোমার কাছে মাল বেচব না!'

'কেন বেচবে না, শুনি? আমি তো বাকিতে চাইছি না, তোমার কাছে আমার দশ ডলার পাওনা আছে, ক্রেডিট নোট দিয়েছ তুমি।

সেই টাকারই মাল দিতে বলেছি আমি।'

'পেচ্ছাব করি আমি ক্রেডিট নোটের ওপর। যখন নিয়ে যেতে বলেছিলাম, তখন আসোনি কেন? এখন ওটা তামাদি হয়ে গেছে।'

'আমার কাজ ছিল তাই আসিনি। তা' বলে তোমার নিজের হাতে লেখা ক্রেডিট নোট তামাদি হবে কেন? মগের মুল্লুক পেয়েছ নাকি?' দু'পা এগিয়ে এল যুবক। 'ভাল চাইলে আমার টাকার মাল আমাকে এক্ষুণি বুঝিয়ে দাও।'

ঝুঁকে কাছাকাছি পড়ে থাকা একটা প্যান তুলেই ছুঁড়ে মারল স্টোরকীপার। পেছনে সরতে গিয়ে বোর্ডওয়াকে বাধা পেল যুবক। অমনি ভারী প্যানটা এসে ঠন্! করে তার ডান কপালে আছড়ে পড়ল। সাথে সাথে কেটে গিয়ে রক্ত ছুটল ওখান থেকে। ক্ষত চেপে ধরে বসে পড়ল যুবক।

ভিড় আরও বেড়েছে এর মধ্যে। ব্যাঙ্কের জানালার দর্শক তখনও দাঁড়িয়ে আছে। নেকারচিফ চেপে ধরে ক্ষত থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করার চেষ্টা করতে করতে এক হাঁটুতে ভর দিয়ে উঁচু হলো যুবক। সাথে সাথে চোখ বড় হয়ে উঠল তার অ্যাপ্রনের ভেতর থেকে স্টোর মালিককে অস্ত্র বের করতে দেখে।

পুরানো একটা নেভি কোল্ট। দেখে মনে হয় না খুব শিগগিরি গুলি ছোঁড়া হয়েছে ওটা দিয়ে। লোকটা যেভাবে কাঁপছে রাগে, তাতে ঠিকমত লক্ষ্যস্থির করা তার পক্ষে সম্ভব হবে বলে জেসনের মনে হলো না। কিন্তু এই ক্লোজ রেঞ্জে তাতে কিছু আসবে যাবে না। উপস্থিত দর্শকদের দম আটকে এল উৎকণ্ঠায়।

'এইবার এসো, এটা দিয়ে তোমার ক্রেডিট শোধ করে দিচ্ছি শা-লা-! অ্যাডাম বাজের গায়ে হাত তোলো! তোমার মত ফচকে ছোকরার পাওনা মেটাতে একটার বেশি গুলি খরচ করতে হবে না আমাকে। শেষ প্রার্থনা করার ইচ্ছা থাকলে করে নাও এখুনি। কিছু

যদি বলার থাকে, তাও বলে ফেলো।'

কিছু বলল না যুবক। নীল চোখের ফ্যাল্‌ফেলে দৃষ্টিতে একভাবে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল।

'কি, কিছু বলার নেই বুঝি? তা তোমার মত ফচকের কিই বা আর বলার থাকতে পারে,' দাঁত কিড়মিড় করে বলল অ্যাডাম বাজ। তার আঙুলের চাপ বাড়তে শুরু করেছে হ্যামারের ওপর।

'আমার কিছু বলার ছিল।'

আচমকা নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে অচেনা একটা গলা শুনে স্থির হয়ে গেল গাট্টাগোট্টা শরীরের খাটো মানুষটা। মুখ ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল। কথাটা কে বলল বোঝার চেষ্টা করছে। সবার থেকে একটু সরে দাঁড়ানো ছ'ফুট দু'ইঞ্চি লম্বা, প্রায় দু'শো পাউন্ডের সুঠামদেহী অচেনা লোকটার ওপর দৃষ্টি থমকে গেল তার। ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়ানো লোকটার ডান হাত হোলস্টারের সামান্য ওপরে স্থির। আঙুলগুলো কিছুটা ছড়ানো অবস্থায় বাঁকা হয়ে আছে।

'তোমাকে আবার এর মধ্যে নাক গলাতে কে পাঠাল, বাপু?'

'কেউ নয়।' ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাল জেসন।

'তাহলে?'

'ভাবলাম ছেলেটা যখন নিজে থেকে কিছু বলতে পারছে না, তখন আর কারও উচিত ওর হয়ে কিছু বলা।'

'নিজেকে ন্যায়দণ্ডের রক্ষক মনে হয় নাকি তোমার? নাকি ধর্মপ্রচারক?'

'নাহ্!' মাথা নাড়ল জেসন। 'কোনটাই নয়।'

'তাহলে কে তুমি?'

'একজন সাধারণ মানুষ, যে বিনা কারণে নিরস্ত্র কাউকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে সম্ভাব্য খুনীকে বাধা দেয়।'

অ্যাডাম বাজের চেহারা রাগে লাল হয়ে উঠল। 'বিনা কারণে?

কি বলতে চাও তুমি? ওকে খুন করার যথেষ্ট কারণ আছে আমার।'

আবার মাথা নাড়ল জেসন। 'আমার বরং উল্টোটাই মনে হয়। এতক্ষণ যা শুনলাম, তাতে বোঝা গেছে ছেলেটার কথায় যুক্তি আছে। তুমি যদি ওকে ক্রেডিট নোট দিয়েই থাকো এবং তাতে যদি সময় পেরিয়ে যাওয়ার মত নির্দিষ্ট দিন তারিখ বা অন্য কোন বিশেষ শর্ত না থাকে, তাহলে সেটা যখন ইচ্ছা ভাঙানোর অধিকার ওর নিশ্চই আছে।'

সমর্থনের আশায় দর্শকদের ওপর দিয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনল স্টোর মালিক। 'কি বলতে চাও তুমি?'

'বলতে চাই, সবার আগে তুমি তোমার ওই বাতিল অস্ত্রটা খাপে পুরে রাখো। তারপর ওই যুবককে তার মালপত্র বাকবোর্ডে তুলতে সাহায্য করো।'

'ব্যস্!' ভেংচি কাটল যেন অ্যাডাম বাজ। 'এইটুকুই?'

'না, আরও আছে। এই স্যাক দুটোর বদলে নতুন ময়দার স্যাক দিতে হবে। বেকনের টুকরোটার যে অবস্থা করেছ, তাতে ওটা আর মানুষের খাবার উপযুক্ত নেই। ওটা তোমার নিজের জন্য রেখে দিয়ে ওকে আরেক টুকরো দিয়ে দাও। হিসাবমত ওর যদি আরও কিছু পাওনা থাকে, তারও ব্যবস্থা করবে। তারপর দুর্ব্যবহারের জন্য ওর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেবে।'

'আমি...আমি...' রাগে, অপমানে সাময়িকভাবে কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল লোকটা। কিন্তু তার অবস্থা বুঝে ফেলেছে দর্শকরা। এতক্ষণে নিজেদের মধ্যে উত্তেজিত স্বরে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে লোকগুলো। ম্যাথিউ হেইডেন এখন পর্যন্ত নড়াচড়া করেনি, কথাও বলেনি। বড় বড় নীল চোখের অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আগন্তুকের দিকে।

কয়েক সেকেন্ড পর গলার স্বর খুঁজে পেল দোকানি। 'তোমার কথা না শুনলে কি করবে?'

'মিস্টার, যতক্ষণ তুমি নেভি কোল্ট নাচাতে থাকবে, ততক্ষণ আমার হাত নিশপিশ করবে তোমার শুয়োরের মত কুতকুতে দুই চোখের মাঝখানে একটা ফুটো করে দিতে, গোবর ভরা মগজে যাতে কিছু বুদ্ধি ঢোকার রাস্তা পায়।'

চাপা হাসির শব্দ উঠল জনতার মধ্য থেকে।

'কি হলো, দেরি করছ কেন, মিস্টার?' তাড়া লাগাল জেসন। 'সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, দোকান বন্ধ করে বাড়ি যেতে হবে না?'

হার মেনে নিল লোকটা। অপ্রসন্ন চেহারায় ধীরে ধীরে ধুলা-বালি আর ময়দা মাখানো অ্যাপ্রনের ভেতরের হোলস্টারবন্দী করল তার কোল্ট। ঘুরে পায়ের কাছে পড়ে থাকা ময়দার ফাটা স্যাকটাকে কষে এক লাথি লাগাল। তারপর ফুঁসতে ফুঁসতে ধুপ্ ধাপ্ পা ফেলে দোকানে গিয়ে ঢুকল।

এগিয়ে এসে জেসনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল যুবক। 'আমি কৃতজ্ঞ তোমার কাছে, মিস্টার। আমার নাম ম্যাথিউ হেইডেন।'

তার হাতটা নিয়ে মৃদু হেসে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল ও, 'আমি জেসন মাইলস।'

'জেসন মাইলস?' প্রশ্নবোধক চিহ্ন ফুটল হেইডেনের চেহারায়। 'চেনা চেনা মনে হচ্ছে যেন নামটা!'

'হতে পারে।' শ্রাগ করল জেসন, আর কিছু বলার প্রয়োজন মনে করল না।

তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত নজর বোলাল যুবক চিন্তিত চেহারায়। তারপর মাথা দুলিয়ে বিস্ময়মাখা স্বরে বলল, 'আমি নিশ্চিত, এ নাম শুনেছি আমি। যা হোক, আমাকে সাহায্য করেছ বলে তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এখানকার কেউ আমার

জন্য এতটা করত না।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ,' বলল জেসন, 'জায়গাটার চ্যারিটি নামকরণ উপযুক্ত হয়নি?'

'একদম ঠিক। নাম আর অর্থের এত অমিল আর কোথাও তুমি পাবে কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে,' ক্ষোভের সাথে বলল যুবক।

ফের শ্রাগ করল জেসন। 'ওর সাথে হিসাব মেটাতে আর কোন ঝামেলা হবে না তো?' স্টোরের দিকে থুতনি তাক করল ও।

'মনে হয় তা হবে না। কিন্তু, শোনো, আমার জন্য যা করলে, তার কোন বিনিময় হয় না, জানি। তাই বিনিময় নয় উপহার হিসাবে কিছু তোমাকে দিতে চাই আমি, মিস্টার মাইলস। বলো, কি চাও তুমি।'

হেসে ফেলল জেসন। 'কিছুই না।'

'ঠাট্টা কোরো না। এভাবে ফিরিয়ে দিলে আমি খুব অপমানিত বোধ করব। তাছাড়া ঋণী থাকার অভ্যাস নেই আমার। কিছু তো তোমাকে অবশ্যই নিতে হবে। নগদ টাকার অভাব আছে আমার। তবু বলো, কি চাই তোমার।'

'তোমার ব্যবহারে খুব খুশি হয়েছি আমি। ওতেই তোমার ঋণ শোধ হয়ে গেছে, আর কিছু দরকার নেই।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু তা হয় না, মিস্টার মাইলস। আমি ছোট বলে আমাকে অগ্রাহ্য কোরো না, প্লীজ।'

হাল ছেড়ে দিয়ে তার গায়ের কোটটার দিকে তাকাল ও। কিছুটা ইতস্তত করে বলল, 'তুমি তো দেখছি একদম নাছোড়বান্দা। ঠিক আছে, বাড়তি থাকলে তোমার কোটটাই দাও। তোমার গায়ে ওটাকে ঢোলা দেখাচ্ছে, হয়তো আমার গায়ে লাগবে ঠিকমত।'

কথা শেষ হবার আগেই কোট খুলে ফেলেছে হেইডেন। দু'হাতে ধুলা-বালি ঝেড়ে বাড়িয়ে ধরল ওটা। 'তোমাকে কিছু দিতে পারছি বলে ভাল লাগছে আমার। গায়ে দিয়ে দেখো।'

গায়ে দিল জেসন। 'বগলের কাছটা একটু টাইট লাগছে, ম্যাথিউ।' ফিরিয়ে দেবে বলে ওটা খুলতে গেল।

'খুলো না,' দ্রুত বাধা দিল যুবক। 'এটা একদম নতুন। দু'দিন পরলেই ঠিক হয়ে যাবে। রেখে দাও। চমৎকার মানিয়েছে এটায় তোমাকে।'

চমৎকার হোক আর নাই হোক, এই শীতে এরকম দামী একটা পশমী কোট গায়ে থাকলে ঠাণ্ডার কামড় থেকে রেহাই অন্তত পাওয়া যাবে, মনে মনে ভাবল জেসন। চ্যারিটি নামটা আসলে খুব একটা অনুপযুক্ত হয়নি। নগদ টাকা না এলেও প্রয়োজনীয় জিনিস তো আসতে শুরু করেছে।

'শোনো,' বলে উঠল হেইডেন। 'কাছেই বাড়ি আমাদের। মা-বাবার সাথে থাকি। আর্থিক অবস্থা অবশ্য তেমন নয়, তবু, ক্রিসমাস পর্যন্ত যদি এখানে থাকা হয়, আমাদের বাড়ি এসো। খুব খুশি হব তাহলে। আসবে?'

হাত বাড়িয়ে যুবকের কাঁধ চাপড়ে দিল ও। 'ধন্যবাদ। ক্রিসমাস পর্যন্ত থাকব কি না, এখনই বলতে পারছি না। তবে যদি থাকা হয়, তাহলে নিশ্চই আসব।'

ঘটনাটা যদি কোন বড় শহরে ঘটত, তাহলে মাথা ঘামাত না কেউ। কিন্তু এই তুচ্ছ ব্যাপারটাই যে চ্যারিটির মত জায়গার জন্য বিরাট কিছু, তা সেলুনে পা দিয়েই টের পেল জেসন ম্যাইলস। শহরের তুলনায় কুইন অভ দি ওয়েস্ট বেশ বড় সেলুন। অ্যাডাম বাজের জেনারেল স্টোরের সামনে ভিড় করা দর্শকদের অনেকেই

আছে ভেতরে। সবাই পান করছে অথবা তাস খেলছে, তার সাথে সেই ঘটনা নিয়ে সরব আলোচনাও চলছে। জেসনকে ঢুকতে দেখে থেমে গেল আলোচনা, পান আর তাস খেলা। তাকিয়ে থাকল সবাই ওর দিকে।

কোনদিকে নজর না দিয়ে সোজা বারের দিকে এগোল ও। কাউন্টারের ওপাশের এক কোনায় দাঁড়িয়ে ডাস্টার দিয়ে গ্লাস মোছার ফাঁকে আড়চোখে দেখছে ওকে বারম্যান। কাউন্টারের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ও। পকেটের অবস্থার সাথে বোঝাপড়া করছে মনে মনে, কি অর্ডার দেয়া যায় ভাবছে। পেছনে কাস্টমাররা ততক্ষণে নিজেদের ছেদ পড়া আলোচনা আবার শুরু করে দিয়েছে। সবার চোখ ঘন ঘন জেসনের ওপর পড়ছে এসে।

যেন ভি. আই. পি. এসেছে, এমনভাবে হাতের কাজ রেখে দ্রুত ওর সামনে এসে সম্ভ্রমের সাথে তাকাল মাঝবয়সী বারম্যান। মনস্থির করে অর্ডার দেবার জন্য মুখ খুলতে গিয়েও থেমে গেল জেসন। সামনের আয়নায় দেখতে পাচ্ছে সবাই টেবিল ছেড়ে ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঝট্ করে ঘুরল ও।

'আমরা সবাই মিলে ঠিক করেছি, আজ রাতে তুমি আমাদের গেস্ট অভ্ অনার হবে,' যথেষ্ট বিনয়ের সাথে বলল একজন। 'আমরা তোমাকে ড্রিঙ্ক অফার করতে চাই।'

মনে মনে খুশি হতে গিয়েও পারল না জেসন, বরং বিপন্নবোধ করল। এতলোকের মান রাখতে গেলে বিপদে পড়তে হতে পারে। তাদের নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করল ও, কিন্তু লাভ হলো না। ও যত পানের ব্যাপারে নিজের কম অভ্যাসের দোহাই দেয়, ততই লোকগুলোর অনুনয় শক্ত হতে থাকে। অগত্যা নিরুপায় হয়ে সমঝোতায় পৌঁছার জন্য প্রস্তাব করল ও, 'ঠিক আছে, তোমাদের সবার তরফ থেকে একটা বীয়ার আর একটা হুইস্কি পেলেই খুশি

হব আমি।'

অগত্যা মেনে নিল সবাই। দু'হাতে দুটো গ্লাস নিয়ে পেছনের কোনার দিকে এগোল ও। পেছনের শেষ টেবিলে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসল। অন্যরাও সবাই নিজ নিজ গ্লাস নিয়ে এগোল, কিন্তু ওর টেবিলে বসল না কেউ। গ্লাস তুলে চিয়ার্স করল জেসন, ছোট করে চুমুক দিল। খুশি মনে লোকগুলো যে যার টেবিলে ফিরে গেল এবার। নাহ্, ম্যাথিউ হেইডেন যাই বলুক, চ্যারিটির লোকেরা চ্যারিটি পুরোপুরি ছেড়ে দেয়নি, ভাবল ও।

ছোট আরেকটা চুমুক দিয়ে ভাল করে তাকাল সামনে। বার কাউন্টার ওর সোজা, একটু বাঁ দিকে। তার বাঁয়ে ওপরে যাবার কাঠের সিঁড়ি, তারপর একটা বন্ধ দরজা। বাইরে থেকে ঢোকার দরজাটা কাউন্টারের ডানদিকে। যে-ই ঢুকুক বা বের হোক, এখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পাবে জেসন।

একটু পর ওর চোখ পড়ল অ্যাডাম বাজের ওপর। ভেতরে ঢুকে বারের দিকে যাচ্ছে। ভেতরের সবার ওপর দিয়ে দৃষ্টি বোলাচ্ছে চলার ফাঁকে। বারের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে, এমন সময় তার চোখ পড়ল পেছনের টেবিলে বসা জেসন মাইলসের ওপর। সাথে সাথে ঘুরে দ্বিগুণ বেগে বেরিয়ে গেল সে সেলুন ছেড়ে। লোকটাকে ঢুকতে দেখে অনেকেই তাকিয়েছিল, কাণ্ড দেখে একযোগে শব্দ করে হেসে উঠল তারা। তাকাল জেসনের দিকে। নিরীহ মুখ করে শ্রাগ করল ও। ভাবখানা যেন ও দৌড়ে পালালে আমি কি করতে পারি! আবার একদফা হাসির শব্দ উঠল, তারপর যে যার কাজে মন দিল।

জেসন ভাবছে কি করা যায়, মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছে গ্লাসে ছোট করে। কয়েক মিনিট পর সিঁড়ি বেয়ে ওপর থেকে নেমে আসতে থাকা এক সুন্দরীর ওপর চোখ পড়ল। সবুজ গাউন আর

কালো বুট পরা মেয়েটির উচ্চতা মাঝারি, আকর্ষণীয় গঠন। মুখে হাসি ধরে ধীর পদক্ষেপে নামছে সে, চলায় আভিজাত্যের ছাপ।

নিচে নেমে কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল মেয়েটি, বারম্যানের সাথে দু'চারটা কথা বলল, তারপর একটা বোতল নিয়ে দুই সারি টেবিলের মাঝের প্যাসেজ ধরে পেছন দিকে পা বাড়াল। দু'পাশের কাস্টমারদের হাসি মুখে 'হাই,' 'হ্যালো' বলতে বলতে এসে দাঁড়াল জেসনের টেবিলের সামনে। বোতলটা টেবিলের ওপর রেখে হাত বাড়িয়ে দিল, 'আমি এডিথ, এই সেলুনের মালিক। তোমার সাথে পরিচিত হতে এলাম।'

হ্যাট নামিয়ে নিজের হাত বাড়িয়ে বলল ও, 'আমি...'

'বলতে হবে না। তুমি জেসন মাইলস, দ্যা লাইটনিঙ মাইলস! আগে শুধু নাম জানতাম তোমার, আজ কাজও দেখলাম কিছুটা।' হাত ছাড়িয়ে বোতলটা দেখিয়ে বলল এডিথ, 'কুইন অভ দি ওয়েস্টের পক্ষ থেকে।'

'এর কোন প্রয়োজন নেই। একবেলার জন্য এরমধ্যেই অনেক বেশি উপহার পেয়ে গেছি আমি, মিস্।'

'তবু এটা তোমাকে নিতে হবে। অন্তত এটার জন্য হলেও তোমার সাথে দুটো কথা বলার সুযোগ পাব আমি।' আড়চোখে কাস্টমারদের দেখে নিয়ে বলল, 'যদি কিছু মনে না করো, তাহলে আমার অফিসে এসো। তোমার সাথে কিছু কথা আছে।' জেসনের চোখে প্রশ্ন দেখে তাড়াতাড়ি বলল, 'ব্যবসায়িক কথা, মিস্টার মাইলস, অন্য কিছু নয়।'

মেয়েটার কথায় কাজের গন্ধ আছে টের পেয়ে উঠল জেসন। 'আচ্ছা, চলো।'

সবার খোলা দৃষ্টির সামনে দিয়ে এগোল ওরা। কাউন্টার থেকে চাবি নিয়ে নিচুস্বরে বারম্যানকে কিছু নির্দেশ দিল এডিথ।

তারপর এগিয়ে গিয়ে কাউন্টারের পাশের বন্ধ দরজাটা মেলে ধরে দাঁড়াল। ভেতরে ঢুকল জেসন।

রুমটা বড় নয়। একপাশে জানালার ধারে রোলটপ ডেস্ক, পেছনে স্যুইভেল চেয়ার। ডেস্কের সামনে দুটো ভিজিটরস' চেয়ার, পাশের দেয়াল ঘেঁষে রাখা আছে মসৃণ লেদারের নকশা করা একটা ইজিচেয়ার, একটা টিপয় আর একটা কেবিনেট।

ইঙ্গিতে ইজিচেয়ারটা দেখাল ওকে এডিথ। 'আরাম করে বোসো, প্লীজ।'

মেয়েটির কথা বলার ধরন চমৎকার মনে হলো জেসনের। বসে পড়ল ও। দরজায় নক্ করে এক বারবয় ঢুকল। তার হাতের ট্রেতে হুইস্কির বোতল আর দুটো গ্লাস। সেটা জেসনের সামনে টিপয়ের ওপর নামিয়ে রাখল লোকটা, বেরিয়ে গেল দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে।

একটা ভিজিটরস' চেয়ার জেসনের সামনে নিয়ে এসে বসল এডিথ। গ্লাসে হুইস্কি ঢালল। জেসন বুঝল কথা বলার প্রস্তুতি নিচ্ছে মেয়েটি। তার বাড়িয়ে ধরা গ্লাস নিল ও। এডিথও নিজের গ্লাস তুলে ধরল। 'তোমার সৎসাহসের উদ্দেশে,' বলল সে। চুমুক দিল ছোট করে। দেখাদেখি জেসনও।

'দোতলার জানালা দিয়ে বিকেলের ঘটনাটা দেখেছি আমি,' বলল মেয়েটি। 'তুমি না হলে হয়তো ম্যাথিউ আজ সবার সামনেই বাজের হাতে মারা পড়ত। ওকে সাহায্য করতে কেউ এগোত না। এগোয়ওনি কেউ, তুমি ছাড়া। এখানকার মানুষগুলো সব নির্জীব, ব্যক্তিত্বহীন।' একটু থেমে গ্লাসে চুমুক দিল সে। 'এদিকে কি বিশেষ কোন কাজে এসেছ, মিস্টার মাইলস?'

'বিশেষ কাজ···হ্যাঁ, তা বলতে পারো। পয়সা রোজগার করার ধান্ধায় ঘোরা তো বিশেষ কাজই।'

ওই অবস্থায়ই একহাত দিয়ে কোনমতে বাকি পশুগুলো আগলে রেখেছে।

'মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ম্যাথিউর। পাগলের মত ছোটাছুটি করে খুঁজতে লাগল খোয়া যাওয়া গরু আর কাউহ্যান্ডদের। কিছুদিন পর টেনিসিতে এক কাউহ্যান্ডকে পেয়ে পাকড়াও করল ম্যাথিউ, কিন্তু এখানে আনতে না পেরে ওখানে আইনের হাতে তুলে দিয়ে এল লোকটাকে। তবে তার মুখ থেকে কথা আদায় করতে পেরেছে ম্যাথিউ—জেনেছে, ব্যাঙ্ক মালিক হারামজাদা ড্যান বারাকেরই ষড়যন্ত্র এসব। ও যাতে ঋণ শোধ করতে না পারে তাই ওদের ভাড়া করে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। অনাদায়ী ঋণের দায়ে বন্ধক রাখা ম্যাথিউদের ফার্ম আর বাড়ি দখল করে নিতে পারে সে তাহলে।'

'শেরিফের কাছে যায়নি হেইডেন?' প্রশ্ন করল জেসন।

'গিয়েছিল। প্রমাণের অভাবে কিছু করার নেই জানিয়ে দিয়েছে সে। আসলে সব ব্যাটাকে কিনে রেখেছে ব্যাঙ্কার।'

'টাকা শোধ করার শেষ তারিখ কবে?'

দরজায় টোকা পড়ায় থেমে গেল এডিথ। ট্রেতে খাবার সাজিয়ে ভেতরে ঢুকল এক বারবয়। টেবিলের ওপর সব নামিয়ে রেখে চলে গেল সে।

'পরে কথা হবে,' বলল মেয়েটি। 'তোমার নিশ্চই খিদে পেয়েছে, খেয়ে নেবে, এসো।'

সময় নষ্ট করল না জেসন। উঠে এসে এডিথের পাশে খালি চেয়ারটায় বসে পড়ল। সত্যিই খুব খিদে পেয়েছে ওর, গতরাতের পর বলতে গেলে তেমন কিছুই খাওয়া হয়নি। এডিথের আতিয়েথতায় মুখ বুজে পেট পুরে খেয়ে নিল।

খাওয়া শেষ হতে বারবয়কে ডাকল মেয়েটি। সে এলে

জেসনকে বলল ও, 'কফি দিতে বলব?'

'নাহ্। আর কিছু খাবার জায়গা রাখোনি তুমি। এখন এসো, কথা শেষ করে নিই।'

প্লেট-গ্লাস তুলে নিয়ে বারবয় চলে গেলে ইজিচেয়ারে এসে বসল জেসন। 'ঋণ শোধের তারিখ যেন কবে?' এডিথকে সূত্র ধরিয়ে দিল।

'দ্বিতীয় কিস্তির তারিখ পার হয়ে গেছে গত গ্রীষ্মে। শেষ কিস্তির তারিখ আর ক'দিন পর, ২৮ ডিসেম্বর। আমি জানি এবারও দিতে পারবে না ম্যাথিউ। কর্মচারী নেই, বাবা একহাতে যতটা পারে ওকে সাহায্য করে। মা পুরোপুরি শয্যাশায়ী, কোনদিকে যেতে পারে না ও।

'ড্যান বারাক নোটিশ দিয়েছে, সুদে-আসলে সব টাকা শোধ না করলে ২৯ তারিখ সকালে র‍্যাঞ্চ থেকে উৎখাত করবে ওদের। দখল করে নেবে সব কিছু। ব্যাঙ্কের পাওনার কয়েকগুণ বেশি হবে সেসবের দাম। আমার ভয় হচ্ছে সেদিন রক্তারক্তি না ঘটে যায়,' গলা ধরে এল মেয়েটির।

গম্ভীর মুখে তাকিয়ে থাকল জেসন মাইলস। একটু পর আবার বলতে শুরু করল এডিথ, 'আমি টাকা দিতে চেয়েছি, কিন্তু ওর আত্মমর্যাদাবোধ খুব বেশি। নেয়নি আমার টাকা। বলেছে ও নিজেই সামাল দিতে পারবে সবকিছু। কিন্তু আমি জানি ও পারবে না।

'এদিকে ম্যাথিউর সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা, ওকে আমি সাহায্য করার চেষ্টা করছি, ব্যাঙ্কার তা জানে। তাই আমার পেছনেও লোক লাগিয়েছে সে। দু'বার হামলা হয়েছে এখানে। দল বেঁধে ছ'সাতজন এসেছে দু'বারই। ওদের তাণ্ডবে কোন কাস্টমার সেলুনে থাকতে পারে না।

'ডান্সগার্লরা সব পালিয়ে গেছে শেষবার হামলা হবার পর। আমাকে পর্যন্ত অপদস্থ করতে ছাড়েনি ওরা। কোনমতে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে দিন কাটাচ্ছি, তবে ব্যবসার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে এরমধ্যে। ক্রিসমাস বলে ক'দিন হলো লোকজন কিছু কিছু আসতে শুরু করেছে। ওরা যদি এরমধ্যে আবার আসে, তাও বন্ধ হয়ে যাবে। রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে আমার।

'আমার ভয় হচ্ছে কাল-পরশুই আবার আসবে ওরা। নিজের ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে আমাকে, ম্যাথিউর দিকে নজর দেবার সুযোগ হবে না। এই ফাঁকে···কি জানি, হয়তো বা আরও বেশি কিছু চায় ওরা। আমি যাতে এই সেলুন ফেলে চলে যেতে বাধ্য হই, হয়তো সেটাই চাইছে। কারণ চ্যারিটির কুইন অভ দি ওয়েস্টের নাম ছড়িয়েছে অনেকদূর পর্যন্ত। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভিড় লেগে থাকত সারাক্ষণ।

'···আমার আশা ছিল বিয়ে করে ম্যাথিউর হাতে সব তুলে দেব, এখন শেষ পর্যন্ত কি হবে জানি না।'

মাথা নিচু করে মলিন মুখে বসে রইল এডিথ। ওর চোখ ভেজা। মিনিটখানেক পর আবার মুখ তুলল সে। 'আমি তোমাকে কোন অন্যায্য কাজ করার অফার দিচ্ছি না, মিস্টার। তোমার ব্যাপারে যতটুকু জানি, তাতে তুমি যে ভিন্ন প্রকৃতির তা বুঝি। অবশ্য মাঝে কিছুদিন তোমার নাম শোনা যাচ্ছিল না। হতাশায় শেষ অবস্থায় পৌঁছে তোমাকে দেখেই সব পাওয়ার আশা ফিরে এসেছে আমার। এত কথা বাইরে মন খুলে বলা যায় না, তাই তোমাকে আমার অফিসে নিয়ে এসেছি।'

'লোকগুলো কোথাকার?'

'অ্যাঁ?' আনমনা হয়ে পড়ায় ওর প্রশ্ন শোনেনি এডিথ।

'যারা এখানে হামলা করেছে, তাদের ব্যাপারে কতটা জানো

তুমি?'

'এখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে পাশাপাশি দুটো র‍্যাঞ্চে কাজ করে ওরা। ঋণের দায়ে মালিকদের উৎখাত করে ওগুলো নিয়ে নিয়েছে এই ব্যাঙ্কার। এই লোকগুলো লীজ নিয়ে চালায় ও দুটো। বাইরের লোক ওরা। নেতাগোছের লোকটার নাম স্নেইডার। একটা চোখ নেই, কালোপট্টি বেঁধে রাখে। দেখলেই ডাকাত সর্দার মনে হয় লোকটাকে।'

'চ্যারিটির ব্যাঙ্ক তাহলে দুটো র‍্যাঞ্চেরও মালিক!' আত্মগতভাবে বলল জেসন।

'শুধু এই দুটোই নয়, রেলট্র্যাক বসার পরপরই এখানে ব্যাঙ্ক খুলে বসেছে ড্যান বারাক। তারপর থেকে এ পর্যন্ত এলাকার অর্ধেকেরও বেশি র‍্যাঞ্চ, ক্যাটল ফার্ম আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়ে বসেছে লোকটা। কোন কোন ক্ষেত্রে দখলী সম্পত্তি পুরানো মালিকদের কাছেই নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে ছয়মাস বা এক বছরের জন্য লীজ দিয়ে দেয়। বাকিগুলো বাইরে থেকে লোক এনে নিজে চালায়।

'কাস্টমারদের আলোচনা থেকে জানতে পেরেছি এই এলাকায় মাইনিঙের নাকি উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। রেলট্র্যাক্‌ও নাকি সেই কারণেই সরে এসে এখান দিয়ে গেছে। ওপর মহলে ড্যান বারাকের হাত আছে শোনা যায়। এখানে কারও সাথে তেমন মেশে না লোকটা, মাঝে মাঝে বাইরে যায়।'

'আমি এখন উঠব, মিস এডিথ।' হাই ঠেকিয়ে বলল জেসন।

'আমার অতিরিক্ত বকবকানিতে বিরক্তি ধরে গেছে?'

'না, তা নয়। অনেক দূর থেকে আসছি আমি। কাল রাত থেকে ঘুম হয়নি। খুব ক্লান্তি লাগছে। এতকিছু খাওয়ার পরও যে এখনও ঘুমিয়ে পড়িনি তাতেই আশ্চর্য হচ্ছি।'

'আমার প্রস্তাব কি বিবেচনা করে দেখবে তুমি? ফী নিয়ে চিন্তা কোরো না, ও ব্যাপারে তোমার যা খুশি দাবি মেনে নেব আমি।'

'কাল জানাব তোমাকে।'

'আচ্ছা। তবে ওঠার আগে তোমাকে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, কোথাও বিল দিতে গিয়ে আমাকে অসম্মান কোরো না যেন।'

কপট বিস্ময়ের সাথে বলল ও, 'পাগল! আমাকে কি ম্যাথিউ হেইডেন ভেবেছ যে তোমার মত সুন্দরী মেয়ের সাহায্যের প্রস্তাব বোকার মত ফিরিয়ে দেয়? নিশ্চিন্ত থাকো, পয়সা খরচ করে তোমাকে অসম্মান করার মত লোক আমি নই। এবার দয়া করে পথ দাও, আমি উঠব।'

তাড়াতাড়ি নিজের চেয়ার পিছিয়ে উঠে দাঁড়াল এডিথ, চেহারায় স্বস্তির ছাপ। 'কাল কখন দেখা হবে?'

'হবে একসময়।' অফিসের দরজা খুলে বেরিয়ে এল জেসন। কাউন্টারের সামনে দাঁড়াতেই বারম্যান লোকটা কৃতার্থ চেহারায় বলল, 'তোমার সুটকেস হোটেলে পৌঁছে দিয়েছি, মিস্টার।'

নড করে রাস্তায় বেরিয়ে এল ও। না তাকিয়েও বুঝল সেলুনের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রত্যাশার চোখ মেলে তাকিয়ে আছে এডিথ।

চার

২৪ ডিসেম্বর কিছুটা বেলা করেই ঘুম ভাঙে জেসন মাইলসের। রাতে এডিথের সেলুন থেকে ফিরে অনেকক্ষণ বিছানায় এপাশ ওপাশ করে কাটিয়েছে। বিছানা শক্ত বলে নয়, নানান ভাবনা এসে ঘুম দূরে সরিয়ে রেখেছিল চোখ থেকে।

একটা ভাল ঘোড়া, একটা লঙরেঞ্জ রাইফেল, কিছু গুলি, সান ফ্রান্সিসকো যাওয়া, থাকা-খাওয়া, ইত্যাদির জন্য অনেক টাকা দরকার। ভেবেছিল টাকাটা জোগাড় হলেই চলে যাবে। কিন্তু এদিকে হেইডেন বিপদে। এডিথের নিজের বিপদও কম নয়। হেইডেন সাহসী, কিন্তু ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় একমাত্র সাহসই যথেষ্ট নয়। বুদ্ধি-ধৈর্য আর অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন।

হেইডেনের মধ্যে যে এসবের অভাব আছে তা বিকালের ঘটনায়ই টের পাওয়া গেছে। এডিথ অবশ্য এই বয়সেই বুদ্ধিতে যথেষ্ট পাকা, হয়তো মেয়ে বলেই। লিজও খুব বুদ্ধিমতী ছিল।

লিজের পরিণতির কথাই শেষ পর্যন্ত জেসনকে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করেছে। একটা ভাল মেয়েকে বিপদে সাহায্য করা পুরুষেরই কর্তব্য, এখানে দেনা-পাওনার ব্যাপার বিবেচ্য বিষয় নয়। তাছাড়া হেইডেনকেও ভাল লেগেছে ওর। এডিথ তাকে

বিয়ে করতে চায়। এই দুই বিচারেই তাকে সাহায্য করা দরকার।

তবে ওর ব্যাপারটা আরেকটু পরিষ্কার হওয়া দরকার। ব্যাঙ্ক ঋণ দেবে, মেয়াদ শেষে সুদে-আসলে তা ফেরত পাবার অধিকার ব্যাঙ্কের আছে। খাতক ব্যর্থ হলে বন্ধকী সম্পত্তি অধিকার করে নেবার ক্ষমতাও ব্যাঙ্কের আছে। কিন্তু এডিথের কথায় মনে হচ্ছে চ্যারিটির ব্যাঙ্ক আর দশটা ব্যাঙ্কের মত নয়। এটা একটা চক্রান্তকারী প্রতিষ্ঠান। এডিথকে পাকা কথা দেয়ার আগে ম্যাথিউ হেইডেনকে ভাল করে বুঝে নিতে হবে ঠিক করল জেসন।

বিছানা থেকে নেমে পড়ল ও। রুমের এক কোনায় রাখা ওয়াশ টাবে মুখ ধুয়ে নিল। ঠাণ্ডা পানির ঝাপ্টায় দূর হয়ে গেল আলস্য। কাপড় পরে হেইডেনের দেয়া কোটটা গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে এল ও। খাবার দোকান থেকে ব্রেকফাস্ট সেরে নিল। দোকানের মালিক কোন আপত্তি শোনেনি ওর, নিজের হাতে গরম খাবার পরিবেশন করেছে।

ওখান থেকে বেরিয়ে হেঁটে চলল লিভারি স্টেবলের দিকে। ওকে দেখে মাড়িসুদ্ধ দাঁত বের করে স্বাগত হাসি দিল বুড়ো মালিক। ঘোড়া যেটা ইচ্ছা সেটাই নিতে পারে বলে জানাল। দেখে শুনে মোটা-তাগড়া একটা বে পছন্দ করল জেসন। স্যাডল-ব্রিডল পরিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে সেটাকে তৈরি করে দিল মালিক। নড্ করে স্যাডলে চেপে বেরিয়ে এল ও। কোথায় যাবে, কখন ফিরবে, কিছুই জিজ্ঞেস করল না বৃদ্ধ।

ব্যাঙ্ক ছাড়িয়ে কিছুদূর যাবার পর হেইডেনের নির্দেশ মত পুবের পাহাড়ের দিকে ঘোড়ার মুখ ঘোরাল জেসন। এঁকেবেঁকে ক্রমে ওপরে উঠেছে ট্রেইল্। বারবার ওঠা-নামার মধ্য দিয়ে ঘণ্টাখানেক চলার পর দক্ষিণে বাঁক ঘুরতে নিচে সবুজ ভ্যালি

দেখতে পেল জেসন। পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলে যাওয়া ট্রেইল ধরে আরও কিছুদূর এগোনোর পর নিচের দিকে নামার একটা ট্র্যাক্ দেখতে পেয়ে সেটা ধরে নামতে শুরু করল। একটু পর বাঁদিকে দেখতে পেল লম্বা কাউশেড, শ্যাক, পানির হাউস। পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে কিছুটা দূরে পাথরের দেয়াল আর লগের ছাদওয়ালা একটা বিল্ডিঙ নজরে পড়ল।

পানির হাউসের কাছে বসে একমনে কাজ করছিল ম্যাথিউ হেইডেন। ঘোড়ার শব্দ কানে যেতেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, হাউসের গায়ে ঠেস্ দিয়ে রাখা রাইফেলটা তুলে নিয়ে পেছন ফিরে তাক্ করল। পরক্ষণেই খুশিতে গলা ছেড়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কি আশ্চর্য, মাইলস যে!'

রাইফেল রেখে হাত মুছতে মুছতে জোর পায়ে এগিয়ে এল সে। ততক্ষণে হিচ্ রেইলের পাশে ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়েছে জেসন। কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দিল হেইডেন। 'এতটা কিন্তু আশা করিনি আমি। সত্যিই খুব খুশি লাগছে তুমি নিজে আমাদের বাড়ি এসেছ বলে। মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম, কাজ সেরে সন্ধ্যার দিকে শহরে যাব। তুমি যদি চলে গিয়ে না থাকো তাহলে তোমাকে সাথে নিয়ে ফিরব। এভাবে একা চলে আসবে ধারণাই করতে পারিনি, মিস্টার মাইলস। কত বিখ্যাত লোক তুমি!'

ওর হাত ধরে টানল এবার হেইডেন। 'চলো, ভেতরে চলো, বাবার সাথে পরিচয় করিয়ে দ্রেব। কাল সন্ধ্যার পর ফিরে শহরের ঘটনা জানিয়েছি তাকে, তোমাকে দেখলে খুব খুশি হবে।'

বিল্ডিঙের দিকে এগোতে গিয়ে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল জেসন। কাউশেড ফাঁকা। লোকজন নেই কোথাও। বিল্ডিঙটা বেশ

পুরানো, সংস্কার করা দরকার। কাঠের রঙ বিবর্ণ। শ্যাওলা জমেছে পাথরের জোড়ায় জোড়ায়। টানা বারান্দার ওপর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে একটা দরজা খুলে হাঁক ছাড়ল হেইডেন, 'বাবা! কোথায় তুমি! দেখে যাও কে এসেছে!'

ওর পেছন পেছন ঢুকল জেসন। রুমটা বড়ই, তবে আসবাব কম। একদিকের দেয়ালের ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে। দু'তিনটে নড়বড়ে চেয়ার, একটা গোল টেবিল, একটা কাউচ আর একটা ইজি চেয়ার। এই আছে সাকুল্যে।

পাশের দরজা খুলে ঠোঁটের ওপর তর্জনী রেখে ভেতরে এল এক বৃদ্ধ। বাঁ হাতটা কনুইয়ের নিচ থেকে নেই তার। দুর্বল শরীর সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে আছে। তোবড়ানো মুখ, চোখ ভাষাহীন। তবু ভাল করে দেখলে বোঝা যায় এককালে বেশ আকর্ষণীয় চেহারা ছিল মানুষটার।

'বাবা,' বলল যুবক। 'কাল রাতে যার কথা বলেছিলাম, এই সেই বিখ্যাত জেসন মাইলস।'

ছেলের ওপর থেকে চোখ ঘুরিয়ে আগন্তুকের দিকে তাকাল বৃদ্ধ। হাসির রেখা ফুটল ঠোঁটে। এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল, 'আমি ফিলিপ হেইডেন। আগেও তোমার নাম শুনেছি, কাল ওকে সাহায্য করেছ শুনে মনে মনে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েছি। আমার গরীব-খানায় তোমাকে পেয়ে সম্মানিতবোধ করছি আমি। এসো, বোসো আরাম করে।'

'ধন্যবাদ। তুমিও বোসো,' বলে চেয়ার টেনে বসল জেসন।

'এদিকে কোন কাজে এসেছ?' ফায়ার প্লেসের কাছাকাছি ইজি চেয়ারে বসল ফিলিপ হেইডেন।

'তেমন কিছু নয়,' হেইডেনের দিকে তাকাল ও। 'তোমার

মায়ের সাথে পরিচয় করাবে না?'

বাবা আর ছেলের মুখ থেকে হাসি উবে গেল। তার বদলে বেদনা এসে ভর করল সেখানে। 'লুসি পাশের ঘরে আছে,' বলল বৃদ্ধ। 'ও আসতে পারবে না, তোমাকেই কষ্ট করে দেখা করতে যেতে হবে। আমি এতক্ষণ ওই ঘরেই ছিলাম।'

'আমার কষ্ট হবে না,' বলে দাঁড়িয়ে পড়ল জেসন।

'এক মিনিট, জেসন,' বলতে বলতে দ্রুত পাশের রুমে চলে গেল ম্যাথিউ। মিনিটখানেক পর দরজা মেলে ধরে ইশারায় ডাকল ওকে। পায়ে পায়ে এগোল ও, ভেতরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিছানায় ঘুমিয়ে আছে এক বৃদ্ধা। মাথার সামান্য কয়েকগাছি চুল যা আছে, খুলির সাথে লেপ্‌টে আছে।

কোটরের গভীর খাদে ঢুকে আছে চোখ দুটো। নাক, গাল আর কপাল থেকে মরা চামড়া ঝরে পড়ার ফলে চেহারাটা বরবাদ হয়ে গেছে। কালো কালো বিন্দুর মত দাগে ভরে আছে সারামুখ। গায়ের কম্বলের বাইরে বেরিয়ে থাকা একখানা হাত চোখে পড়ল জেসনের। যেন মানুষের হাত নয় ওটা, বাঁশের কঞ্চি। শ্বাস টানার সময় মহিলার বুকের ভেতর থেকে ঘর ঘর শব্দ উঠছে। এক নজরেই বোঝা যায় সময় শেষ হয়ে এসেছে।

মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে পাশের রুমে ফিরে এল জেসন। বিষাদমাখা দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকাল ফিলিপ হেইডেন। পেছনে দরজা বন্ধ করে আগের জায়গায় এসে বসল ম্যাথিউ। 'দেখলে মাকে?' মলিন কণ্ঠে বলল সে।

মাথা দোলাল জেসন। 'কবে থেকে এই অবস্থা?'

'তিন বছর ধরেই অসুস্থ, তবে বিছানা নিয়েছে এক বছরের কিছু বেশি হবে।'

'চিকিৎসা চলছে?'

'অনেক করিয়েছি, লাভ হয়নি। রোজ একটু একটু করে শুকিয়ে যাচ্ছে মা। খাওয়াতে চেষ্টা করলেও গিলতে পারে না। তারপরও যদি সামান্য কিছু পেটে ঢোকে, পুরমুহূর্তেই বেরিয়ে আসে, কিছু সয় না পেটে। ঘুমিয়ে থাকলেই শান্তিতে থাকে মা। নইলে আমাকে-বাবাকে ডেকে শুধু কথা বলবে। র‍্যাঞ্চের সব ঠিকঠাক আছে কি না জানতে চাইবে। কখনও কখনও উত্তেজিত হয়ে বকাবকিও করে। অস্থির হয়ে ওঠে। কথা বলতে কষ্ট হয়, দমে কুলায় না, তবুও বলবে।'

একটু থেমে ইশারায় বৃদ্ধকে দেখিয়ে বলল, 'হাত কেটে ফেলার পর কিছুটা সুস্থ হয়ে বাবা যখন মার সামনে দাঁড়াল, সে দৃশ্য ভোলার নয়। একদম বোবা হয়ে ছিল মা। কাঁদেওনি। শুধু চোখ বড় করে তাকিয়েছিল একভাবে। তারপর থেকে শরীর খারাপ হবার মাত্রা বেড়ে গেল। এখন তো প্রায় শেষ অবস্থা—ফুরিয়ে যাবে যে কোন সময়।'

ফায়ার প্লেসের দিকে তাকিয়ে নীরবে চোখ মুছল বৃদ্ধ। ঘরের পরিবেশ ভারী হয়ে উঠেছে।

'আমি এখন উঠব।' ম্যাথিউর দিকে তাকাল জেসন।

'সে কি, কিছু না খেয়ে যাবে কি করে!' ব্যস্ত হয়ে উঠল বৃদ্ধ। বোসো, বাবা, বোসো একটু। আমি এখুনি আসছি।'

'না, না, তোমাকে কষ্ট করতে হবে না,' বাধা দেয়ার চেষ্টা করল জেসন।

'কোন কষ্ট হবে না আমার। সবকিছুই মজুত আছে। তুমি বোসো।'

'পরেরবার এসে তোমার ছেলের বউয়ের হাতের রান্না পেট

পুরে খাব, মিস্টার, আজ নয়,' বলল ও। 'প্রার্থনা করি ততদিনে মিসেস হেইডেন যেন সুস্থ হয়ে ওঠে।'

তবু উঠে দাঁড়াল বৃদ্ধ। 'অন্তত এক কাপ কফি খেয়ে যাও। এখুনি নিয়ে আসছি আমি।' পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

ম্যাথিউর দিকে ফিরল জেসন, 'তোমার গরু দেখলাম না যে?'

'সকালে পাহাড়ের ওপাশের জমিতে চরতে দিয়ে এসেছি, বিকেলে নিয়ে আসব।'

'কাল রাতে সেলুনে এডিথের সাথে পরিচয় হয়েছে আমার। ব্যাঙ্কের সাথে তোমার সমস্যাটা কি, জানাবে আমাকে?'

'ওর সাথে যখন কথা হয়েছে, তখন তো মনে হয় সবই শুনেছ তুমি। মাঝখান থেকে ও বেচারী নিজেও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল।'

'ব্যাঙ্কের পাওনা শোধ করার ক্ষমতা আছে তোমার?'

'একসঙ্গে সব শোধ করার ক্ষমতা এই মুহূর্তে নেই। তবে পেছনদিকের পাহাড়, জমি আর পাইন বনগুলো বিক্রি করার কথা একজনের সাথে অনেকদূর এগিয়েছে, তার সাথে গরু যা আছে, শীত গেলে সেগুলো বিক্রি করতে পারলে শোধ করার মত অবস্থায় পৌঁছতে পারব আশাকরি। সেজন্য ব্যাঙ্কের কাছে সময় আর বন্ধকী সম্পত্তির অংশ বিক্রি করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছি। ব্যাপারটা অবশ্য এডিথ জানে না। ওর ইচ্ছা আমি ওর কাছ থেকে টাকা নিয়ে ঋণ শোধ করি।'

'ব্যাঙ্ক তোমার আবেদনে সাড়া দেবে মনে হয়?'

'না। কারণ পুরো র‍্যাঞ্চটাই চাইছে ড্যান বারাক। আসলে পুরো এলাকটাই দখল করতে চাইছে। দিন দিন নতুন নতুন সব

লোকজন বাইরে থেকে আমদানি করে চলেছে সে।'

'এডিথের প্রস্তাবমত আপাতত ওর কাছ থেকে ধার নিয়ে তো ব্যাঙ্কের দেনা মিটিয়ে দিতে পারো। পরে না হয়...'

'তা হয় না, মিস্টার মাইলস,' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল যুবক। 'ওকে আমি ভালবাসি, বিয়ে করতে চাই। কিন্তু সেটা ওর টাকার লোভে নয়। আমি আমার যোগ্যতার ওপরই নির্ভর করে চলতে চাই। এসব কথা অবশ্য মা এখনও জানে না। জানলে বোধহয় এতদিন বাঁচত না সে।' চেহারা বিষণ্ন হয়ে উঠল তার।

জেসনকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল ম্যাথিউ। 'সে কি! উঠলে কেন?'

'আমার কাজ আছে, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'একটু বোসো। কফি নিয়ে এখুনি এসে পড়বে বাবা।'

'আরেকদিন হবে।'

মাথায় হ্যাট চাপিয়ে বেরিয়ে এল ও। পেছন পেছন এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল যুবক। সঙ্কোচের জন্য সরাসরি সাহায্য চাইতে পারেনি জেসন মাইলসের কাছে। তবু কেন যেন ওর মন বিশ্বাস করতে চাইছে, এ লোকের সাহায্য ও পাবে।

পাঁচ

চ্যারিটি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের সামনে ঘোড়া থেকে নামল জেসন মাইলস। হিচ্ রেইলে ঘোড়া বেঁধে ভেতরে ঢুকল। ওকে দেখে উঠে দাঁড়াল টেলার। লোকটা লম্বা, পাতলা। ছুঁচোর মত মুখ। ড্যান বারাকের কথা জিজ্ঞেস করল জেসন। উত্তর দিতে গিয়ে ভীষণভাবে তোতলাতে শুরু করল সে। দু'মিনিট কসরত চালানোর পর জেসন তার বক্তব্যের অর্থ ধরতে পারল। বুঝল, ড্যান বারাক চ্যারিটির বাইরে গেছে জরুরী কাজে। ফিরবে কাল বিকেলে।

ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল ও। দরজার কাছ থেকে বলল, 'ফিরলে বোলো, আমি জেসন মাইলস, তাকে খুঁজছি।'

আবার যেন কি বলার চেষ্টা করল টেলার, কিন্তু তা শোনার দরকার মনে করল না ও, বেরিয়ে এল। স্টেবলে ঘোড়া ফিরিয়ে দিয়ে খেয়ে নিল। তারপর হোটেলে ফিরে রুমে ঢুকে কি করা যায় ভাবতে বসল। ম্যাথিউ হেইডেন সাহায্য পাবার উপযুক্ত। ছেলেটা অসৎ নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও ঋণ শোধ করার দায়িত্ব অস্বীকার করছে না। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে শোধ করার। এমন লোককে সাহায্য করা বেআইনী তো নয়ই বরং মানবিক।

সন্ধ্যায় সেলুনে এল জেসন। ক্রিসমাসের আগের রাত,

কাস্টমারের ভিড় বেশ জমে উঠেছে এরমধ্যেই। একটা খালি হয়ে আসা হুইস্কির বোতল আর গ্লাস বের করে কাউন্টারের ওপর রাখল বারম্যান। হেসে বলল, 'এটা তোমার, কাল সবটা খাওনি তুমি।'

ধন্যবাদ জানিয়ে বলল ও, 'এডিথ কোথায়?'

'ওপরে। তুমি বোসো, ও নামবে এখুনি। অফিস খুলে দেব?'

'না। এখানেই বসছি আমি।'

গ্লাস আর বোতল হাতে নিয়ে দুই সারি টেবিলের মাঝের প্যাসেজ ধরে পেছনদিকে চলল ও। দু'পাশ থেকে অনেকেই হেসে, নড করে শুভেচ্ছা জানাল। হাসিমুখে প্রত্যুত্তর দিতে দিতে একদম পেছনে কালকের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল জেসন। দু'জন বসে পান করছিল, ওকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'বোসো,' বলল একজন। সরে গিয়ে অন্য টেবিলে বসল ওরা।

আজও দরজা আর কাউন্টারের দিকে মুখ করে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসল ও। এভাবে বসাটাকে অভ্যাসে বানিয়ে নিয়েছে। অনেক গ্যানম্যানকে এ ব্যাপারে গাফিলতি করার জন্য প্রাণ দিতে হয়েছে, জানে জেসন।

একটু পর গ্লাসে চুমুক দেবার ফাঁকে দেখতে পেল এডিথ নামছে। ওপরের ল্যান্ডিঙে দাঁড়িয়ে উপস্থিত সবাইকে দেখল মেয়েটি এক নজর। জেসনের ওপর চোখ পড়তে হাসল মিষ্টি করে। বাকি ধাপগুলো নেমে প্যাসেজ ধরে এগিয়ে এসে ওর টেবিলের সামনে থামল। 'হ্যালো, কেমন আছ, মাইলস?'

উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ওর মুখোমুখি বসে পড়ল। 'জানতাম ম্যাথিউর ওখান থেকে ফিরে এখানে আসবে তুমি।' তাকাল জেসনের দিকে। সে কিছু বলছে না দেখে আবার বলল, 'দেখা হয়েছিল?'

'হয়েছে,' মাথা দোলাল জেসন।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে রইল এডিথ। জেসন চুপ করে আছে দেখে একটু পর আবার বলল, 'কথা হয়নি?'

'হয়েছে। জমি আর গরু বিক্রি করে ব্যাঙ্কের দেনা শোধ করার আশায় আছে সে। অবশ্য ব্যাঙ্ক যদি সুযোগ দেয়।'

'তবুও আমার টাকা নেবে না!' আহত কণ্ঠে বলল মেয়েটি। 'ড্যান বারাক যে সে সুযোগ দেবে না, তা ভাল করেই জানা আছে ম্যাথিউর। দু'দিন পর যখন বারাক লোক পাঠিয়ে উচ্ছেদ করবে, তখন কোথায় যাবে ওরা? কি করবে পঙ্গু মা আর বাবাকে নিয়ে?' একটু থেমে আবার বলল, 'তুমি বোঝালে ও হয়তো তোমার কথা শুনবে, মিস্টার মাইলস!'

এডিথের দিকে তাকাল জেসন। 'ও তোমাকে ভালবাসে, তোমার টাকাকে নয়।'

'ঈশ্বর সাক্ষী, এমন কথা বলা দূরে থাক, কখনও ভাবিনি পর্যন্ত। কি করব আমি টাকা পয়সা দিয়ে যদি ওর বিপদে তা কাজে লাগানো না যায়? মদবেচা টাকা বলেই ও আমার টাকা নিতে চাইছে না।'

কয়েক মুহূর্ত জেসনকে দেখল এডিথ। 'তোমাকে আজ কিন্তু বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে, কারণটা বলবে?'

'হাসতে ভাল লাগছে না, তাই,' হালকা স্বরে জবাব দিল ও। আবার কিছু বলার জন্য মুখ খুলল এডিথ, তখনই দড়াম করে খুলে গেল সেলুনে ঢোকার ব্যাটউইঙ দরজা। হৈ-চৈ আর ঠেলাঠেলি করে ভেতরে ঢুকল সাত কাউবয়। কয়েকজন ঢুকেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে টেবিলগুলোর দিকে এগোল।

বারের দিকে এগোল লম্বা-চওড়া একজন, তার চুল ঘাড়ের

কাছে ঝুঁটি করা। এক চোখে কালো পট্টি বাঁধা লোকটার–স্লেইডার! ভাবল জেসন। ছোটখাট, শজারুর কাঁটার মত চুল মাথায় এক কাউবয় তার সঙ্গে তিড়িং বিড়িং লাফে এগোল। কাউন্টারের ওপর একলাফে চড়ে বসে ওপাশে নেমে পড়ল সে। বারম্যানকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল শেলফের ওপর। তাল সামলাতে না পেরে কয়েকটা গ্লাস আর বোতল নিয়ে মাটিতে পড়ল লোকটা।

কাউবয়টা ইচ্ছামত গ্লাস-বোতল নামিয়ে রাখছে কাউন্টারের ওপর। তার সাথে ঠেস দিয়ে হাসি মুখে ভেতরের কাস্টমারদের ওপর চোখ বোলাচ্ছে স্লেইডার, প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখছে সঙ্গী কাউবয়দের তাণ্ডব। ভয়ে সিঁটিয়ে যাওয়া কাস্টমারদের সামনে থেকে গ্লাস তুলে নিয়ে কিছু গলায় ঢালছে তারা, কিছু ঢালছে টেবিলের ওপর। ওদিকে দু'জন পোকার খেলার টেবিল থেকে টাকা-পয়সা তুলে নিয়ে পকেটে ভরছে তৃপ্তির সাথে।

এক খেলোয়াড় মরিয়া হয়ে নিজের টাকা রক্ষা করার চেষ্টা করছে দেখে এক পাঞ্চার তার কোটের ওপরের পকেটে বীয়ারের গ্লাস উপুড় করে ধরল। বাধা দিতে লোকটা টাকার ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিতেই আরেক কাউবয় পেছনে থেকে দু'কাঁধ ধরে হ্যাঁচকা টানে তাকে চেয়ারসহ মাটিতে চিৎ করে ফেলে দিল। পেছনের চেয়ারের পায়ের সাথে মাথা ঠুকে যাওয়ায় ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠল লোকটা। সাথে সাথে অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ল কাউবয়ের দল। একই সাথে সমানে অশ্রাব্য খিস্তির তুবড়ি ফোটাচ্ছে সবার উদ্দেশে।

এতক্ষণের স্বাভাবিক পরিবেশ দানবীয় তাণ্ডবে মুহূর্তে বিষিয়ে উঠল। এরমধ্যে এডিথের সাথে চোখাচোখি হয়েছে স্লেইডারের,

তর্জনী বাঁকিয়ে ওকে ডাকছে সে ওখান থেকেই। লোকটার হাসি কুৎসিত দেখাচ্ছে। চোখের কোনা দিয়ে ভয়ে সাদা হয়ে যাওয়া মেয়েটিকে দেখল জেসন। এডিথকে উঠতে উদ্যত হতে দেখে বলল, 'উঠো না।'

'হারামজাদা স্নেইডার ডাকছে, না গেলে সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়বে,' বিড়বিড় করে বলল মেয়েটি। টেবিলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

হাসি মুখে বলল জেসন, 'কাল বলেছিলে অভিনয় করে টিকে আছ, মনে পড়ে?'

সামান্য নড করল এডিথ।

'তাহলে শুরু করে দাও এখুনি,' বলতে বলতে ওর হাত ধরল, টেবিলের পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে নিজের দিকে টানল। এডিথ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওকে কোলের ওপর চেপে বসিয়ে চুমু খেলো। আড়চোখে লক্ষ রাখল সামনে।

কাউন্টারে হেলান দেয়া কাউবয় ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ভাল চোখটা অবিশ্বাসে বড় হয়ে উঠেছে, প্রচণ্ড রাগে অস্থির দেখাচ্ছে। এগিয়ে আসতে শুরু করল সে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে।

তার সঙ্গীরা ব্যাপার দেখে যে যার জায়গায় থমকে গেছে। মেঝেতে স্নেইডারের ভারী হীলের শব্দ ছাড়া আর সব শব্দ থেমে গেছে। কাস্টমাররা আতঙ্কিত হয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে চেষ্টা করছে। চলার সময় খানকতক চেয়ার উল্টে দিল স্নেইডার।

এডিথকে তখনও জড়িয়ে ধরে রেখেছে জেসন। পেছন থেকে তার চুল ধরে হ্যাঁচকা টান মারল কাউবয়। একই সাথে থাবা মারল জেসনের মুখ লক্ষ্য করে। 'আমার মেয়েমানুষের গায়ে হাত,

শালা, বেজন্মা কোথাকার! আজ তোর বাপের নাম ভুলিয়ে দেব আমি, শুয়োরের বাচ্চা!'

ছড়িয়ে থাকা তার সঙ্গীরা মাঝের প্যাসেজের দিকে এগোচ্ছে। ওদের সবার হাত নিজ নিজ হোলস্টারের ওপর। কাউন্টারের পেছনের কাউবয়টা এদিকে আসার জন্য লাফিয়ে কাউন্টারে চড়ে বসেছে। তারও ডানহাত উরুতে বাঁধা হোলস্টারের ওপর।

ওদিকে চুলে শক্ত টান পড়ায় মাথা পেছনে হেলে পড়েছে এডিথের, ব্যথায় কাতরাচ্ছে। ওকে স্নেইডারের গায়ের ওপর আচমকা ঠেলে দিয়েই উঠে দাঁড়াল জেসন। হঠাৎ ধাক্কায় অপ্রস্তুত লোকটা দু'পা পিছিয়ে গিয়ে তাল সামলাবার চেষ্টা করছে, চট্ করে তার একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়াল জেসন। ওর ভাল চোখটা লক্ষ্য করে জোরে এক ঘুসি চালিয়ে দিল। মাথা সরিয়ে নিল লোকটা এক ঝট্কায়, চোখের নিচে হাড়ের ওপর সবেগে আছড়ে পড়ল ঘুসিটা। মুহূর্তে ফেটে গেল চামড়া, দরদর করে রক্ত গড়িয়ে নামতে শুরু করল।

সঙ্গীদের হাতে অস্ত্র উঠে এসেছে, তাক করার চেষ্টা করছে তারা জেসনকে। কিন্তু স্নেইডার ঠিক ওর সামনে থাকায় লক্ষ্যস্থির করতে পারছে না কেউ। ভীষণ খেপে গেছে স্নেইডার। ব্যথা আর আগন্তুকের সাহস দেখে রাগে উন্মাদ হয়ে গেছে। বাঁ হাতে এডিথকে ঠেলে সরিয়ে দিল সে। ধাক্কায় পিছিয়ে যেতে গিয়ে টেবিলে বেধে ফ্লোরে পড়ে গেল মেয়েটি। সিক্সগানের দিকে হাত নামিয়েছে কাউবয়, তখনই গুলির শব্দ হলো। ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে উঠেই হাত পা ছড়িয়ে উল্টে পড়ল স্নেইডারের এক সঙ্গী। গুলিটা জেসনই চালিয়েছে, কারণ বিপজ্জনকভাবে পিস্তল উঠিয়েছিল লোকটা।

কাস্টমার, বারম্যান আর বারবয়, সবাই ফ্লোরে শুয়ে পড়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাবার জন্য নীরবে প্রতিযোগিতা করছে। এদিকে সিক্সগান বের করে এনেছে স্নেইডার, হ্যামারের ওপর চাপ বাড়াতে বাড়াতে তুলছে সেটা জেসনের দিকে। আবার গর্জে উঠল ওর কোল্ট ·৪৫। ঝাঁকি খেয়ে চেঁচিয়ে উঠল স্নেইডার, এক চোখের অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে জেসনকে দেখছে।

পিছিয়ে যাচ্ছে, দেহ ভাঁজ হয়ে সামনে ঝুঁকে পড়তে চাইছে। সিক্সগান ধরা হাতের কব্জি গুঁড়ো হয়ে গেছে তার। রক্তে ফ্লোর পর্যন্ত ভিজে উঠেছে। বাঁ হাত দিয়ে আহত হাত মুঠো করে ধরে সোজা হওয়ার চেষ্টা করছে লোকটা।

পড়ে যেতে চাইছে দেখে এক হাতে তাকে বুকের সাথে চেপে ধরল জেসন। কোল্ট ঠেসে ধরল তার পেটে। 'তোমরা সবাই মাঝখানে এসে প্যাসেজে দাঁড়াও,' কঠিন কণ্ঠে বলল ও তার সঙ্গীদের উদ্দেশ করে। কাউন্টারের পেছনের কাউবয়টা নির্দেশ মানার ভান করে এগিয়ে আসার ফাঁকে অন্য সঙ্গীদের আড়াল থেকে গুলি চালাবার চেষ্টা করল।

তার দিকে লক্ষ ছিল জেসনের, তার আগেই ট্রিগার টিপে দিল ও। ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা, পরমুহূর্তে টলমল করে উঠল পা। পড়ে যাবে, এমন সময় তার পিস্তলের গুলি বেরিয়ে পড়ল। লক্ষ্য ভুল করে স্নেইডারের পিঠে এসে বিঁধল সেটা।

পিঠে মুগুরের ঘা খেল যেন চোখে পট্টি বাঁধা লোকটা। হাঁটু ভেঙে গেল। তাকে সোজা করে ধরে রাখতে না পেরে ছেড়ে দিল জেসন। ঝুপ্ করে ভেঙে চুরে পড়ল লোকটা। মারা গেছে। এই সুযোগে আবার গুলি চালাবার চেষ্টা করল ছোটখাট আহত কাউবয়। কিন্তু তার আগেই ধীরে সুস্থে লক্ষ্যস্থির করল জেসন।

মাথার খুলি চৌচির হয়ে ছড়িয়ে পড়ল তার সবদিকে। রক্তমাখা হলুদ মগজের খানিকটা ছিট্‌কে এসে লাগল এক সঙ্গীর হাতে। চেহারা বিকৃত করে সামনের টেবিল ক্লথ দিয়ে পাগলের মত তা ডলে পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল লোকটা। যেন অশুচি কিছু লেগেছে সেখানে।

'কি করলে এটা?' আর্তকণ্ঠে বলল লোকটা। বাকিরা যে যেখানে ছিল, সেখানেই অনড় দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত চোখে একবার জেসনকে, আরেকবার নিহতদের দেখছে। কোল্ট হাতে তাদের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জেসন মাইলস।

'তোমাদেরকে একটা সৎ পরামর্শ দিতে চাই,' বলল ও। 'পড়ে থাকা সঙ্গীদের দল ভারী করতে না চাইলে যে যার অস্ত্র মাটিতে ফেলে পিছিয়ে দাঁড়াও। সবাই, জলদি!'

নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল লোকগুলো, কিন্তু ওর পরামর্শ পালন করার আগ্রহ দেখাল না কেউ।

'কি হলো, কথা কানে যায়নি?' ধমকে উঠল জেসন। 'ঠিক আছে, মনস্থির করতে আমি তিন গোনা পর্যন্ত সময় নিতে পারো তোমরা। শুরু করছি, এক...'

একজন নড়ে উঠল। অস্ত্র না ফেলে মুখ খুলল লোকটা, টেনে টেনে বলল, 'ব্যাপারটা আমরা কিন্তু ভিন্নভাবে দেখছি, মিস্টার।'

'যেমন?' ভুরু তুলল জেসন।

'যেমন তোমার পিস্তলে হিসাব মত আর মোটে দুটো গুলি আছে,' যেন ওকে বাগে পেয়ে গেছে, এমনভাবে বলল আরেকজন। 'অথচ এদিকে আমরা কিন্তু চারজন।'

'তো?'

'কাজেই আমাদেরই তোমাকে পিস্তলটা ফেলে দিয়ে সরে

দাঁড়াতে আদেশ দেয়ার কথা,' বলল লোকটা। চেহারা বিজয়ীর মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ফ্লোরে শুয়ে থাকা লোকদের মধ্যে সাহসীরা এতক্ষণ চোখ মেলে ঘটনা কোনদিকে গড়ায় দেখার চেষ্টা করছিল। গতিক সুবিধার দিকে যাচ্ছে না দেখে চোখ বুজে গাল মাটিতে ঠেকিয়ে ঈশ্বরের নাম জপ করতে শুরু করল আবার।

'তা বটে,' কিছুটা অসহিষ্ণু ভঙ্গি করল জেসন। 'তাহলে তোমরাই তাড়াতাড়ি ঠিক করে আমাকে বলো গুলি দুটো তোমাদের কে কে খেতে চাও।'

মুহূর্তে উজ্জ্বলতা হারিয়ে কালো হয়ে গেল তার চেহারা।

'কি হলো!' তাড়া লাগাল ও। 'সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে যা আগে বলেছি, ঝট্‌পট্ তাই করো।'

এবার আর দেরি হলো না। দ্রুত অস্ত্র, হোলস্টার খুলে ফ্লোরে ফেলে দিয়ে দাঁড়াল লোকগুলো। 'এভাবে পার পেয়ে যাবে ভেবো না, মিস্টার,' বলল ওদের একজন।

'পার পাবার কথা ভাবছি কে বলল তোমাকে? আমি তো বরং তোমাদের সাথে কিছু খোশালাপ করব ভাবছি।'

কাস্টমার আর সেলুন কর্মচারীরা দ্রুত ধাতস্থ হয়ে নিয়ে ঘিরে ধরল পাঞ্চারদের। অপমান হবার ঝাল ঝাড়তে কয়েকজন ওদের গায়ে হাত তোলার চেষ্টা করতে যাচ্ছে দেখে জেসন বাধা দিল। মাটিতে পড়ে থাকা দেহগুলো দেখিয়ে বলল, 'বরং এদের ব্যবস্থা করো তোমরা। ওদের ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

বারম্যানকে অস্ত্রগুলো সরিয়ে নিতে বলে এডিথের দিকে তাকাল ও। উঠে দাঁড়িয়ে কাপড় থেকে স ডাস্ট ঝাড়ছে সে তখন। কাছে এগিয়ে গেল জেসন। 'ব্যথা পেয়েছ?'

মাথা নাড়ল মেয়েটি। 'না।'

'তোমার অফিস খুলে দাও কষ্ট করে, এদের সাথে আলাপটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলি।'

রূম খুলে দিল মেয়েটি। ওদের গরুর পালের মত খেদিয়ে নিয়ে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল জেসন। ঘণ্টাখানেক পর খুলে গেল দরজা। মাথা নিচু করে একে একে বেরিয়ে এল পাঞ্চারের দল, কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা বেরিয়ে গেল সেলুন ছেড়ে।

পরদিন। বড়দিনের বিকেলে ব্যাঙ্কার ড্যান বারাক দোতলায় নিজের অফিস্ রূমে বসে অন্যমনস্কভাবে চুরুট টানছে। রূমটা প্রশস্ত। দামী ফার্নিচারে সুন্দরভাবে সাজানো। কাল সকালে দূরের একটা র‍্যাঞ্চ দেখতে গিয়েছিল সে, আসল ব্যাপার হলো স্নেইডার দলবল নিয়ে যখন কুইন অভ দি ওয়েস্টের বারোটা বাজাবে, তখন শহরে উপস্থিত থাকতে চায়নি সে।

ফিরে এসেছে কিছুক্ষণ আগে। ছুঁচো টেলার এসে শহরে ঘটে যাওয়া কাল রাতের খবর খালাস করে গেছে কানের মধ্যে। জেসন মাইলস নামের লোকটা যে তাকে খুঁজছে, সে কথাও জানিয়ে গেছে।

সব শুনে দুশ্চিন্তায় পড়েছে ড্যান বারাক। ঘন ঘন চুরুট ফুঁকছে। বন্ধ রূমে চুরুটের নীলছে ধোঁয়া গুমোট পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। চুরুটের ছাই দীর্ঘ হতে হতে এক সময় নিজে থেকেই ঝরে পড়ছে তার দামী কোটের ওপর।

কি চায় জেসন মাইলস নামের লোকটা তার কাছে? কাল সকালে নাকি ম্যাথিউ হেইডেনের বাড়ি গিয়েছিল সে। স্নেইডারের

মত দুর্ধর্ষ লোক যার হাতে খুন হয়, সে নিশ্চই যা তা গানম্যান নয়।

ভাবনায় মগ্ন থাকায় টের পায়নি ব্যাঙ্কার কখন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এসেছে জেসন মাইলস। পর্দা সরিয়ে দরজায় দাঁড়াল ও। ডেস্কের ওপাশে স্যুইভেল্ চেয়ারে বসা দামী কাপড়ের স্যুট পরা কিছুটা বয়স্ক লোকটাকে দেখল। বন্ধ জানালার দিকে তাকিয়ে আপনমনে দামী চুরুটে টান দিয়ে চলেছে সে।

তার বাঁ হাতের মধ্যমায় খুব দামী হীরার আংটি। গোলগাল মুখ, মাথায় পাতলা চুল, জুলফির গোড়ায় ধূসর রঙের আভাস। দেখলে একনজরেই বোঝা যায় বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত মানুষ। পুরু কাঁচের চশমার পেছনে চোখদুটো এ মুহূর্তে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন।

'আমি জেসন মাইলস। তোমার সাথে কথা বলতে এসেছি, মিস্টার ড্যান বারাক,' গম্ভীর স্বরে নিজের আগমন বার্তা ঘোষণা করল ও।

ভীষণভাবে চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল ব্যাঙ্কার। পরক্ষণে ঘাবড়ে যাওয়া ভাব আড়াল করতে মুচকে হাসার চেষ্টা করল। সামনের চেয়ার দেখিয়ে ইশারায় বসতে আহ্বান জানাল জেসনকে। এগিয়ে এসে বসল ও। ব্যাঙ্কারও বসল নিজের চেয়ারে।

দ্রুত স্বাভাবিক চেহারা ফিরিয়ে এনে গাম্ভীর্যের সাথে বলল, 'টেলর বলেছে তুমি কাল এসেছিলে। আমি অবশ্য মনে করতে পারছি না তোমার সাথে আগে কখনও পরিচয় হয়েছে কি না আমার। সে যাকগে, কি কাজ তোমার, বলো। এদিকেই থাকো তুমি?'

'সান ফ্রান্সিসকোয় থাকি। তবে ক্লায়েন্টদের ডাকে দুনিয়া

চক্কর দিয়ে বেড়াই। সকালে এখানে তো বিকালে ওখানে। সে যাক্, ম্যাথিউ হেইডেনের কেস নিয়ে তোমার সাথে কথা বলব বলে এসেছি আমি। এডিথের হিসাব-নিকাশ নিয়েও হয়তো কথা বলতে হত, কিন্তু সে আমি স্লেইডারের সাথে চুকিয়ে নিয়েছি।'

নড়েচড়ে বসল ব্যাঙ্কার। 'হেইডেন ব্যাঙ্কের কাছে তার সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে ঋণ নিয়েছে। সময়মত কিস্তি শোধের কথা থাকলেও তা সে করেনি। আর দু'দিন পর তার সুযোগ শেষ হয়ে যাচ্ছে। সে সময়ও যদি ও ব্যর্থ হয়, ব্যাঙ্ক ন্যায়সঙ্গতভাবে তার বন্ধকী সম্পত্তি নিজ অধিকারে নিয়ে নেবে—সংক্ষেপে এই হচ্ছে ম্যাথিউ হেইডেনের ঋণ কেস। আর কিছু জানার আছে তোমার, মিস্টার?'

'না। জানানোর আছে। তুমি যে লোকজন দিয়ে ম্যাথিউর র‍্যাঞ্চে ডাকাতি করিয়েছ, সে ব্যাপারে স্লেইডারের জীবিত সঙ্গীরা সব জানিয়েছে আমাকে।'

বিষম খেয়ে কেশে উঠল ব্যাঙ্কার।

'ঋণ পরিশোধের সময় বাড়াবার জন্য তারপরও তোমার কাছে আবেদন করেছে ম্যাথিউ। আমি চাই তার আবেদন তুমি মঞ্জুর করবে এবং মঞ্জুরীর চিঠিটা বড়দিনের উপহার হিসাবে আজ, এখনই লিখবে তুমি।'

'তোমার কথায় আমার আইনসঙ্গত ব্যবসার কাজে বাধা দেবার গন্ধ আছে, মিস্টার,' গাম্ভীর্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে বলল ব্যাঙ্কার। 'ব্যাপারটা আমি সিরিয়াসলি নিতে পারি।'

'চাইলে নিতে পারো। তাতে বরং ঝামেলা কমে যাবে আমার। তোমার হিসাবটাও এখনই মিটিয়ে দিয়ে এখান থেকে চলে যেতে পারব, দ্বিতীয়বার আর আসতে হবে না।'

'তুমি কিন্তু বেআইনীভাবে হুমকি দিচ্ছ আমাকে।'

'শুধু হুমকি নয়, দরকার হলে কাজটা করেই দেখাব,' কঠিন শোনাল ওর কণ্ঠস্বর। 'ভাল চাইলে চিঠিটা লিখে ফেলো, এখুনি।'

'আমি লিখব না।'

'আজ বড়দিন। এমনদিনে তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করতে চাইছি না আমি। কিন্তু তুমি আমাকে বাধ্য করছ, মিস্টার বারাক।' দাঁড়িয়ে পড়ল জেসন।

ব্যাঙ্কার ডেস্কের ড্রয়ার থেকে পিস্তল তুলতে যাচ্ছে দেখে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর দেহে। পলকে হাতে উঠে এল কোল্ট। কঠিন গলায় হুঙ্কার ছেড়ে উঠল, 'খবরদার! হাত আর এক ইঞ্চি বাড়ালে কপাল ফুটো করে দেব, শালা, রক্তচোষা!'

ওর হাতের জিনিসটার স্থির দৃষ্টি দেখে হাত থেমে গেল ব্যাঙ্কারের। জেসনের ড্র করার দ্রুতগতি দেখে হতভম্ব হয়ে গেছে। মুখের রক্ত সরে গিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে। 'দেখো···ইয়ে, মানে···' কিছু বলার চেষ্টা করল সে।

ধমকে উঠল জেসন, 'দেখেছি! মানেও খুঁজে পেয়েছি। তারপর সবদিক বিবেচনা করেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, ম্যাথিউর যে ক্ষতি তুমি করেছ, তার বদলে ওর কাছ থেকে এক পয়সাও ফেরত পাবে না তুমি। উল্টো ওর বাবাকে পঙ্গু করার অপরাধে ক্ষতিপূরণ করতে হবে তোমাকে। কিন্তু ম্যাথিউ ভাল ছেলে, সৎ মানুষ। সে ব্যাঙ্কের ঋণ ফেরত দিতে চাইছে এখনও। এইজন্যই বাধ্য হয়ে এখনও মুখে কথা বলছি। বিশ্বাস করো, তোমার মত শয়তানের সাথে মুখের চাইতে অস্ত্র দিয়ে কথা বলতে বেশি পছন্দ করি আমি।

'এখন বলো, চিঠিটা লিখছ?' টেবিল ঘুরে এগোতে পা বাড়াল জেসন।

প্রমাদ গুণল ব্যাঙ্কার। 'লিখছি, লিখছি আমি, মিস্টার মাইলস,' হাল ছাড়া ভঙ্গিতে বলল সে।

চেয়ারে বসে পড়ল জেসন ধীরে ধীরে। তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে। সামনে থেকে রাইটিং প্যাড টেনে খস্ খস্ করে কিছু লিখল সে, বাড়িয়ে ধরল ওর দিকে। 'পড়ে দেখো।'

চিঠিতে চোখ বোলাল জেসন। শান্তকণ্ঠে বলল, 'চলবে। এবার সই করে দাও।' নির্দেশমত কাজ করে খামে ভরে চিঠিটা বাড়িয়ে ধরল ব্যাঙ্কার।

ওটা নিয়ে গাম্ভীর কণ্ঠে বলল জেসন, 'এবার মন দিয়ে আমার কথা শোনো, মিস্টার বারাক। এই চিঠিমত জুন মাসের মধ্যেই ম্যাথিউ ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ করবে। তবে, তার ডাকাতি হয়ে যাওয়া গরুগুলোর দাম, সেই টাকার সুদ আর ম্যাথিউর বাবার পঙ্গু হাতের ক্ষতিপূরণ বাবদ যা আসবে, তা ও টাকা থেকে বাদ যাবে।'

'বিশেষ কাজে সান ফ্রান্সিসকো যেতে হচ্ছে আমাকে, ফিরব কাজটা শেষ হবার সাথে সাথেই। ফিরে এসে যদি শুনি এ ব্যাপারে কোনরকম বাড়াবাড়ি করেছ, ম্যাথিউদেরকে বা এডিথকে উচ্ছেদের চেষ্টা করেছ, ফিরে এসে তোমাকে চরম শাস্তি দেব। ব্যাপারটাকে তখন আমার সাথে তোমার ব্যক্তিগত শত্রুতা হিসাবে দেখব আমি।'

উঠে দাঁড়িয়ে একবারও পেছনে না ফিরে বেরিয়ে এল ও।

সন্ধ্যা ভাল করে নামেনি, অথচ এরমধ্যেই আজ কুইন অভ দি ওয়েস্ট কাস্টমারের ভিড়ে গম গম করছে। পানাহার, পোকার খেলা আর খোশগল্পে মগ্ন সবাই। বাদক নেই, কাস্টমারদেরই কেউ কেউ

তাই অনভ্যস্ত হাতে পিয়ানোয় সুর তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। সবাই উদ্বেগ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত আজ। স্নেইডারের করুণ পরিণতির পর সহসাই চ্যারিটিতে আর কোন উপদ্রবের আশঙ্কা করছে না তারা।

সুন্দর সাজে সেজেছে আজ এডিথ। ঘুরে ঘুরে সঙ্গ দিচ্ছে কাস্টমারদের। আজ আগেই ওপর থেকে নেমেছে সে। একে বড়দিনের রাত, তারওপর নিশ্চিন্ত, নির্মল পরিবেশ। কাস্টমারদের সুযোগ সুবিধার দিকে লক্ষ রেখে শিগগিরি আবার ডান্সগার্ল, পিয়ানো বাদকদের ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছে সে সবাইকে।

অন্যদিকে কাল যারা এখানে ছিল, তাদের অনেকে স্নেইডারের সাথে জেসন মাইলসের লড়াইয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে নিজের বীরত্বের কথাও ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলে বেড়াচ্ছে অন্যদের কাছে।

জেসনকে দরজা ঠেলে ঢুকতে দেখে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেল সেলুন। সবাই একযোগে তাকাল ওর দিকে। পরমুহূর্তে হৈ হৈ করে ঘিরে ধরল, ওর বীরত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। প্রবীণরা কৃতজ্ঞতা জানাল। এগিয়ে এসে ওর হাত ধরে টানল এডিথ। মিষ্টি হেসে বলল, 'এদের হাত থেকে বাঁচতে চাইলে শিগগিরি আমার অফিসে এসো।'

আহত হবার ভান করে বলে উঠল একজন, 'ও তো শুধু তোমারই উপকার করেনি, মিস, আমাদেরও করেছে। তাহলে তুমি কেন আমাদেরকে বঞ্চিত করে একাই ওর সঙ্গ পেতে চাইছ?'

এডিথের সাথে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল জেসন, লোকটার কথায় হেসে ফেলল। মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'দুশ্চিন্তা কোরো না।

কাজের কথা সেরে এক্ষুণি আসছি আমি। আজ অনেকক্ষণ কাটাব তোমাদের সাথে।'

অফিস রূমে ঢুকে বসল ও। উৎসুক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল এডিথ। 'ব্যাঙ্কে গিয়েছিলে তুমি। কথা হয়েছে বারাকের সাথে?'

মাথা দোলাল জেসন।

'কি বলেছে সে?'

চুপচাপ চিঠিটা বাড়িয়ে ধরল ও। ওটার ওপর ব্যস্ত হয়ে চোখ বোলাল মেয়েটি। নির্মল হাসিতে চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দু'হাতে জেসনের হাত মুঠো করে ধরে গভীর কৃতজ্ঞ গলায় বলল, 'তোমাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। বড়দিনের রাতে আজ তোমার জন্য প্রাণখুলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব আমি, মাইলস।'

চিঠিটা দেখিয়ে বলল, 'এটা পেয়ে কী যে খুশি হবে ম্যাথিউ,' চোখ বন্ধ করে ফেলল ও, যেন দিব্যদৃষ্টিতে ম্যাথিউর আনন্দভরা অভিব্যক্তি দেখতে পাচ্ছে।

'ওটা রেখে দাও। ম্যাথিউকে তুমিই পৌঁছে দিয়ো একসময়,' বলল জেসন।

খুশি হয়ে চিঠিটা ড্রয়ারে রাখতে গিয়ে কি ভেবে তাকাল মেয়েটি। 'মনে হচ্ছে তোমার তাড়া আছে?'

নড করল ও। 'ঠিক ধরেছ।'

'কখন যেতে চাইছ?'

'কাল সকালের ট্রেনে।'

'ম্যাথিউকে সব বলে গেলে ভাল হত না?'

'পরেরবার যখন আসব, তখন কথা হবে।'

চুপ করে কিছু ভাবল এডিথ। উঠে গিয়ে কেবিনেট খুলে

চামড়ার একটা পুটুলি বের করে জেসনের সামনে টেবিলের ওপর রাখল। ও চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাতে বলল, 'কিছু টাকা আছে এটায়। ফী হিসাবে নয়, আমার ধারণা তাতে তোমার আপত্তি আছে। বন্ধুর কাছ থেকে বড়দিনের উপহার হিসাবে টাকাটা নিলে আমি কৃতজ্ঞ হব, জেসন।'

আপত্তি করতে পারল না ও, মেয়েটি সে পথ বন্ধ করে দিয়েছে। রসিকতা করে বলল, 'তাহলে আমার মজুরীর কি হবে?'

'পরেরবার যখন আসবে, তখন ম্যাথিউর কাছ থেকে নিয়ো ওটা। ও যাতে ঠকাতে না পারে, সে জন্য আমি তোমার পক্ষে সুপারিশ করব'খন।'

জোরে হেসে উঠল দু'জনে।

উঠে দাঁড়াল জেসন। 'সে কি, উঠলে যে?' এডিথ বলল।

'যাই; দেখি, অ্যাডাম বাজ দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দেবার আগে কিছু কাজ সেরে রাখতে হবে। সকালে হয়তো সুযোগ পাব না।'

অ্যাডাম বাজের স্টোরে ঢুকল জেসন মাইলস। বেচা-কেনা শেষে বন্ধ করার আগে ক্যাশ মিলাচ্ছিল লোকটা দ্রুতহাতে। আচমকা দরজা খুলে ওকে ঢুকতে দেখে কাউন্টারের পেছনে কুঁকড়ে গিয়ে সরে দাঁড়াল। তাকাচ্ছে পিট পিট করে।

'ভয় পাচ্ছ কেন?' হাসল ও। 'তোমাকে মারধোর করতে নয়, আমি এসেছি কেনা কাটা করব বলে। এদিকে এসো, বাজ, লিস্ট দেখে সব প্যাক করে ফেলো ঝট্‌পট্।'

মুখে ফ্যাকাসে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করল স্টোর মালিক, এগিয়ে এল পায়ে পায়ে। মনে হচ্ছে ব্যাটার তাড়া আছে, সরে

পড়বে চ্যারিটি ছেড়ে, ভেবে ভেতরে ভেতরে সন্তুষ্ট হয়ে উঠল সে। এমন বিপজ্জনক লোককে তাড়াতাড়ি বিদায় হতে সাহায্য করাই উচিত, দরকার হলে ভাল ডিসকাউন্ট দিতেও মনে মনে তৈরি হলো অ্যাডাম বাজ।

জেসনের লিস্টে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল, তারপর মালপত্র নামিয়ে প্যাক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একফাঁকে হালকা স্বরে প্রশ্ন করল, 'মনে হচ্ছে লম্বা যাত্রার জন্য তৈরি হচ্ছ। আজই যাচ্ছ?'

'ভোরের দিকে বেরোবার ইচ্ছা আছে,' জেসন বলল। 'রাত হয়ে গেছে, এখন দূরে যাত্রার সুযোগ যে নেই তা তোমার জানা আছে।' চোখের কোনা দিয়ে লোকটাকে দেখল ও। 'তোমাকে হতাশ করতে হলো বলে দুঃখ হচ্ছে আমার।'

'না, না, মোটেই না। আমি আসলে কিছু ভেবে ও কথা বলিনি, মিস্টার মাইলস।' তাকের ওপর থেকে গুলির প্যাকেট নামাতে গিয়ে হাত কেঁপে উঠল লোকটার, ফ্লোরে পড়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল কয়েকটা বুলেট। কাঁপুনি থামিয়ে আঙুলগুলো বশে আনার চেষ্টা করতে করতে সেগুলো গুছিয়ে তোলার চেষ্টা করতে লাগল সে।

'তবে যতদূরেই যাই না কেন, খুব শিগগিরি আবার আসার ইচ্ছা আছে আমার,' লোকটার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল জেসন। 'কাজ ঠিকঠাক মত হলো কি না, একবার দেখে যেতে হবে।'

বুলেটগুলো গুছিয়ে ঠিকমত প্যাকেটে সাজাতে ব্যর্থ হচ্ছে দোকানি। তাই দেখে ধমকে উঠল ও, 'কি হলো, অমন করছ কেন তুমি, বাজ? প্রথম দেখার সময় তোমাকে সিংহের মত গর্জন করতে দেখেছি, এখন আজ হঠাৎ মিঁউ হয়ে গেলে কেন? জলদি

করো, আমার সময় কম।'

'এই তো, মিস্টার, প্রায় হয়ে গেছে আমার,' কণ্ঠ আয়ত্তে রেখে বলার চেষ্টা করল সে।

তার বাঁধাছাদার শেষ পর্যায়ে কাউন্টারের পেছনের দেয়ালে ঝোলানো একটা রাইফেলের দিকে তাকাল জেসন। একটা সিঙ্গল শট ·৫৫ শার্পস। 'ওটা নামাও তো, বাজ,' বলল ও।

দ্রুত অস্ত্রটা নামিয়ে কাউন্টারের ওপর রাখল সে। হাতে নিয়ে রাইফেল পরীক্ষা করছে জেসন। দ্রুত রিপিটিং অ্যাকশন নেই এটায়, কিন্তু দূর লক্ষ্যভেদী হিসাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সঠিকভাবে নিশানা ভেদ করতে একটা শটই যথেষ্ট ওর জন্যে। কাজেই জিনিসটা পছন্দ হলো।

'এটাও দিয়ে দাও,' কুতকুতে চোখে দেখতে থাকা স্টোর মালিককে বলল ও। 'ভাল জিনিস। শিকার করতে মজা হবে।'

অতিরিক্ত যত্নের সাথে প্যাকেট করে দেয়া জিনিসগুলো নিয়ে দাম চুকিয়ে বেরিয়ে এল জেসন।

হোটেলে নিজের রূমে সব রেখে আবার বেরোল। একটা ভাল ঘোড়া দরকার। লিভারির যে ঘোড়ায় হেইডেনের বাড়ি গিয়েছিল, সেটাকে বেশ পছন্দ ওর। বক্সকারে করে নিয়ে যাওয়া যাবে, তাহলে সান ফ্রান্সিসকোয় গিয়ে সরাসরি কাজে নেমে পড়তে আর কোন চিন্তা থাকবে না। মনে মনে এডিথকে ধন্যবাদ জানাল জেসন, উপহার হিসাবে আশাতীত টাকা দিয়েছে মেয়েটি। সব কেনাকাটার পর রেল ভাড়া দিয়েও অনেক থেকে যাবে।

ছয়

দুটো কারণে সান ফ্রান্সিসকোর পথের শেষ অংশটুকু আনন্দময় হয়ে উঠল জেসন মাইলসের। প্রথম কারণ, পথ যতই এগোচ্ছে ততই নিজেকে সিনেটরের নিকটবর্তী মনে হচ্ছে ওর। দ্বিতীয়টা, ইউথায় ট্রেন বদলি করে সেন্ট্রাল প্যাসিফিক লাইনের টিকেট কিনতে গিয়ে রয় ডিক্সনকে পেয়ে যাওয়া। মাত্র ক'দিন আগে এই রুচিবান, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জুয়াড়ীর সাথে পরিচয় হয়েছিল। এ মুহূর্তে ওর সামনে দাঁড়িয়ে সান ফ্রান্সিসকোর টিকেট কিনছে সে। দামী কোট গায়ে দারুণ দেখাচ্ছে তাকে।

লোকটার টিকেট কিনে বুকিং কাউন্টার ছেড়ে কয়েক পা এগোনো পর্যন্ত অপেক্ষা করল জেসন। ওকে সে দেখেনি নিশ্চিত হয়ে পেছন থেকে ডাক দিল, অপ্রত্যাশিতভাবে নিজের নাম কানে যেতে চমকে উঠে পেছনে তাকাল রয় ডিক্সন। যেন বন্ধু নয়, কোন শত্রুর ডাক শুনেছে সে।

জেসন মাইলসকে দেখতে পেয়ে হাঁপ ছাড়া ভাব হলো তার। দ্রুত চেহারা স্বাভাবিক করে চওড়া হাসিতে ভরিয়ে তুলল মুখ। 'জেসন মাইলস যে! এমন জায়গায় তোমার সাথে দেখা হবে ভাবতেও পারিনি। আমি ভেবেছিলাম বোধহয় এরমধ্যেই

'ফ্রিসকোয় চলে গেছ তুমি।'

দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল ও। 'কোন কোন কাজে সময় কখনও বেশি লেগেই যায়। মানুষ আর জায়গাগুলো তোমার ইচ্ছায় সব সময় ঠিক ঠিক সাড়া দিতে চায় না কি না। কেবলই দেরি করিয়ে দিতে চায়।'

'মনে হচ্ছে একসাথেই যাচ্ছি আমরা।'

'তাই তো মনে হয়।'

আরও বেশি খুশি দেখাল জুয়াড়ীকে। 'এর চাইতে চমৎকার আর কিছু হতে পারে না, জেসন। তোমাকে পোকারে বসাতে রাজি করানোর চেষ্টা করার আরেকটা সুযোগ পাওয়া গেল।' দুষ্টুমিভরা চোখ দুটো পিট্ পিট্ করে উঠল লোকটার।

'জ্বী না,' বলল জেসন। 'এই দফায় পথের মাঝখানে নেমে পড়ার কোন ইচ্ছা নাই আমার।'

হেসে উঠল জুয়াড়ী। 'সেদিন ভাগ্য তোমার সহায় ছিল না, আমার কি দোষ, বলো!'

'তা ঠিক।'

'শোনাও দেখি,' বলল ডিক্সন। এ ক'দিন যেখানে ছিলে, কি কি ঘটল সেখানে। কি যেন নাম জায়গাটার?'

'চ্যারিটি,' জেসন বলল। 'ক্রিসমাস কাটানোর উপযুক্ত জায়গা। সান্টা ক্লজরা উপহার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ওখানকার পথে পথে।'

'খুব ভাল বলেছ,' ওর কাঁধে চাপড় দিয়ে বলল ডিক্সন। 'এখন আর পরস্পরের প্রতি কোন খেদ নেই আমাদের, কি বলো? ট্রেন আসতে এখনও অনেক দেরি আছে। চলো, তোমাকে একটা ড্রিঙ্ক কিনে দিই।'

স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল দু'জনে।

কাছের এক শ্রীহীন সেলুনের সামনে এসে দাঁড়াল জেসন আর ডিক্সন। ওটা যে ঘরে সেটা যদি বিল্ডিঙ হয়, তাহলে আশেপাশের ঘরগুলো সব একেকটা রাজপ্রাসাদ। কিন্তু কি করা, এটা ছাড়া আর সব দূরে দূরে। দ্বিধা ঝেড়ে এগোল ওরা, পাল্লাহীন দরজা আগলে পড়ে থাকা এক মাতালকে ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকল। পাল্লা কি আলো বাতাস বেশি ঢোকার সুবিধার জন্য সরিয়ে রাখা হয়েছে, নাকি মাতালদের মারামারিতে ভেঙে গেছে, বুঝতে পারল না কেউ। শুধু দেখল জায়গামত নেই ওগুলো।

দিনের আলো ঢোকার সুযোগ যথেষ্ট নেই বলে ভেতরে বেশ অন্ধকার। রুমের শেষ মাথায় বার। দু'পাশের লম্বা টেবিল-বেঞ্চের সারির মাঝখানের প্যাসেজ ধরে তার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা।

বারকীপার লোকটার ভ্রূক্ষেপ নেই কোনদিকে, নিজের কাজে ভীষণ ব্যস্ত। কাউন্টারের পেছনে শেলফে পিঠ ঠেকিয়ে একচোখ শক্ত করে বুজে অন্যচোখ বড় করে একাগ্রচিত্তে নাক খুঁটছে, সেই সাথে চেহারা-সুরত কতভাবে বিকৃত করা সম্ভব, তার মহড়া দিচ্ছে। দেখে মনে হয় এই কাজের জন্যই বুঝি পৃথিবীতে এসেছে, আর কিছু করার নেই।

কাউন্টারের ওপর কনুইতে ভর দিয়ে অধীর আগ্রহের সাথে লোকটার খোঁড়াখুঁড়ি শেষ হবার অক্ষোয় আছে ওরা দু'জন। কিন্তু শেষ করা দূরে থাক, খানিক বিরতি দেয়ার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ করেই অস্বস্তি লেগে উঠল জেসনের। কীপারের কাণ্ড দেখে নয়, বারে গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিসের অভাব আছে দেখে।

সেলুনে ঢোকার দরজা ওর পেছনে, আর সেদিকে কি ঘটছে তা দেখার জন্য বারে কোন মিরর নেই। চট করে পেছনে ফিরে কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ও। খোলা দরজা দিয়ে আসা বাইরের তীব্র আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিল। মনে হচ্ছে ওটা যেন লম্বা এক অন্ধকার টানেলের মুখ, আর এই বারটা সেই টানেল।

রয় ডিক্সন তখনও ধৈর্য ধরে তাকিয়ে আছে বারকীপারের দিকে। মানুষটা কতবড় খবিস মাথায় ঢুকছে না ওর। ঘৃণায় রি রি করছে তার সারা শরীর।

কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরে তাকিয়ে বলল জেসন, 'কাস্টমারকে ড্রিঙ্ক পেতে হলে এখানে কি করতে হয়?'

কোন উত্তর এল না।

ডিক্সনের চেহারা থেকে বিস্ময়ের ভাব দূর হয়ে গেল। ঝাঁঝাল গলায় বারকীপারকে বলল সে, 'আমার সঙ্গীর প্রশ্নটা শুনতে না পারার মত বধির আশাকরি তুমি নও, কি বলো?'

তবু নির্বিকার লোকটা। নাকের মধ্যে আঙুল বাধাহীন আগুপিছু করছে বলে সেটার হাড়বিহীন নরম চামড়ার আচ্ছাদন ফুলে ফুলে উঠছে।

ধৈর্য হারিয়ে ফেলল জেসন। ঝট্ করে পিস্তল বের করে ঘুরল লোকটার দিকে। ওটা বাড়িয়ে ধরে বলল, 'এটা দেখেছ? তোমার নোংরামি অনেকক্ষণ থেকে দেখছি। আমাদের সার্ভ করতে দেরি করলে এবার এটা দিয়ে তোমার নোংরা নাকটাই উড়িয়ে দেব আমি। এত সময় নিয়ে আর কখনও ওটা পরিষ্কার করতে হবে না তাহলে। ঝামেলা একবারেই শেষ হয়ে যাবে তোমার।' ব্যারেল আরও সামনে নিয়ে লোকটার নাকে ছোঁয়াল ও। 'আমার কথা কানে ঢুকেছে, না টিপে দেব ট্রিগার?'

বুঝে ফেলল বারকীপার। নাক থেকে আঙুল বের করে যত্ন করে শার্টে মুছল, তারপর শান্তকণ্ঠে বলল, 'কি চাই তোমাদের?'

হাঁপ ছাড়ল রয় ডিক্সন। মোলায়েম স্বরে বলল, 'ওর জন্য হুইস্কি আর আমার জন্য ব্র্যান্ডি।'

'দুঃখিত, পারব না দিতে।'

'কি, পারবে না কেন?' খেপে গেল জেসন।

'পারব না,' শ্রাগ করল লোকটা।

গলা নরম করল ডিক্সন। 'কেন পারবে না সেটা তো বুঝিয়ে বলবে!'

'কারণ হুইস্কি-ব্র্যান্ডি কোনটাই নেই আমাদের, তাই।'

'এটা সেলুন তো, নাকি?' চোখ কপালে তুলে বলল জুয়াড়ী।

'নিশ্চই!'

'এবং তুমি নিশ্চই লিকার বিক্রি করো?'

'অবশ্যই!'

'তবে হুইস্কি নয়, ব্র্যান্ডিও নয়, এই তো?'

ওপরে নিচে মাথা দোলাল বারকীপার।

'তাহলে দয়া করে বলবে কি এখানে কী বিক্রি করো তুমি?'

'বীয়ার।'

'ব্যস্?' বিস্ময়ের সুরে ডিক্সন বলল।

'ব্যস্।'

তেতো খাওয়ার ভঙ্গি করে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল ডিক্সন। এত ধৈর্য আর অধ্যবসায়ের পর কিছু পেটে না দিয়ে সেলুন ছাড়তে ইচ্ছা করছে না জেসনের। অগত্যা দুটো বীয়ারই দিতে বলল।

ফেনিল বীয়ার ভর্তি দুটো গ্লাস নিয়ে একটা খালি টেবিলের দিকে এগোল ওরা। অবসর পেয়ে আবার নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত

হয়ে পড়ল বারটেন্ডার।

বেঞ্চে বসতে বসতে প্রশ্ন করল জেসন, 'জীবনে কতগুলো সেলুনে ঢুকেছ তুমি?'

নিজের সুবেশ মোড়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে শ্রাগ করল ডিক্সন।

'শ'খানেকের কম হবে না নিশ্চই, কি বলো?' উৎসুক চোখে তাকাল জেসন।

'তা হবে। কেন?'

'ওসবের কোনটায় এমন অবস্থায় পড়েছ তুমি কখনও?'

হেসে বীয়ারে চুমুক দিয়েই মুখ বিকৃত করে ফেলল সে। 'মাগো! কি জঘন্য স্বাদ!' দ্রুত গ্লাস নামিয়ে রাখল টেবিলে। বিস্বাদ পদার্থটা গলা দিয়ে নামার সুযোগ দিয়ে মুখ খুলল আবার, 'ক্যান্টিনাতেও বহুবার ঠেকা বেঠেকায় ঢুকতে হয়েছে আমাকে, ওগুলোর কোন কোনটার ফ্লোর চেঁছে শুকিয়ে লেগে থাকা বমি তুলতে পারবে তুমি, তবু বলব এমন জঘন্য সেলুনে জীবনে ঢুকিনি।'

মাথা নাড়িয়ে পেছনদিকে উদ্দেশ করল জেসন। 'তাহলে আমাদের ওই বন্ধুকে কোথায় পাঠানো যায়, বলো তো?'

একসাথে গলা ছেড়ে হেসে উঠল দু'জনে। অন্য দু'চারজন কাস্টমার যারা ছিল, সচকিত হয়ে কি ঘটেছে দেখতে এদিকে তাকাল। এমন হতচ্ছাড়া জায়গায় এরকম প্রাণখোলা হাসি বহুদিন শোনেনি তারা বোঝাই যায়।

হাসি থামিয়ে কিছুটা গম্ভীর হলো জেসন। 'ইচ্ছে না হলে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ো না, কিন্তু বুকিঙ অফিসে আমার ডাক শুনে চমকে উঠতে দেখেছি তোমাকে। মনে হয়েছে কোন ঝামেলায় পড়েছ তুমি, ব্যাপার কি?'

টেবিলের তলায় পা টান্ টান্ করে লম্বা করে মেলে বসল রয় ডিক্সন। মৃদু স্বরে বলল, 'দেখেছ তুমি ঠিকই। গোপন করার মত কোন বিষয় নয় এটা, তাই তোমাকে বলতে আপত্তি নেই। কানসাস সিটি আর ডেনভারের মাঝে সেদিন খানিকসময় পোকার খেলেছিলাম। খানিক নয়, আসলে বলা যায় প্রায় সারাদিন ধরেই খেলেছি। মাঝে মধ্যে খেলোয়াড় বদল হয়েছে, কিন্তু দু'জন খেলা চালিয়ে গেছে আগাগোড়া।

'বাপ-ছেলে। শুরুতে ভালই করছিল ওরা। দু'জনের কথাবার্তায় বুঝলাম এদিককার র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে দিয়ে আরও বড় র‍্যাঞ্চ কেনার আশায় পশ্চিমে যাচ্ছে। সাথে প্রচুর টাকা পয়সা নিয়ে চলেছে। সে যাক্, যা বলছিলাম, শুরুতে ভালই জিতল দু'জনে। কিন্তু ডেনভার যত এগিয়ে আসতে থাকল ততই হারতে থাকল। মনে হয় ক্লান্তিতে পেয়ে বসেছিল ওদের।

'ডেনভার পৌঁছার আগে পুঁজির ওজন অনেকখানি হালকা হয়ে গেল ওদের। তবু থামতে রাজি হলো না ব্যাটারা। জেদ ধরল শহরেও খেলতে হবে ওদের সাথে। এটাই আমার পেশা, আর ওদের পকেটে তখনও যথেষ্ট অবশিষ্ট আছে, কাজেই রাজি না হওয়ার কোন কারণ ছিল না আমার।'

একটু থেমে জেসনের দিকে তাকাল ও। 'আর সেখানেই ভুলটা করে ফেললাম।'

'হেরেছ?' জেসন প্রশ্ন করল।

'না, বন্ধু। তাহলে তো ফ্যাঁকড়া বাধত না। জিতেছি।'

'এইজন্য অসুবিধায় পড়েছ?'

মাথা দুলিয়ে তিক্ত হাসি হাসল জুয়াড়ী। বীয়ারে চুমুক দিতে গিয়ে বিশ্রী স্বাদের কথা মনে পড়ায় তাড়াতাড়ি টেবিলে নামিয়ে

রাখল গ্লাস। 'বাপ-বেটা দু'জনের পকেটই পুরোপুরি ফক্কা করে দিয়েছি,' বলল সে।

'মনে হচ্ছে,' ধীর কণ্ঠে বলল জেসন। 'পুরানো কাহিনীর মত এক্ষেত্রেও ওরা খোয়ানো টাকা ফেরত চাইছে।'

'ব্যাপারটা সেরকমই,' কিছুটা বিমর্ষ গলায় বলল জুয়াড়ী। 'দেখো, জেসন, জুয়া খেলায় আমার ভাগ্য অসাধারণ বলা চলে। তাতে আমি খুশি হলেও প্রায় ক্ষেত্রেই প্রতিদ্বন্দ্বীরা অখুশি হয়। এরাও হয়েছে। নিজেদের দুর্ভাগ্য মেনে নিতে পারছে না।'

'কি করবে ওরা ভাবছ?'

ডিক্সন বলল, 'ভয় হচ্ছে ওরা আমার দেখা পেলেই হামলার চেষ্টা করবে। একজন হলে তেমন চিন্তার কিছু ছিল না, কিন্তু দু'জনের মোকাবিলা করতে হলে বেকায়দায় পড়ে যাব আমি। তাই সুযোগ মত ওদের চোখে ধুলো দিয়ে সরে এসেছি। মন বলছে খসাতে পারিনি ওদের। অনুসরণ করা হচ্ছে আমাকে।'

'তোমাকে বেশ নার্ভাস মনে হচ্ছে, ডিক্সন। কোনরকম হাতের কারসাজি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাওনি তো ওদের কাছে?'

জোর দিয়ে বলল ডিক্সন, 'জুয়া খেলা আমার পেশা, জেসন। তাই সে ক্ষেত্রে কোনরকম নীচুতাকে প্রশ্রয় দিই না আমি ভুলেও। তাছাড়া খেলার সময় যেরকম অখণ্ড মনোযোগ থাকা দরকার, ওদের তাও ছিল না। ভাল করে খেলায় মন দেবার বদলে আমি চুরি করি কি না, ওদের মন ছিল সেদিকে। চোখও। জেতার চাইতে হার ঠেকাবার দিকে বেশি নজর ছিল। তুমিই বলো, জুয়োর বোর্ডে বসে যে জিততে না চায়, তার হার ঠেকাবে কে?'

সায় দিয়ে মাথা দোলাল জেসন মাইলস।

সাত

ওগডেন স্টেশনের বিশাল প্ল্যাটফর্মে গিজগিজ করছে মেয়ে-পুরুষ। প্রচণ্ড ভিড়। কেউ দাঁড়িয়ে আছে পশ্চিমের ট্রেনে চড়বে বলে, তাকে বিদায় জানাতে এসেছে অনেকে। কিছু এসেছে আপনজনদের রিসিভ করতে। প্রায় সবার পরনে ধোপদুরস্ত দামী পোশাক। তাদের মাঝে দামী আর রুচিসম্মত পোশাকের জন্য বেশ মানিয়ে গিয়েছে রয় ডিক্সন। কিন্তু জেসন মাইলসের ব্যাপার উল্টো। পরিবেশের সাথে সম্পূর্ণ বেমানান কাপড় চোপড় পরে অস্বস্তি নিয়ে ট্রেন আসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে ও।

সান ফ্রান্সিসকো থেকে নিউ ইয়র্ক, তারপর চ্যারিটি হয়ে এখন এ পর্যন্ত একই পোশাকে আছে জেসন। নিয়মিত গোসল করারও সুযোগ হয়নি। নড়াচড়া বেশি করলে শরীর, বগল থেকে ঘামের বোটকা গন্ধ বের হচ্ছে। সঙ্কুচিত, জড়সড় হয়ে আছে ও। বিব্রত।

অনেকক্ষণ পর শেষ ডিসেম্বরের মলিন দিনের আলোয় ধোঁয়ার মেঘ মাথায় নিয়ে পুব থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে স্টেশনে ইন করল ট্রেন। বেশ কিছুক্ষণ থাকবে এখানে। এঞ্জিনে পানি ভরা হবে, ক্রু বদল হবে, তারপর যাত্রা করবে পশ্চিমে। ডিক্সনের পাশে দাঁড়িয়ে এঞ্জিনের পেছনে জোড়া দীর্ঘ ক্যারিজ সারি দেখছে

জেসন। অপেক্ষমাণ যাত্রীদের অনেকের সাথে ওরা দু'জনও এর কোন একটায় চড়বে একটু পর। যে সব যাত্রী এখানে নামবে, তারা প্রায় সবাই ক্যারিজের দরজা-জানালা দিয়ে ব্যাকুল চোখে প্ল্যাটফর্মের ভিড়ে আপনজনদের খুঁজছে।

রয় ডিক্সনের চোখ আটকে আছে কাছে দাঁড়ানো অষ্টাদশী এক সুন্দরীর ওপর। চমৎকার ডিজাইনের আকর্ষণীয় সবুজ ড্রেস পরে আছে মেয়েটি। মাথার আধুনিক হ্যাটের কার্নিস থেকে ঝালর নেমে এসে তার কপালের অর্ধেকটা আড়াল করে রেখেছে। সুদৃশ্য, মোলায়েম গ্লাভস পরা হাত ঘন ঘন খুলছে আর মুঠো পাকাচ্ছে। দু'চোখ অধীর আগ্রহে ট্রেনের এমাথা-ওমাথা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অতিথিকে খুঁজছে নিশ্চই।

যার জন্য মেয়েটা অধীর হয়ে আছে, ভাবল সে, সে কি ওর মানানসই কেউ হবে? মেয়েটির সুন্দর মুখশ্রীর দিকে তাকিয়ে ভেতরে ঈর্ষার খোঁচা অনুভব করল জুয়াড়ী। এমনই পেশা, প্রায় সারাক্ষণই চলার ওপর থাকতে হয় তাকে। এরকম কোন সুন্দরীকে নিয়ে সংসার করা কোনদিন কপালে জুটবে কি না, কে জানে! মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল ডিক্সন, প্রথম সুযোগেই বিষয়টা নিয়ে ভাবতে বসবে সে।

ওর বাহু ধরে টান দিল জেসন। প্রায় ফিসফিসের মত মিচু স্বরে বলল, 'তুমি যে জুটির কথা বলেছিলে, তাদের মধ্যে বাপ কি ছেলের চাইতে কিছুটা লম্বা?'

'হ্যাঁ,' ডিক্সন মাথা ঝাঁকাল চোখ কুঁচকে।

'ঘন কালো কোঁকড়া চুল দু'জনের? নাক লম্বা, বাপের চেহারায় বয়সের ছাপ থাকলেও চেহারায় খুব মিল দু'জনের। আর ছেলেটা একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে?'

'গডস্ টীথ! তুমি জানলে কি করে?' বিস্মিত হয়ে বলল জুয়াড়ী। চেহারায় উদ্বেগের ছাপ।

'কারণ এইমাত্র এরকম এক জুটিকে ট্রেন থেকে নামতে দেখেছি আমি। ছেলের চাইতে বাপ লম্বায়ও একটু বেশি।'

জেসনের তর্জনী অনুসরণ করে তাকাল ডিক্সন। ভিড়ের জন্য দৃষ্টি বাধা পেলেও ঠিকই দেখতে পেল সে ওদের। তাকে আমরণ অনুসরণ করার শপথ করেছিল ওরা। খুন করে তার চামড়া বেচে হলেও নিজেদের পয়সা উসুল করে নেবে বলে হুমকি দিয়েছিল।

তাকে কোটের হাতায় লুকিয়ে রাখা ডেরিঙ্গার বের করতে দেখে চমকে উঠল জেসন। 'এই ভিড়ের মধ্যে ওই জিনিস ব্যবহার করার কথা ভাবছ নাকি, ডিক্সন?'

'তৈরি হয়ে থাকি। জরুরী না হলে ব্যবহার করব না।'

ওকে ট্রেনের দিকে ঠেলে দিল জেসন। 'বোধহয় তোমাকে দেখতে পায়নি ওরা, বরং গাড়িতে চড়ে বোসো তুমি।'

'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'আমার ঘোড়াটাকে বক্সকারে তোলা হলো কি না পেছনে গিয়ে দেখে আসি একবার। তোমাকে যা বললাম তাই করো, উঠে পড়ো গাড়িতে। আমি চট্ করে ঘুরে আসছি।'

আলাদা হয়ে দু'দিকে পা বাড়াল ওরা। জট্‌লার ভেতর দিয়ে প্ল্যাটফর্ম ধরে ট্রেনের পেছনদিকে চলল জেসন। অজস্র কণ্ঠের মিলিত কথার আওয়াজে প্ল্যাটফর্ম সরগরম। তার মধ্যেও সবার গলা ছাপিয়ে ওঠা একটা কণ্ঠস্বর কানে ঢুকল ওর, 'ওই যে, বাবা! ঠগবাজ শয়তানটা ওদিকে যাচ্ছে!'

ঝট্ করে পেছনে ফিরল জেসন। ওর সামনে সবাই আড়ষ্ট হয়ে গেছে, মুখে রা নেই কারও। সম্ভাষণ বা বিদায় চুম্বন, আলাপ,

সব মাঝপথে আটকে গেছে। অনেকে ঘুরে তাকিয়েছে যেদিক থেকে কথাটা এল সেদিকে। দেখা গেল ঘন কালো চুল মাথায় চওড়া কাঁধওয়ালা লম্বা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে সবার থেকে আলাদা হয়ে। দু'পা পেছনেই তার থেকে একটু খাটো, কিন্তু দেখতে প্রায় একইরকম, কমবয়সী আরেকজন। দু'জনের পরনে একইরকম খাটো উলের কোট। সশস্ত্র ওরা। পেছনের যুবক তর্জনী ট্রেনের একটা কামরার দিকে তাক্ করে আছে। একটু আগে সেই চেঁচিয়ে উঠেছিল। ভীষণ উত্তেজিত।

ওদিকে রয় ডিক্সনের অর্ধেক শরীর ক্যারিজের ভেতর। ঠিক তখনই গুলির শব্দ হলো। বয়স্ক লোকটা দ্রুত পিস্তল বের করেই গুলি চালিয়ে বসেছে। অনেকটা দূর থেকে লক্ষ্য ঠিক না করেই তড়িঘড়ি ট্রিগার টিপেছে সে। ডিক্সনের কানে গুলির শব্দ ঢোকা ছাড়া আর কোন ক্ষতি হয়নি। কিন্তু ব্যাপার বুঝতে দেরিও হয়নি তার, সঙ্গে সঙ্গে একলাফে ক্যারিজে ঢুকে পড়েছে সে।

গুলির সাথে সাথে প্ল্যাটফর্ম জুড়ে হৈ-হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে। মেয়েদের বাঁশির মত তীক্ষ্ণ চিৎকার, পুরুষদের হাঁকডাক আর চাপা গর্জনের সাথে বুকিঙ কাউন্টারের সামনের একফালি গেট দিয়ে একযোগে সবার স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টায় সৃষ্ট হুড়োহুড়ি-ধাক্কাধাক্কি ইত্যাদি মিলিয়ে নরক গুলজার অবস্থা। প্রতিযোগিতায় যারা পিছিয়ে পড়েছে, বাইরে যাবার ভিন্ন পথের খোঁজে তাদের এলোপাতাড়ি ছোটাছুটি যোগ হয়েছে তার সাথে। সে এক এলাহি কারবার।

বাপ-বেটা ওরই মধ্যে থেমে থেমে অন্ধের মত গুলি করে চলেছে। যদিও যাকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া, তার টিকিরও দেখা নেই। ততক্ষণে ক্যারিজের একদম অন্য মাথায় চলে গেছে ডিক্সন।

গুলি জুয়াড়ীর গায়ে না লাগলেও শেষ বিস্ফোরণের পরমুহূর্তে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনে সচকিত হলো অনেকেই। কয়েক সেকেন্ডের জন্য সব নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল আবার। জেসন মাইলস দেখতে পেল অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণী বুক চেপে ধরে ব্যথায় চিৎকার করছে, হাঁটু মুড়ে পড়ে যাচ্ছে। তার চেহারা তীব্র যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে আছে, মৃত্যু আতঙ্কে দু'চোখ বিস্ফারিত। মাথা সামনে ঝুঁকে পড়েছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে।

নড়ে উঠল পাথর জনতা। এবার আগের চাইতেও বেশি ব্যস্ততা, ব্যগ্রতা দেখাচ্ছে সবাই পালিয়ে যাবার জন্য। তার মধ্যেও কারও কারও মন্তব্য শোনা যাচ্ছে:

'আহা! কি সুন্দর দেখতে মেয়েটা, গুলি খেয়েছে...'

'মাথা খারাপ কোন হারামজাদা গুলি করেছে...'

'ওই বুড়ো বেজন্মাটার কাজ...'

'না, না! আমি হলফ করে বলতে পারি পেছনের ওই লোকটা গুলি করেছে...'

'কেউ ডাক্তার ডাকছে না কেন?'

'আমি এসেছিলাম এক বন্ধুকে রিসিভ করব বলে। দেখার সুযোগও পেলাম না সে এসেছে কি না।'

'ট্রেনটা কি আটকে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে?'

'কেউ কিছু করছে না কেন?'

'শেরিফ ব্যাটা কোথায়, গুলির শব্দ কানে যায়নি?'

'আহারে! কার মেয়ে কে জানে! বুক থেকে জবাই করা পশুর মত রক্ত পড়ছে!'

'শুয়োরের বাচ্চা গানম্যান দুটোকে কেউ ধরছে না কেন?'

সব কথাই কানে যাচ্ছে জেসনের। শুনছে, দেখছে আর

সুযোগের অপেক্ষায় আছে সে। ভিড়ের মধ্যে উদ্যত অস্ত্র হাতে যে বয়স্ক লোকটা এগোচ্ছে, ওর ধারণা তার ছোঁড়া উদ্দেশ্যহীন গুলিই বিঁধেছে মেয়েটার বুকে। তার ছেলে খোঁড়া পায়ে এগোচ্ছে পেছন পেছন। সামনের লোকটা খুনীর দৃষ্টিতে খুঁজছে রয় ডিক্সনকে।

যদিও তার দেখা নেই, গুলির জবাব দেবার কথা ভাবছেও না বোধহয় সে। লেজ বাঁচাতে অস্থির, না কি ওটা দু'পায়ের ফাঁকে গুঁজে পালিয়েই গেল? জেসন বুঝতে পারছে না লোকটা এখনও ট্রেনের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে কি না। থাকলে সাড়া নেই কেন?

প্রশ্নের জবাব তক্ষুণি পেয়ে গেল ও। বাপটা ক্যারিজের পা-দানিতে পা রেখে হ্যান্ডেল ধরতে যেই হাত বাড়িয়েছে, সড়াৎ করে একটা জানালা দিয়ে তার ডেরিঙ্গার ধরা হাত বেরিয়ে এল। বাতাসে চাবুকের শব্দ তুলে হ্যান্ডেলে বাড়ি খেয়ে দিক পরিবর্তন করে ছুটে গেল প্রথম বুলেট। রাগে লাল মুখ ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক দেখল বয়স্ক লোকটা। গুলি না খেলেও চেহারা দেখে বোঝা যায় ঘাবড়ে গিয়েছে। সে যে জুয়াড়ীকে গুলি করার মত সুবিধাজনক অবস্থানে নেই, তা মাথায় ঢুকেছে।

কিন্তু ছেলে অনেকখানি সুবিধাজনক জায়গায় আছে। জুয়াড়ীর দিকে অস্ত্র তাক্ করে ফাঁকায় দাঁড়িয়ে আছে সে। কিন্তু তার হাতের টিপ একেবারে জঘন্য। কোথায় যে গুলি করল তা ওই জানে, অথচ জুয়াড়ী খুব বেশি হলে ওর কাছ থেকে হাত দশেক দূরে ছিল। সে গুলি ছোঁড়া মাত্র এক ছুটে ক্যারিজের অন্য মাথায় চলে গেল ডিক্সন। জেসন যেদিকে দাঁড়ানো, সেদিকে।

'ওই যে! বেজন্মাটা ওখানে, বাবা!' চিৎকার করে উঠল ছেলে। প্ল্যাটফর্মে আটকে থাকা লোকগুলো মাথা ঘুরিয়ে সেদিকে

তাকাল। ওদিকে নিজের নতুন অবস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ায় কিছুটা অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ল ডিক্সন। করণীয় ঠিক করতে মুহূর্তখানেক সময় বেশি লেগে গেল তার, এই সুযোগে ছেলেটা আবার গুলি চালিয়ে বসেছে। এবার ভাগ্য ডিক্সনের সাথে বিরূপ আচরণ করল, ওর ডান বাহুর ওপরের অংশে এসে বিঁধল বুলেটটা। ডেরিঙ্গার ছিট্‌কে পড়ল বাইরের কাঠের প্ল্যাটফর্মে। বাঁ হাতে আহত স্থান চেপে ধরে ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করছে জুয়াড়ী।

তার দুর্দশা উপভোগ করছে বাপ-বেটা মিলে। বাপ অস্ত্রধরা হাত দরজার হ্যান্ডেলের ওপর চাপিয়ে পা-দানিতে দাঁড়িয়ে আছে। আরেকজনের হাসি মুখ ছাড়িয়ে এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত পৌঁছেছে।

'আমি গেঁথেছি ওকে, বাবা! বেজন্মাটা আমার গুলি খেয়েছে!' আনন্দে, উত্তেজনায় চক্ চক্ করছে ছেলের চোখ দুটো।

'খুব ভাল কাজ করেছ, বাপ আমার। কিন্তু এখনও অনেক বাকি আছে।'

'সেটা কি, আরও কিছু নির্দোষ মেয়েকে গুলি করা?' সবাইকে অবাক করে দিয়ে শান্ত গলায় বলে উঠল ডিক্সন। ক্যারিজের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সে। শুনলে মনে হয় যেন কিছুই হয়নি তার, অথচ গায়ের শার্টের হাতার রঙ পাল্টে দিয়ে নেমে আসা রক্তের ধারা দেখলে বোঝা যায় প্রচণ্ড ব্যথা চেপে রেখেছে লোকটা অনেক কষ্টে।

'অ্যাই! আমাকে দোষ দেবার চেষ্টা করবে না!' ধমকে উঠল বাপ। 'ওটা তোমার কাজ কি না বুঝব কি করে? অমন কাজ তোমার মত জঘন্য চরিত্রের লোকের পক্ষেই স্বাভাবিক।'

'তোমার অভিযোগ অস্বীকার করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত,'

একই গলায় বলল জুয়াড়ী। 'কোন মেয়ের গায়ে গুলি ছোঁড়া আমার কাজ নয়। আর সে মেয়ে যদি ওরকম অপরূপ সুন্দরী হয়, তাহলে তো আরও অসম্ভব। তাছাড়া ওর দেহের বুলেট হোল পরীক্ষা করে দেখলেই বেরিয়ে যাবে কোন অস্ত্র থেকে ছোঁড়া বুলেট ওটা।'

অধৈর্য হয়ে উঠল ছেলে, বার কয়েক ডানে-বামে দু'চার পা সরে জুয়াড়ীকে গুলি করার সুযোগ খুঁজল। ব্যর্থ হয়ে শেষে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওকে বকবক করার সুযোগ দিয়ো না, বাবা। ধড়িবাজটা আমাদের সময় নষ্ট করতে চাইছে। এখনই শেষ করে ফেলো।'

ব্যাটার পা খোঁড়া হলেও মাথায় বুদ্ধি আছে, ভাবল জেসন। ঠিক ধরে ফেলেছে ডিক্সনের উদ্দেশ্য। পাকা জুয়াড়ী সে, হাজার কঠিন পরিস্থিতিতেও শান্ত, নির্বিকার ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করে। মনের ভাষা সহজে বাইরে প্রকাশ পেতে দেয় না। সম্পূর্ণ কোণঠাসা অবস্থায় দু'দুটো উদ্যত পিস্তলের সামনে দাঁড়িয়েও কেমন চমৎকার স্বাভাবিক থাকার মহড়া দিচ্ছে লোকটা, ভাষণও দিচ্ছে। জুয়ার বোর্ডে প্রতিপক্ষের হাতে ভাল তাস আছে বুঝেও যেমন হাল না ছেড়ে দিয়ে আশায় আশায় খেলা চালিয়ে যায় নির্বিকারভাবে, এ মুহূর্তেও ঠিক তেমনি একটা ভাব লোকটার মধ্যে। জীবন-মৃত্যু দুটোই যেন সমান তার কাছে। কোন তফাত নেই।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে ওর কি করার আছে জেসন ভেবে পাচ্ছে না। এটা ওর যুদ্ধ নয়, আর ডিক্সনও তেমন ঘনিষ্ঠ কেউ নয় ওর। তারপরও একবার তাকে সাহায্য করা হয়ে গেছে এর মধ্যে। বারেবারে অন্যের ঝামেলার মধ্যে নাক গলানো ঠিক নয়। প্রথমবার শুধু কোল্ট দেখিয়ে কাজ সারা গেছে, কিন্তু এবারকার

পরিস্থিতি অন্যরকম।

দু'দুটো অস্ত্র হাল্‌কা ভাবে নেয়া যাবে না। হয়তো দুটোকেই খুন করতে হবে ওকে, নইলে নিজের বিপদ ঘটে যাবার সমূহ সম্ভাবনা। নিজের শত্রুর সাথে বোঝাপড়া করতে চলেছে জেসন। তার আগে পথের মাঝখানে এমন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া উচিত হবে মনে হয় না।

তারপরও কিছু একটা করার তাগিদ আসছে ভেতর থেকে। রয় ডিক্সনের খেলা মন দিয়ে দেখেছে ও, জানে লোকটা ঠগবাজ নয়। খেলেই জেতে। কাজেই ফেয়ার খেলায় হেরে গিয়ে আক্রমণ চালিয়ে ওরা দু'জনই অন্যায় করেছে। ওদিকে গুলিবিদ্ধ তরুণী একটু দূরে প্ল্যাটফর্মের ওপর পড়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্, কেউ তার দিকে একটু নজর দিচ্ছে না। সাহায্য করতে এগিয়ে যাচ্ছে না। কোন সন্দেহ নেই উন্মাদ র‍্যাঞ্চারের গুলিই ঢুকেছে মেয়েটার শরীরে। জরুরী চিকিৎসা দরকার, দ্বিধা কাটিয়ে মনস্থির করতে চাইল জেসন।

তখনই আবার ছেলেটার গলা শুনতে পেল ও। বলছে সে, 'কই, বাবা! জলদি করো!'

'ব্যস্ত হয়ো না,' র‍্যাঞ্চার জবাব দিল।

দু'জনের দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠতে দেখল জেসন। জুয়াড়ীর দিকে তাকাল ও, খুঁজল আর কোন গোপন অস্ত্র এর মধ্যে তার হাতে উঠে এসেছে কি না। না, ওঠেনি। নিশ্চিত হলো আর কোন অস্ত্র নেই লোকটার কাছে। দ্রুত হিসাব কষে দেখল, এ মুহূর্তে র‍্যাঞ্চার অনেক সুবিধাজনক জায়গায় আছে। সে ক্যারিজের দরজায় উঠলে ডিক্সন একেবারে তার সামনে পড়ে যাবে। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো ছেলের অবস্থান ততটা সুবিধাজনক নয়। জেসন

ঠিক করল, যদি ধরতেই হয় তাহলে আগে ধেড়েটাকেই ধরতে হবে।

তর সইছে না ছেলেটার। 'বাবা! কি হলো, দেরি করছ কেন? ওর হাতে তো অস্ত্র নেই!'

'এই তো ধরছি ব্যাটাকে। জনমের মত এবার ওর চুরি করার সাধ মিটিয়ে দেব।' হ্যান্ডেল চেপে ধরে পা-দানি থেকে ডান পা ক্যারিজের দরজায় রাখল বাবা। গলা বাড়িয়ে তাকাল ভেতরে, জড়সড় অবস্থায় দাঁড়ানো জুয়াড়ীকে দেখে ক্রূর হাসি ফুটল মুখে। গুলি করার জন্য অস্ত্র তুলছে।

বিদ্যুৎ গতিতে হাত নড়ে উঠল জেসনের। হোলস্টার মুক্ত হয়ে কোল্ট হিপ্ বরাবর উঠতেই প্রথম গুলি বেরোল ওটা থেকে। আচমকা ঝাঁকি খেয়ে ঘুরে গেল র‍্যাঞ্চার। হাত থেকে পিস্তল ছুটে পড়ে গড়িয়ে গেল প্ল্যাটফর্মের ওপর। বাঁ হাত দিয়ে ডান হাত চেপে ধরেছে সে।

ব্যাপার বুঝতে পেরে ওকে লক্ষ্য করে পিস্তল তাক্ করার চেষ্টা করল ছেলে, কিন্তু কাজটা পুরো হবার আগেই কাঁধে গুলি খেল। প্ল্যাটফর্মের বোর্ডে জমা পড়ল আরও একটা অস্ত্র।

এই ফাঁকে ক্যারিজের জানালা দিয়ে লাফিয়ে বাইরে পড়ল ডিক্সন, প্ল্যাটফর্ম থেকে একটা অস্ত্র তুলে নিল চট্ করে। 'মনে হচ্ছে তোমার কাছে স্থায়ীভাবে ঋণী হয়ে পড়ছি আমি,' কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে জেসনের উদ্দেশে বলল সে।

'ও নিয়ে ভেবো না, ঋণ শোধ করার সুযোগ কোনদিন পেয়ে যেতেও পারো।'

'এ দুটোকে নিয়ে এখন কি করব?'

'তার আমি কি জানি? তোমার ব্যাপার তুমি সামলাও এখন।'

'ওরা যা করেছে, তাতে অনেক কিছুই ইচ্ছা হচ্ছে আমার...'

'তাহলে সিদ্ধান্ত নেবার ভারটা আমার ওপরই ছেড়ে দাও তোমরা।'

নতুন একটা গলা শুনে প্ল্যাটফর্মের কোনার দিকে তাকাল ওরা। কালো শার্ট, ওয়েস্ট কোট আর প্যান্ট পরা কমবয়সী এক লোক দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। লোকটার গোঁপ যত্ন করে ছাঁটা, টিকোলো নাক। চিকবোনের ওপর ছোট কমলা রঙের জন্মদাগ। তার হাতে একটা ২৮ ইঞ্চি ডবল ব্যারেল রেমিংটন টেন গেজ শটগান। বুকে আড়াআড়ি বেল্টে গোঁজা আরেকটা রেমিংটন ফ্রন্টিয়ার ·৪৪। এক ধরনের অস্ত্রের প্রতি যে তার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব নেই, সেটা বোঝাতেই যেন কোমরে ঝুলিয়ে রেখেছে আরও একটা কোল্ট পীসমেকার ·৪৫। বুকের ডানপাশে জ্বল জ্বল করছে পিতলের ব্যাজ: ইউ.এস. মার্শাল।

শটগানের ব্যারেল নাচিয়ে জেসনের উদ্দেশে বলল সে, 'তোমার অস্ত্রটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখো। সাবধান, খুব ধীরে।'

বিনা প্রতিবাদে আদেশ পালন করল ও। এবার রয় ডিক্সনের দিকে ঘুরে গেল তার শটগানের ব্যারেল। 'জিনিসটা তোমার নয়। যেখান থেকে নিয়েছ, সেখানেই সাবধানে নামিয়ে রাখো।'

আহত র‍্যাঞ্চার বিস্মিত হলো। 'ও যখন আমাকে গুলি করল, তখন তুমি দাঁড়িয়ে দেখছিলে? আইনের লোক হয়েও চোখের সামনে এমন একটা অপরাধ...' পা-দানি থেকে ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্মে নেমে দাঁড়াল লোকটা।

তির্যক হাসির কারণে মার্শালের গোঁপ একদিকে খানিকটা উঁচু হলো। 'নিজেদের ঝামেলা যারা নিজেরাই মিটিয়ে নিতে চায়, তাদের সাধারণত বাধা দেই না আমি। এতে আমার বুলেট খরচ

বেঁচে যায়। বিচার-আচার করার ঝামেলাও থাকে না।'

'কিন্তু ওই লোকটা শুধু শুধু গুলি চালিয়েছে আমাদের ওপর। ওর সাথে তো আমাদের কোন ঝগড়া নেই,' জেসনকে দেখিয়ে বলল র‍্যাঞ্চার।

শটগানের ব্যারেল অর্ধবৃত্তাকারে ঘোরাল মার্শাল। 'ট্রেনের ভেতর একজন নিরস্ত্রকে খুন করতে যাচ্ছিলে তোমরা, সেটাইবা কোন যুক্তিতে?'

'ওর ব্যাপার ভিন্ন। লোকটা আমাদের টাকা পয়সা ঠকিয়ে নিয়েছে।'

'তাই বলে মানুষের ভিড়ের মধ্যে গুলি চালাবার অধিকার পেয়ে যাবে তুমি? ওই মেয়েটি বোধহয় এর মধ্যে মারাই গেছে। আমাদের এখানে খুনীদের সাথে একটু ভিন্ন ধরনের আচরণ করা হয়, বোধহয় সেটা জানা নেই তোমাদের। জানলে এরকম তাড়াহুড়ো করতে না।

'সে যাক্, এসব ক্ষেত্রে শহরের বাইরে একটা ওক গাছের কাছে বিশেষ পিকনিকের আয়োজন করা হয় এখানে। শহরের গণ্যমান্য সবার উপস্থিতিতে মিউজিক, খেলাধুলা—তারপর খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি শেষে হয় মূল পর্ব। খুনীদের গলায় দড়ি বেঁধে ওকের ডালে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। বাতাসে ওদের দোল খাওয়ার দৃশ্য মন ভরে দেখে তৃপ্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যায় সবাই।'

'বাবা! বাবা! শুনছ, কি বলছে লোকটা? ওরা আমাদেরকে ফাঁসিতে ঝোলানোর কথা বলছে, বাবা!'

'আমার ধারণা এ ব্যাপারে তোমার বাবার মতামতের তেমন গুরুত্ব নেই,' মন্তব্য করল জেসন।

'চুপ করো!' ধমকে উঠল ছেলেটা। 'অনেক ক্ষতি করেছ তুমি

আমাদের, মিস্টার। নইলে কাজ সেরে এতক্ষণে বাড়ির পথ ধরতে পারতাম আমরা।'

কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে গিয়েও থেমে গেল জেসন। খেয়াল করল সবার অলক্ষে প্ল্যাটফর্ম থেকে পিস্তল উঠিয়ে নিয়েছে র‍্যাঞ্চার।

জেসনের চেহারার হঠাৎ পরিবর্তন নজর এড়াল না মার্শালের। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে চোখ গেল তার বুড়োটার হাতের দিকে। চট্ করে অবস্থান পরিবর্তন করল মার্শাল। ডান দিকে কয়েক পা সরে গিয়ে ছেলে আর বাপ দু'জনকেই একসাথে কভার করে দাঁড়াল। শটগান কিছুটা উঁচু করে কঠোর গলায় বলল, 'কিসের আশায় ওটা তুলেছ তুমি?'

'আমাদের বেরিয়ে যাবার পথ বের করার জন্য। তোমাদেরকে মজা দিতে ফাঁসিতে ঝোলার কোন ইচ্ছা নেই আমাদের।'

'মাথা খারাপ করে উল্টোপাল্টা কিছু ঘটিয়ে বোসো না,' বোঝানোর চেষ্টা করল মার্শাল। 'আমি বলেছি, আমরা খুনীদেরকে ফাঁসি দেই। কিন্তু এখানে তোমাদের অপরাধ এখনও প্রমাণ হয়নি। কেন শুধু শুধু ঝুঁকি নিচ্ছ? অস্ত্র রেখে দাও।'

র‍্যাঞ্চার রাজি নয় কথা শুনতে। গলার স্বর কঠিন করে বলল সে, 'যথেষ্ট লেকচার দিয়ে ফেলেছ তুমি, ছোকরা। এখন অস্ত্র ফেলে দিয়ে সরে দাঁড়াও আমার ছেলের কাছ থেকে! পথ ছাড়ো!'

মার্শালের চেহারায় ঘাবড়াবার লক্ষণ নেই। জেসন বুঝল বয়স কম হলেও ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামাল দেবার ব্যাপারে অভিজ্ঞ সে। মোটেই ভীত দেখাচ্ছে না তাকে।

'শেষবারের মত তোমাকে সাবধান করছি, ছোকরা,' তীক্ষ্ণ গলায় হাঁক ছাড়ল র‍্যাঞ্চার। 'যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, কথা না শুনলে

ওখানেই ফেলে দেব তোমাকে।'

লোকটার হাতের অস্ত্র বিপজ্জনক ভাবে নড়তে দেখে বুলেট বাঁচানোর চিন্তা বাদ দিল মার্শাল, দুটো ট্রিগারই প্রায় একসাথে টিপে দিল। র‍্যাঞ্চারের ছেলের গলা ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে চলে গেল একটা বুলেট, ভর রাখার কিছু নিচে না পেয়ে তার মাথা ঝুলে পড়ল পিঠের ওপর। তারপর উল্টে পড়ল সে প্ল্যাটফর্মে। ওদিকে দ্বিতীয় বুলেটের আঘাতে পেছনে উড়ে গিয়ে পা-দানিতে আছড়ে পড়ল র‍্যাঞ্চার, সেখান থেকে গড়িয়ে নিচে ট্র্যাকের ওপর।

ভুশ্‌শ্‌ করে আটকে থাকা বাতাস বের হয়ে এল ডিক্সনের বুক থেকে। প্ল্যাটফর্মে আটকে পড়া সবাই অনেকক্ষণ থেকে নড়াচড়া ভুলে দাঁড়িয়ে আছে। খালি শটগান বাঁ হাতে ধরে অন্য হাতে হোলস্টার থেকে পীসমেকার বের করে জেসন আর ডিক্সনকে কভার করল মার্শাল। 'ধরে নিচ্ছি তোমাদের ঘটে বুদ্ধি আছে। বোকামি করে কোন ঝামেলা বাধিয়ে বসবে না আশা করি, কি বলো?'

মাথা দোলাল জেসন।

'ঘুরে ওদিকে চলো,' গুলি খেয়ে পড়ে থাকা মেয়েটির দিকে নির্দেশ করল সে। 'ধীরে চলো, তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই।' ওদের পেছন পেছন এগোবার সময় সহকারীকে কিছু নির্দেশ দিল সে।

আহত তরুণীর ওপর ঝুঁকে পরীক্ষা করছে এক ডাক্তার। নীরবে তার পাশে এসে দাঁড়াল তিনজন। সাদা হয়ে গেছে মেয়েটির মুখ, ব্যথা সহ্য করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। রক্তে কাপড় মাখামাখি হয়ে প্ল্যাটফর্মের বোর্ড বেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। সুন্দর হাসিখুশি মুখটায় এখন মৃত্যু-যন্ত্রণা।

সাড়া পেয়ে মার্শালের দিকে মাথা উঁচু করে তাকাল ডাক্তার। তার চোখের প্রশ্নের উত্তরে চেহারা মলিন করে মাথা নাড়ল।

একটু পর মেয়েটিকে ঘোলা চোখ মেলতে দেখে তার ওপর ঝুঁকল ডাক্তার। কি যেন বলতে চায়। তাড়াতাড়ি তার ঠোঁটের খুব কাছে কান এগিয়ে নিল সে। একটু পর মুখ উঁচু করে বলল, 'মেয়েটি জানতে চাইছে ওর ফিয়াঁসে এসেছে কি না। ডেনভার থেকে ওর জন্য আংটি নিয়ে এই ট্রেনে ফেরার কথা ছিল তার।'

এদিক ওদিক তাকাল মার্শাল। দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা সবার ওপর দিয়ে, তারপর মাথা নাড়ল ডানে-বামে। জুয়াড়ী ভাবল এক মুহূর্ত, দ্রুত নিজের বাঁ হাতের মধ্যমা থেকে ডায়মন্ড রিঙ খুলে ডাক্তারের হাতে দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'এটা দাও ওকে।'

ডাক্তার ওটা নীরবে মেয়েটির হাতে তুলে দিল। জিনিসটা ক্রি হতে পারে অনুমান করে মুখে মলিন হাসি ফুটল তার। রিঙটা চোখের সামনে তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু হাত সাড়া দিল না। বারবার চেষ্টা করেও যখন পারল না, তখন মুঠো করে ধরে ওটার অস্তিত্ব অনুভব করার চেষ্টা করল সে।

আবার নড়ে উঠল ঠোঁট। 'ফিয়াঁসের ঠোঁটের স্পর্শ চাইছে ও,' জানাল ডাক্তার।

নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তিনজনেই। মুহূর্তখানেক পর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল জুয়াড়ী। ঝুঁকে মেয়েটির রক্তশূন্য ফ্যাকাসে ঠোঁটের ওপর ঠোঁট রাখল। প্রায় সাথে সাথে হাতের মুঠো শিথিল হয়ে গেল তরুণীর, প্ল্যাটফর্মের বোর্ডের ওপর গড়িয়ে পড়ল রিঙ। ওই আঙুলের মুঠো পাকানোর শক্তি হবে না আর কোনদিন।

বেদনাভরা চেহারা নিয়ে উঠে দাঁড়াল জুয়াড়ী। চোখ নিচে।

জেসনের মনও খারাপ হয়ে গেল। মাত্র কিছুক্ষণ আগেও রঙিন প্রজাপতির মত মনমাতানো উচ্ছলতায় সবার দৃষ্টি কেড়ে রেখেছিল মেয়েটি, এখন তার সব রঙ বিবর্ণ হয়ে গেছে। প্রেমিককে নিয়ে একটু আগেও যে সুখ স্বপ্নে বিভোর ছিল, ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেছে তা। হঠাৎ করে অজানা-অচেনা মেয়েটির জায়গায় লিজকে দেখতে পেল জেসন। ওটা যেন ওরই লিজ–পড়ে আছে নিথর হয়ে।

চঞ্চল হয়ে উঠল জেসন মাইলস। তাড়াতাড়ি শেরিফের সাথে আইনগত ঝামেলা চুকিয়ে তাকে রওনা হতে হবে সান ফ্রান্সিসকোর পথে। সিনেটর জন লুফটনকে খুন করে বদলা নিতে হবে লিজের নির্মম হত্যাকাণ্ডের।

আট

খোলামেলা, বিস্তৃত শহর সান ফ্রান্সিসকো। বড় বড় দালানকোঠার অভাব নেই শহরে, তবে নিউ ইয়র্কের মত ঘিঞ্জি নয়। রাস্তা-ঘাটে মানুষ, ঘোড়া আর ফিটনের ব্যস্ততার কমতি নেই। টাকা কামানোর ধান্দায় ছোটাছুটিতে ব্যস্ত মানুষের ভিড় লেগেই আছে।

স্টেশন ছেড়ে কাছাকাছি একটা হোটেলে এসে উঠল জেসন। এখানে পৌঁছে মন বেশ ভাল লাগছে। সিনেটরের খুব কাছে এখন

ও। যেন বাতাসে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে তার। শয়তানটার পাওনা মিটিয়ে দিতে দেরি নেই আর, ভেতরে ভেতরে তাই উত্তেজনাও বোধ হচ্ছে।

ওগডেন স্টেশনের ঘটনার পর থেকে অনেক নির্জীব হয়ে পড়েছে রয় ডিক্সন। দু'দিন লেগেছে এখানে এসে পৌঁছতে, এর মধ্যে পথে তেমন কথা বলেনি মানুষটা। এমনকি খেলার আসর বসাতে একবারও চেষ্টা করেনি। অচেনা মেয়েটির করুণ মৃত্যু গভীর শোকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। জেসনের সাথেই হোটেলে উঠেছে সে।

অনেকক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল লোকটা। একসময় আনমনে প্রশ্ন করল, 'সিনেটরকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে, সে ব্যাপারে কোন ধারণা আছে তোমার, জেসন?'

'নাহ্। তবে খুঁজে বের করে ফেলতে পারব।'

'যদি সে নিজেকে গোপন রাখতে না চায়, তবে।'

'মানে?'

'নিউ ইয়র্কের ঘটনার কথা তার কানে পৌঁছে থাকলে নিশ্চই সে সতর্ক হয়ে আছে। তুমি যাতে তার খোঁজ না পাও বা সহজে তার কাছে পৌঁছতে না পারো, তার ব্যবস্থা সে অবশ্যই করে রেখেছে বলে আমার বিশ্বাস।'

শ্রাগ করল জেসন। 'তবু তাকে খুঁজে বের করবই আমি।'

'ব্যাপারটাকে তোমার গুরুত্বের সাথে নেয়া উচিত, জেসন, গম্ভীর হয়ে উঠল ডিক্সন। 'তোমার কাছ থেকে শুনে সিনেটর সম্পর্কে আমার যে ধারণা হয়েছে, তাতে নিজের নিরাপত্তার দিক নিয়ে না ভাবার মত লোক সে নয়। হয়তো তার লোকজন শহরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও যদি টের পায় একজন গানম্যান তাকে

খোঁজ করছে, তার অবস্থান জানতে চাইছে, সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা কোন পর্যায়ে পৌঁছবে ভেবে দেখো।'

জেসন বুঝতে পারছে মোটেই বাড়িয়ে বলছে না জুয়াড়ী। কিন্তু তাই বলে পিছিয়ে যাওয়া বা বসে থেকে সময় নষ্ট করবে না ও। বাইরে যাবার জন্য তৈরি হলো।

আবার কথা বলল ডিক্সন। 'বরং তোমার ঋণ শোধের একটা সুযোগ আমাকে দাও, জেসন। আমি যাই।'

'তুমি কি করবে গিয়ে?'

'জুয়ার আসরে বসলে কোথায় কি ঘটছে সব খবর কানে পৌঁছে যায়। আমি সেলুনে যাচ্ছি। কান খাড়া রেখে খেলব, সূত্র পেলে সিনেটরের খোঁজ বের করে নেব। তারপর আসল কাজে নামতে তোমার কোন বাধা থাকবে না। এখনই বেরিয়ে কাজ নেই তোমার।'

লোকটার যুক্তি ফেলনা নয়, ভাবল জেসন। কিন্তু এক উপকূল থেকে আরেক উপকূল পর্যন্ত ছুটে এসে এখন এই হোটেল কামরায় বন্দী হয়ে থাকার কথা ভাবতেও অসহ্য লাগছে। কি করা যায় চিন্তা করছে ও।

'তোমার সিদ্ধান্ত অবশ্যই তুমি নেবে, জেসন,' বলল সে। 'তবে আমি এ কাজে তোমার কোন সাহায্যে লাগতে পারলে খুশি হব। আশাকরি খুব বেশি সময় লাগবে না। সেই পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকলে আখেরে তোমার লাভ হবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

কয়েক মুহূর্ত ভেবে প্রশ্ন করল জেসন, 'কত সময় লাগবে মনে করো?'

'খুব বেশি হলে দু'দিন। এর মধ্যেই আশাকরি একটা সূত্র পেয়ে যাব।'

বেশ কিছু সময় ভেবেও তার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার মত জোরাল যুক্তি খুঁজে পেল না জেসন। 'ঠিক আছে, দু'দিন। এর মধ্যে কাজ না হলে আমি নিজেই খুঁজতে বেরোব।'

রাজি হয়ে হাত মেলাল ওরা। কষ্ট হলেও দুটো দিন ধৈর্য ধরে থাকবে জেসন, তারপর কি করতে হবে সে তো জানাই আছে।

পরদিন রাতেই ফিরে এল ডিক্সন। চেহারা বিষণ্ন, মাথার চুল রুক্ষ, এলোমেলো। টকটকে লাল দু'চোখ গর্তে বসে গেছে।

'মনে হচ্ছে ধরা খেয়ে এসেছ!' তাকে দেখে একটু পর ধীরে ধীরে বলল জেসন।

চেহারা বিকৃত হয়ে গেল জুয়াড়ীর। 'জঘন্য!' তিক্ত গলায় অভিযোগ করল সে। 'জীবনে এত বাজে খেলা কখনও খেলিনি। অনেক টাকা হেরেছি। তবে,' ওর দিকে তাকাল। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'তোমার লোকের খবর কিন্তু পেয়ে গেছি।'

'লুফটন!'

'হ্যাঁ।'

বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। উত্তেজিত চেহারা। 'তাড়াতাড়ি বলো, কোথায় সে?'

'শান্ত হও, জেসন।'

'শান্তই আছি আমি, তুমি এখন তাড়াতাড়ি বলে ফেলো শয়তানটা কোথায় আছে।'

যা যা জানা গেছে লোকটা সম্পর্কে, ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল ডিক্সন। 'ভীষণ সতর্ক এখন সে। কোথাও বেরোয় না, দেখা করে না কারও সাথে। টেলিগ্রাফ হিলের একটা ভিলাতে থাকে। প্রচুর সশস্ত্র লোক আছে ভিলার পাহারায়। ছোটখাট আর্মিও নাকি

তার কাছে ভিড়তে পারবে না।'

'জায়গাটার বর্ণনা কিছু জানতে পেরেছ?'

'ভিলাটা পাথরের, তিনতলা। চারদিকে উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। আইভি লতায় প্রায় ঢাকা সে দেয়াল। প্রকাণ্ড মজবুত লোহার গেট সবসময় তালাবন্ধ থাকে। দোতলায় একটা রুমে নিজেকে আটকে রাখে সে, এমনকি না ডাকলে নিজের খাস্ লোকদেরও তার কাছে যাবার অনুমতি নেই। বাউন্ডারি ওয়াল আর ভবনের মাঝে অনেকটা খোলা জায়গা, পাহারাদার আর কুকুর গিজগিজ করে ওখানে।'

সন্তুষ্ট হলো জেসন। 'অনেক খবরই বের করে ফেলেছ দেখছি তুমি।'

'বোর্ডে একজনকে পেয়ে গেলাম, কিছুদিন আগে পর্যন্ত সিনেটরের ওখানে কাজ করত। এখন চাকরি নেই। ডিউটির সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল, জানতে পেরে পরদিনই চাকরি থেকে বের করে দিয়েছে সিনেটর।'

'লোকটার কথা বিশ্বাস করা যায়?'

'কিছু কম-বেশি থাকলেও বিশ্বাস না করার তেমন কোন কারণ দেখছি না। চাকরি যাওয়ায় লুফটনের ওপর খুব খেপে আছে, প্রায় সারাক্ষণই বাপান্ত করছিল তার। লোকটাকে খেলায় আটকে রাখার জন্যই আমাকে এরকম হারতে হলো। সে যাই হোক্, আমার ধারণা ওর কথা বিশ্বাস করা যায়।'

'ভাল।' রুমের মধ্যে কিছুক্ষণ চুপচাপ পায়চারি করে গানবেল্টের দিকে হাত বাড়াল জেসন। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

ছোট ছোট চোখ করে ওকে দেখছিল ডিক্সন। গানবেল্ট পরতে দেখে বিস্মিত হয়ে বলল, 'সে কি! এখনই যাচ্ছ নাকি তুমি?'

'দেরি করার কোন কারণ দেখছি না। ভাগ্য সহায় হলে আজ রাতে আরও দু'একটা গার্ড ঘুমিয়ে পড়তে পারে।'

শ্রাগ করে উঠে দাঁড়াল জুয়াড়ী।

'তুমি উঠলে যে! বেরোবে নাকি আবার?' জেসন প্রশ্ন করল।

অবাক চোখে তাকাল ডিক্সন। 'তোমার সাথে যাব। ওখানে তুমি একা যাবে এরকম কিন্তু ভাবিনি আমি।'

'তোমার কাজ তুমি করেছ, ডিক্সন,' গম্ভীর গলায় বলল ও। 'এবারের পালা আমার। এ আমার একার খেলা।'

'অতগুলো লোকের বিরুদ্ধে একা লড়বার ঝুঁকি তুমি নিতে পারো না!'

ঠোঁটের কোনায় হাসি ফুটল জেসনের। 'আমার হারাবার আর কিছু নেই, ডিক্সন। কিন্তু তুমি সাথে থাকলে তোমার নিরাপত্তার কথা মাথায় রাখতে হবে আমাকে। তাতে শত্রু সুযোগ পেয়ে যেতে পারে। তুমি আমার জন্য যা করেছ, তাতেই আমার কাছে তোমার সব ঋণ শোধ হয়ে গেছে। এখানে থাকো তুমি, ঘুমোও। তোমার বিশ্রাম দরকার। আমি যাচ্ছি, আশাকরি কাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে পারব।'

প্রতিবাদ করতে গেল ডিক্সন, কিন্তু জেসনের চেহারা দেখে কাজ হবে না বুঝতে পেরে শেষ পর্যন্ত চুপ থাকার সিদ্ধান্ত নিল। বিছানার পাশে চেয়ারে বসে দেখতে থাকল ওর প্রস্তুতি।

আলো তেমন না থাকলেও খুব গাঢ়ও নয় আজ অন্ধকার, জানুয়ারির আর দশটা রাতের মতই। চাঁদ মেঘে ঢেকে আছে এ মুহূর্তে। স্বাভাবিক পরিবেশ। শুধু স্বাভাবিক নয় টেলিগ্রাফ হিলের চূড়ার ভিলা আর তার চারপাশটা পর্যবেক্ষণ করে ঘুরে বেড়াতে

থাকা লোকটার উপস্থিতি।

ভিলাটা একেবারে চূড়ায়। ছোট ছোট পাথরখণ্ড দিয়ে উঁচু করে তৈরি মজবুত বাউন্ডারি ওয়াল আইভি লতায় ঢাকা। সামনে লোহার মজবুত বিশাল গেট। একটাই প্রবেশ পথ। একজোড়া গার্ড বাউন্ডারির বাইরে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে নির্দিষ্ট বিরতিতে। তারই ফাঁকে দেয়ালের খাঁজে পা রেখে উঁচু হয়ে বাউন্ডারির ভেতরটা দেখে নিয়েছে জেসন।

দেয়াল আর বিশাল ভবনের মাঝখানে প্রশস্ত লন। ফুল, পাতাবাহার, আর রকমারী লাতাপাতার ছোট ছোট ঝোপও আছে। অন্তত দু'জন পাহারাদার আছে ওখানেও, ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে। একজোড়া ভয়ালদর্শন জার্মান শেফার্ড কুকুর আগে আগে চলছে। ওদের গলায় বাঁধা র হাইড ধরে থাকায় টানের চোটে দাঁড়াতে পারছে না গার্ড দুটো। কুকুরের ইচ্ছামত বিরামহীন ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হচ্ছে। দেখা না গেলেও ভেতরে আরও গার্ডের উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে।

বাইরের দুই গার্ড একসাথে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রতিবার রাউন্ড শেষ করে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পনেরো মিনিটের মত বিশ্রাম নেয় আর ঠাণ্ডার বাপাস্ত করে। মাঝে মাঝে আকাশ দেখে রাত কত বাকি আছে বোঝার চেষ্টা করে। জেসন লক্ষ করেছে, ভিলার পশ্চিম আর দক্ষিণ অংশ টহল দেবার সময় ওভার কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দ্রুত চলে তারা। ওদিকটায় কোন আড়াল না থাকায় হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাস তীব্র বেগে এসে অনবরত ঝাপ্টা মারে। তখন সম্ভবত চোখও মেলে রাখতে পারে না ওরা।

অগাধ সম্পদ আর প্রতিপত্তির মালিক হয়েও জন লুফটনের পৃথিবী আজ কত ছোট, কত নিঃসঙ্গ সে, ভাবল জেসন দেয়ালের

আড়ালে দাঁড়িয়ে। চলাফেরা, এমনকি টাকা খরচ করার স্বাভাবিক স্বাধীনতাও লোকটা হারিয়ে ফেলেছে। বৈধ-অবৈধ পন্থায় টাকা আয় করতে গিয়ে অনেকের শত্রুতাও অর্জন করেছে পিশাচটা। নিজেকে বাঁচাতে তাই এমন দুর্ভেদ্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বিশাল বিত্তের সামান্য যা কিছু সে খরচ করে, তা নিজের নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করার তাগিদেই। অর্জিত সম্পদ উপভোগ করার আনন্দ হারিয়েছে সে অনেক আগেই। আজ হারাবে প্রাণটাও। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল জেসনের।

রাত শেষ হতে খুব বেশি দেরি নেই আর। গার্ডদের মধ্যে একঘেয়েমীর কারণে শিথিলতা এসেছে, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে জেসন। আসল কাজে নেমে পড়ার এটাই উপযুক্ত সময় মনে হলো ওর। উত্তরদিক থেকে বাউন্ডারি দেয়াল যেখানে এসে পশ্চিমে বাঁক নিয়েছে, সেখানে এসে দাঁড়াল জেসন। প্রস্তুত। কান পেতে ডানদিকের দু'জোড়া বুটের শব্দ শুনছে। শব্দ লুকানোর কোন চেষ্টা নেই গার্ডদের মধ্যে। ক্রমে বাড়ছে শব্দ, কাছে এসে পড়েছে।

একটু পর ওদের দেখতে পেল জেসন। মোড় ঘুরতেই তীব্র ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপ্টা এসে কোট খুলে ফেলতে চাইছে যেন ওদের। তাড়াতাড়ি এক হাতে দুই ফ্ল্যাপ শক্ত করে ধরে আরও জড়সড় হয়ে এগোল লোক দুটো। খেয়াল নেই কোনদিকে।

খোলা বেয়নেট হাতে আচমকা ওদের সামনে এসে দাঁড়াল জেসন। মেঘ সরে গিয়ে চাঁদের আলোয় যথেষ্ট উজ্জ্বল করে তুলল চারদিক। সে আলোয় সামনের লোকটার বুক সই করে ছুটে গেল ওর ডানহাত। বাঁহাত একই সঙ্গে ছুটল দ্বিতীয়জনের মুখের দিকে, সে হাতে ধরা আছে কক্ করা কোল্ট।

আঁতকে উঠেই সামনে ঝুঁকে এল প্রথম গার্ড, বুকে ঠেকে

যাওয়া বেয়নেটের ব্লেড ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু তার আগেই সেটাকে আরও জোরে ভেতরদিকে ঠেলে দিল জেসন। টের পেল লোকটার বুকের ভেতর কোনকিছু বিস্ফোরিত হলো। হাত ঝুলে পড়ল তার, হাঁ হয়ে যাওয়া মুখ থেকে রক্ত বেরিয়ে এল গল্ গল্ করে।

সময় যেন থমকে দাঁড়িয়েছে মনে হলো দ্বিতীয় গার্ডের। নাকের ডগায় পিস্তলের হিমশীতল ব্যারেলের স্পর্শ লেগে আছে। ওটা দেখার সাথে সাথে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল লোকটা, সঙ্গীর গাঁ গাঁ আওয়াজ শুনে তাকাল। পিস্তলের ব্যারেল তখনও আগের জায়গাতে আছে দেখেই আবার বুজে ফেলতে চাইল। কিন্তু ফল হলো উল্টো। পাতা নিচে না নেমে ওপরে উঠে গেল, আলুর আকার পেল দু'চোখ।

পড়ে যাচ্ছে প্রথম গার্ড। হ্যাঁচকা টানে তার বুক থেকে বেয়নেট বের করেই দ্বিতীয় গার্ডের গলায় ঠেকাল জেসন। হ্যামার রিলিজ করে ধীরে ধীরে হোলস্টারে ভরে রাখল কোল্ট। প্রথম গার্ড ততক্ষণে স্থির হয়ে গেছে। সেদিকে খেয়াল নেই দ্বিতীয় গার্ডের, নির্বোধের মত জেসন আর বেয়নেটের রক্তাক্ত ফলা দেখছে কেবল।

পড়ে যাওয়া নিথর দেহটা ইশারায় দেখাল জেসন। গলার স্বর খাদে নামিয়ে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বলল, 'ওটা তুমিও হতে পারতে। বুদ্ধি খাটাও। চিৎকার বা বেতাল কিছু করতে যেয়ো না, বুঝতে পেরেছ?'

আতঙ্কে চোখ অস্বাভাবিক বড় হয়ে আছে লোকটার, শরীর যেন ঠাণ্ডা লোহার ল্যাম্প পোস্ট। কোনরকমে মাথা সামান্য কাত করতে পারল সে।

'বেশ,' বলল ও। 'কোটটা খুলে নাও ওর গা থেকে।'

কাঁপতে কাঁপতে আদেশ পালন করল লোকটা। ওটা নিয়ে নিজে গায়ে দিল জেসন। বুকের কাছে বেশ খানিকটা জায়গা রক্তে ভিজে জ্যাবজেবে হয়ে আছে। অস্বস্তি লাগলেও বিকল্প নেই দেখে ব্যাপারটা ভুলে থাকার চেষ্টা করল।

'এবার ঘুরে গেটের দিকে হাঁটো। খুব সাবধানে!'

পা প্রায় টিপে এগোল গার্ড। স্বাভাবিক ভাবে তার পাশাপাশি এগোল জেসন। সামনের মজবুত, ভারী ডবল আয়রন গেটের সামনে এসে দাঁড়াল।

'চাবি?' হাত বাড়াল জেসন।

'নেই।'

'নেই মানে?' চাপাকণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ল ও।

'আমাদের কাছে চাবি থাকে না। ভেতর থেকে গেট তালা দেয়া থাকে। কোন দরকারে ডিউটির সময় ভেতরে ঢুকতে হলে গেটে শব্দ করে ওদের ডাকতে হয়।'

'কোন ব্যাপারে সাবধান করতে হলে?'

'গলা ফাটিয়ে চ্যাঁচাই। দরকার মনে হলে বাইরে আসে ভেতরের গার্ড, নয়তো ওপাশ থেকেই ফিরে যায়।'

সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার অবস্থা হলো জেসনের। আশা ছিল একে দিয়ে গেট খুলিয়ে ভিলায় ঢুকবে, এখন দেখা যাচ্ছে তা সম্ভব নয়। যা করার ঝুঁকি নিয়েই এখন করতে হবে। কিছুটা হতাশ হলেও দমল না ও, খানিক ভেবে নিয়ে করণীয় ঠিক করে ফেলল।

'শোনো,' গার্ডের দিকে ফিরল জেসন। 'আমি বলার সাথে সাথে জোরে চ্যাঁচাতে শুরু করবে। ওদের বলবে, তোমার সঙ্গীকে

কেউ ছোরা মেরেছে। তোমার আসল কাজ হবে ভেতরের গার্ডকে দিয়ে গেট খোলানো, বুঝতে পেরেছ? আর হ্যাঁ, তোমার কথায় বা ইশারা-ইঙ্গিতে যদি ওরা অন্য কিছু সন্দেহ করে বসে, তাহলে তুমি মারা পড়বে। কথাটা ভাল করে মগজে গেঁথে নাও।' ঠেলে তাকে গেটের সামনে এগিয়ে দিল। 'যাও!'

বোকার মত ওর দিকে তাকিয়ে থাকল লোকটা পেছন ফিরে। খেঁকিয়ে উঠল ও, 'কি হলো, কথা বোঝোনি? নাকি অন্য কিছু ঢুকেছে মাথায়?' হাতে ধরা বেয়নেট নাচাল।

ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি গেটের দিকে ফিরল গার্ড। 'না, না, আমি বুঝেছি, মিস্টার।'

'খুব ভাল। তাতে তোমারই লাভ।'

দু'পা সরে দেয়ালের সাথে ঘেঁষে দাঁড়াল জেসন। 'শুরু করে দাও। যে ভাবে বলেছি, ঠিক সেই ভাবে।'

কয়েকমুহূর্ত দ্বিধায় ভুগল গার্ড, তারপর গেটের বার শক্ত করে ধরে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই! কে আছ! এদিকে এসো! সাহায্য করো! জিমিকে কেউ ছোরা মেরেছে! জলদি এসো! ওর সাহায্য দরকার! শুনছ আমার কথা? গেটে এসো তোমরা!'

ভেতরের সাড়া পাওয়ার আশায় কান পেতে রইল জেসন, কিন্তু বেশ কিছু সময় পেরিয়ে গেলেও তেমন কিছু শোনা গেল না। তারপর শোনা গেল। অনেক পর ভেতরের দুই গার্ড কথা বলে উঠল। দূরে দাঁড়িয়ে কি করবে, তাই নিয়ে বিতর্ক করছে ওরা।

সিনেটরের ওপর রাগ আরও চড়ে গেল জেসনের, কেমন সব অপদার্থ লোক রেখেছে ব্যাটা, সঙ্গীর বিপদের কথা শোনার পরও কোন তৎপরতা নেই! ফিস্ ফিস্ করে গার্ডকে নির্দেশ দিল; 'তাড়াতাড়ি আসতে বলো।'

'অ্যাই! তোমরা করছ কি? তাড়াতাড়ি এসো! জিমির আঘাত মারাত্মক! মারা যাচ্ছে ও!' চিৎকার করে তাড়া লাগাল লোকটা।

ভেতরের উত্তেজিত কথাবার্তার আওয়াজ বাড়ল শুধু, এগিয়ে এল না কেউ। একটু পর গ্রাভেলের ওপর ভারী বুটের শব্দ শোনা গেল।

কেউ আসছে! দেয়ালে সেঁটে থেকে লোকটার আসার অপেক্ষায় থাকল ও, চোখ সামনের গার্ডের ওপর।

'কি হয়েছে, চ্যাঁচাচ্ছ কেন, পেদ্রো?'

'অন্ধকারের জন্য দেখতে পাইনি আমি। পশ্চিম দেয়ালে কেউ লুকিয়ে ছিল, হঠাৎ আক্রমণ করে বসেছে ছোরা নিয়ে। জিমি আমার সামনে ছিল, ও, ও...'

'কি হয়েছে জিমির?'

'পশ্চিম দেয়ালের পাশে পড়ে আছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে।'

'ওকে নিয়ে আসোনি কেন তুমি? জলদি যাও, নিয়ে এসো! তারপর আমরা ভেতরে নিয়ে যাব।'

'আমার ভয় করছে, ফ্র্যাঙ্কি। একা যাব না আমি, তুমিও এসো আমার সাথে।'

'কি পাগলের মত কথা বলছ তুমি, পেদ্রো! কিসের ভয়? যাও, তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো ওকে। আমি দাঁড়াচ্ছি এখানে।'

'না, ফ্র্যাঙ্কি, আমার সত্যি ভয় করছে। আরেকটু হলে ওর জায়গায় আমিই পড়ে থাকতাম ওখানে। তুমি চলো আমার সাথে।'

কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থাকল ফ্র্যাঙ্কি। বাইরে থেকে শুধু তার জায়গায় নড়াচড়ার শব্দ পেল জেসন। বোধহয় কি করবে ভাবছে। একটু পর গলা চড়িয়ে বলল সে, 'আচ্ছা, আমি আসছি। দাঁড়াও

তুমি।'

তালায় চাবি ভরার শব্দ শুনল জেসন, নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকল। পেদ্রোর ওপর দৃষ্টি স্থির। ভেতর দিকে সামান্য খুলে গেল গেট। ফ্র্যাঙ্কি নামের গার্ড অর্ধেক শরীর বের করে বাইরে উঁকি দিল। 'ঘটনাটা কোনখানে ঘটেছে বললে তুমি?'

জবাব দিল না পেদ্রো।

'কি হলো, কথা বলছ না কেন?'

কথা বলার সাহস বা শক্তি কোনটাই নেই তার, কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা জেসনের দিকে আড়চোখে দেখছে। ওর চোখের সতর্ক সঙ্কেত পড়তে সময় লাগল ফ্র্যাঙ্কির। রেগে উঠল। 'কি হলো···?'

এক পা গেটের বাইরে বের করল সে, তখনই পেদ্রোর চোখের ভাষা খেয়াল করল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল গলা টান করে। ততক্ষণে বেয়নেট ছুঁড়ে দিয়েছে জেসন। পেদ্রোর পেট ফুটো করে গভীরে গেঁথে গেল ওটা। টলমল করে কয়েক পা পিছিয়ে গেল লোকটা। দ্রুত কোল্ট বের করে নিয়েছে জেসন, হতভম্ব ফ্র্যাঙ্কির দিকে তাক্ করে ধরল আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসে।

'নড়বে না!' চাপা হুঙ্কার ছাড়ল ও।

অন্ধকারে দাঁড়ানো লোকটাকে ভাল করে দেখার চেষ্টা করল ফ্র্যাঙ্কি। যথেষ্ট হয়েছে, ভাবল সে, তারপর নিমেষে ঘুরেই ভেতর দিকে ঝেড়ে দৌড় লাগাল। লোকটার কাঠামো ঝাপ্সা হয়ে আসছে শেষ রাতের কুয়াশায়। গ্রাভেল বিছানো পথের ওপর দিয়ে ভিলার দিকে ছুটছে সে। ফাঁক হয়ে থাকা গেটে দাঁড়িয়ে নিশানা ঠিক করল জেসন। কেউ যদি ইচ্ছা করে মরতে চায়, ওর কি

করার আছে? ট্রিগার টিপে দিল। ধপ্ করে ভারী কিছু আছড়ে পড়ার শব্দ হলো। আর কোন সাড়াশব্দ নেই।

জেসন নড়ল। দৃশ্যপটে আর কেউ উপস্থিত হবার আগেই দ্রুত ডানদিকের সারি সারি ঝোপের দিকে ছুটল।

সেই মুহূর্তে কয়েকটা উত্তেজিত কণ্ঠ কথা বলে উঠল:

'কি হলো, গুলি করল কে?'

'ফ্র্যাঙ্কি! ফ্র্যাঙ্কি!'

'জিজাস ক্রাইস্ট!'

নিচের তলার কয়েকটা জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। জেসন অপেক্ষা করছে ওদিকে তাকিয়ে, যদি সামনের দরজাটা কেউ একজন খুলত!

'চুপ থাকো সবাই! বাত্তি নিবিয়ে দাও সব!' কেউ একজন নির্দেশ দিল। প্রায় সাথেসাথে সবগুলো জানালা অন্ধকার হয়ে গেল।

একটুপর আবছামত কয়েকজন মানুষের কাঠামো দেখতে পেল ও, ফ্র্যাঙ্কির দেহ টেনে নিয়ে যাচ্ছে তারা।

কে একজন খেঁকিয়ে উঠল, 'কোন হারামজাদা ওর পিঠে গুলি করেছে! ধরতে পারলে...'

'ভেবো না, ওকে ধরবই আমরা। কুকুরগুলো এদিকে নিয়ে এসো।'

হাতের অস্ত্র পরীক্ষা করল জেসন। উত্তেজনায় টান্ টান্ হয়ে আছে। জানে একটুপর যা ঘটতে যাচ্ছে, তা ভাল লাগবে না ওর। কারণ ও জন্তু-জানোয়ার ভালবাসে, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের চাইতেও বেশি আপন মনে করে ওদের।

ছেড়ে দেয়া কুকুরগুলো উত্তেজিতভাবে ছোটাছুটি করে

বেড়াচ্ছে, জেসনের গন্ধ পায়নি এখন পর্যন্ত। কিন্তু কতক্ষণ! আড়াল থেকে একটার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল ও, গেট থেকে গ্রাভেলের ওপর দিয়ে শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে আসছে। রাস্তা ছেড়ে লনে নেমে পড়ল কুকুরটা। উত্তেজনা বেড়ে গেছে, চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ও যে ঝোপের আড়ালে বসে আছে, তার অনেক কাছে চলে এসেছে এর মধ্যে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে মাথা তুলে তাকাল। বুঝতে দেরি হলো না ওর অবস্থান আবিষ্কার করে ফেলেছে ব্যাটা।

প্রস্তুত হয়ে রইল জেসন। ধারেকাছে কোন মানুষের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, কুকুর লেলিয়ে দিয়ে নিশ্চই তৈরি হয়ে আছে সবাই। পিলে চমকানো হাঁক ছেড়ে আবার ছুটতে শুরু করল কুকুরটা। খুব কাছে এসে পড়েছে, জ্বলন্ত চোখ দেখা যাচ্ছে ওটার। ঠোঁট সরে গিয়ে তীক্ষ্ণ দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, লালা পড়ছে মুখ থেকে। এসে পড়েছে। কয়েকহাত দূর থেকে ঝোপ লক্ষ্য করে লাফ দিল। তক্ষুণি ট্রিগার টিপে দিল জেসন।

শূন্যে অদৃশ্য কোন দেয়ালে বাড়ি খেয়ে গতি কমে গেল কুকুরটার, মাথা গুঁড়িয়ে গেছে বুলেটের আঘাতে। ঝোপের ওপর ধপ্ করে পড়ে কয়েকমুহূর্ত পা ছোঁড়াছুঁড়ি করল ওটা। তারপর একবার টানটান হয়ে উঠেই নিথর হয়ে গেল।

হাঁপ ছেড়ে বাতাসে ক্লান পাতল জেসন। কমপক্ষে আরও একটা কুকুর ছাড়া আছে ও জানে, কিন্তু কোথায় সেটা? ওর অবস্থান শত্রুরা জেনে গেছে, আর থাকা যায় না এখানে। অথচ শত্রুর অবস্থান জানা নেই ওর। তবু ঝোপের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল, ভিলার দিকে নিঃশব্দে দৌড়াতে শুরু করল নিচু হয়ে। আবছা আলোয় যতটা সম্ভব চারদিকে দেখার চেষ্টা করল।

আচমকা মিশমিশে কালো দেহটার ওপর দৃষ্টি আটকে গেল।

তীরগতিতে ছুটে আসছে দ্বিতীয় কুকুর। এর মধ্যেই প্রায় ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ার দূরত্বে পৌঁছে গেছে। গুলি করার সুযোগ পেল না ও, তার আগেই লাফ দিয়েছে কুকুরটা। হাঁ করা মুখ থেকে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে। কুতকুতে লাল চোখে খুনীর দৃষ্টি। শেষ মুহূর্তে বাঁ হাত তুলে নিজের মুখ আড়াল করার চেষ্টা করল জেসন, পর মুহূর্তে তীব্র ব্যথায় চিৎকার করে উঠল। হাতে তীক্ষ্ণ ধারাল দাঁত বিঁধিয়ে দিয়েছে ওটা। ওভারকোট, কোট, পুলওভার, সব ফুটো করে চামড়া-মাংস ভেদ করে হাড় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে দাঁত।

বিশালদেহী শেফার্ডের ধাক্কায় চিৎ হয়ে পড়ে গেল জেসন। কুকুরটা পড়ল বুকের ওপর। মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি করছে দুটো দেহ। ওই অবস্থায়ই আক্রান্ত হাত কুকুরটার মুখের আরও ভেতর দিকে ঠেলে দিল ও, যাতে ওটা মুখ খুলে রাখতে বাধ্য হয়। অভাবিত পাল্টা হামলায় মুহূর্তের জন্য ভড়কে গেল ওটা, রেগে গিয়ে দ্বিগুণ আক্রোশে দাঁতের চাপ বাড়িয়ে দিল। ঝট্‌কা মেরে মুখ থেকে হাতটা বের করে দেবার চেষ্টা করছে। ওর আসল লক্ষ্য জেসনের গলা।

কুকুরের গর্জন আর হুটোপুটির শব্দ লক্ষ্য করে গার্ডরা ছুটে আসতে শুরু করেছে। তাদের ভারী বুটের শব্দ শুনতে পাচ্ছে জেসন। দ্রুত কিছু করার তাগিদ অনুভব করল। ডানহাতে কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরে অস্ত্র ওটার পেটে ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপে দিল। ঝাঁকি খেল ওটা। উঁচু হয়ে পিস্তল উল্টে ধরে বাঁট দিয়ে গায়ের জোরে মারল সে ওটার মাথার ওপর। ঠকাশ! করে খুলি ফাটার আওয়াজ উঠল। একই মুহূর্তে বাঁ হাত মুক্ত হয়ে গেল ওর।

বুটের শব্দ অনেক কাছে এসে পড়েছে। পেছনে তাকিয়ে দেখল

জেসন তিনটে কাঠামো দৌড়ে আসছে। ক্রুদ্ধ স্বরে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। মাটিতে হাঁটু রেখে নিচু হলো ও, কাঠামোগুলো লক্ষ্য করে গুলি করল পরপর তিনবার।

প্রথম লোকটার পা শূন্যে উঠে গেল, হাত দু'দিকে ছড়িয়ে আছড়ে পড়ল সে। মরণ চিৎকার দিয়ে বুঝিয়ে দিল জায়গামতই বিঁধেছে গুলি। দ্বিতীয় বুলেটটা গিয়ে ঢুকল তার পাশের লোকটার কাঁধে। দৌড়ানো ভুলে জায়গাটা চেপে ধরে মাটিতে পড়ে গড়াচ্ছে লোকটা, চ্যাঁচাচ্ছে ষাঁড়ের মত। তৃতীয় গুলি মিস্ হয়েছে। দ্বিতীয়বার ওকে গুলি করার সুযোগ না দিয়ে পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল তৃতীয় ব্যক্তি।

এবার ভিলার দরজা লক্ষ্য করে দৌড় শুরু করল জেসন। নিচু হয়ে যতটা সম্ভব দ্রুত আর নিঃশব্দে এগোচ্ছে। দরজার সামনে পৌঁছতেই আলো এসে ধাঁধিয়ে দিল ওর চোখ। প্রকাণ্ড দরজাটা কেউ মেলে ধরায় ভেতরের আলো বেরিয়ে এসেছে। একজনকে দেখল ও দরজায়, হাতে রাইফেল। রাইফেল তুলতে স্বাভাবিকের চেয়ে কিছু বেশি সময় নিল লোকটা, সেই ফাঁকে তার বুক সই করে গুলি করেই ভেতরে ঢুকে পড়ল জেসন।

প্রকাণ্ড হলরুম। একছুটে কোনার এক পিলারের আড়ালে দাঁড়াল ও। চারদিকে তাকিয়ে আর কাউকে দেখতে পেল না। মাথার ওপর ঝুলন্ত ঝাড়বাতির আলোয় সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। একদিকের দেয়ালে কয়েকটা বন্ধ দরজা রয়েছে। শেষ দরজাটার বাঁয়ে ওপরে যাবার সিঁড়ি।

পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল জেসন। পিলারের আড়ালে কয়েকজনকে এগিয়ে আসতে দেখল। সাথে সাথে গুলি করল ও। একটা দেহ পড়ে গেল ফ্লোরে। তার সঙ্গীরা থামল না। উজ্জ্বল

আলোয় লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয় দেখে সিলিঙের দিকে লক্ষ্যস্থির করে ট্রিগার টিপে দিল ও। ঝন্ ঝন্ শব্দ তুলে ভেঙে পড়ল বিরাট ঝাড়বাতি। পরপরই ডানদিকে সরে লোকগুলোর অবস্থান আন্দাজ করে আবার গুলি করল, পরপর দু'বার। জবাব এল না। একটু পর বন্ধ দরজাগুলোর কোন একটা খুলে আবার বন্ধ হবার শব্দ শুনতে পেল ও।

খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, সাড়াশব্দ পেল না কারও। অস্ত্রটা রিলোড করে নিল এই ফাঁকে। তারপর সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। দোতলার ল্যান্ডিঙে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে সামনের দিকে তাকাল। চওড়া প্যাসেজের শেষ মাথার জানালা দিয়ে ভোরের ফিকে আলো দেখা যাচ্ছে। প্যাসেজ ধরে নিঃশব্দে এগোল ও। দু'দিকেই দরজা আছে, সাবধানে পরীক্ষা করতে করতে এগোচ্ছে। হঠাৎ ডানদিকের মাঝামাঝি একটা রুমের ভেতর মনে হলো শব্দ উঠল একটা।

থমকে দাঁড়াল জেসন। মনে পড়ে গেল রয় ডিক্সনের সতর্কবাণী।

এই বাড়িরই এক চাকরি হারানো কর্মচারীর কাছে শুনেছে সে, সিনেটর। জন লুফটন দোতলারই কোন এক রুমে থাকে। পিস্তলের ওপর অজান্তেই ওর হাতের চাপ বেড়ে গেল। উত্তেজনার শিহরণ বেয়ে নামল মেরুদণ্ড বেয়ে। বড় শয়তানটা কাছেপিঠে কোথাও আছে ভেবে শক্ত হয়ে উঠল চোয়াল।

দুই পাল্লার ভারী দরজার নব ঘুরিয়ে সামান্য একটু ফাঁক করে ভেতরে তাকাল ও। ল্যাম্পের অল্প আলোয় আবছা দেখাচ্ছে ভেতরটা। ফায়ার প্লেসের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে। রুমের মাঝখানে দরজার দিকে পিঠ দেয়া বড় একটা চেয়ার দেখা যাচ্ছে।

ওটার পেছন দিকটা স্বাভাবিক চেয়ারের চাইতে বেশ উঁচু। চেয়ারের ওপাশ থেকে সিগারের চিকন ধোঁয়ার পাকানো রেখা উঠতে দেখে বোঝা গেল ওটায় কেউ বসে আছে। রূমে আর কেউ আছে বলে মনে হলো না।

আরেকটা কথা খেয়াল হলো ওর, ডিক্সন বলেছে সবার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে একা থাকে লুফটন। না ডাকলে কারও আসার অধিকার নেই তার কাছে। এই কি সেই হারামজাদা? কিন্তু লোকটা এমন নির্বিকারভাবে সিগার টানছে কি করে? গোলাগুলির শব্দ বা হামলার খবর কানে পৌঁছায়নি নাকি? নাকি ও কানে শোনে না?

ভাবতে ভাবতে ঢুকে পড়ল জেসন। কোন বাধা এল না দেখে দৃঢ়পায়ে সামনের দিকে এগোল পিস্তল তাক্ করে।

'আর এক পা বাড়ালে গুলি খাবে,' পেছন থেকে চাপা হুঙ্কার শুনল ও। 'অস্ত্র ফেলে দিয়ে এদিকে ফেরো। সাবধান!'

দাঁড়িয়ে পড়ল জেসন। ভুলটা টের পেয়ে ধিক্কার দিল নিজেকে। উত্তেজনার বশে দরজার ভেতরদিকের দু'পাশে চোখ না বুলিয়েই ভেতর চলে এসেছে।

প্রায় একই সময় ঘুরতে শুরু করল সামনের স্যুইভেল চেয়ারটা। ধীরে ধীরে একটা শরীর দেখতে পেল ও, বসে আছে চেয়ারে। বাঁ হাতে ছোট হয়ে আসা চুরুট। ডান হাত দিয়ে কোলের ওপর রাখা পিস্তল ধরে রেখেছে। লোকটার চেহারার দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল ও—এ নয়! এ লোক সিনেটর জন লুফটন নয়! চরম বোকামি হয়ে গেছে, বুঝতে পারল পাঞ্চার।

'নড়বে না!' ধমকে উঠল পেছনের লোকটা। 'অস্ত্র ফেলে দাও।'

ইতস্তত করছে জেসন।

'ফেলে দাও ওটা, নইলে তোমার মাথা উড়িয়ে দেব আমি!'

জেসনের আঙুলগুলো ঢিলা হয়ে গেল। কোল্ট কার্পেটের ওপর খসে পড়ল।

'এবার ঠিক আছে।'

চেয়ারে বসা লোকটার মুখের মৃদু হাসির রেখা দু'কান পর্যন্ত বিস্তৃত হলো। দাঁড়িয়ে পড়ল সে। পেছনের লোকটাকে বলল, 'ওর পিস্তলটা নিয়ে নাও।'

'একটা হাত দেখল জেসন, পেছন থেকে বাড়িয়ে পড়ে থাকা ওর কোল্টটা তুলে নিচ্ছে।

'অবাক হয়েছ, কাউবয়?'

লোকটাকে দেখল ও, কিছু বলল না।

ফের কথা বলে উঠল সামনের লোকটা, 'এটা কিন্তু আমার চেয়ার নয়, বুড়ো সিনেটরের। সে নেই এখানে। আমরা আছি। রাতে বুড়োর খোঁজে কেউ এলে তার উপযুক্ত অভ্যর্থনার জন্য আমাদেরকে এখানে রেখে বাইরে গেছে সে।'

চেহারা কঠোর হয়ে উঠল লোকটার। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তবে আমাদের কল্পনার বহুগুণ বেশি দক্ষতা দেখিয়েছ তুমি। অনেক ক্ষতি করেছ, এতটা আশঙ্কা করিনি আমি।'

তার সঙ্গী মাথা দোলাল। একমত।

'আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছে খানিকটা শোধ তুলে নিই,' আবার বলে উঠল লোকটা। কিন্তু কি করব, বসের হুকুম, তোমাকে অক্ষত রাখতে হবে। অতএব তোমার হাতের জখমের যত্নও নেব আমরা। তবে তোমাকে বেঁধে রাখব যাতে আত্মহত্যার ঝুঁকি না নিতে পারো তুমি। নিশ্চিন্তে থাকো, মরার আগে বুড়োর সাথে

দুটো কথা বলার সুযোগ তুমি পাবেই। তোমার সাথে কথা বলতে বসও খুব কৌতূহলী হয়ে আছে।'

তবুও কথা বলল না জেসন, এ গেরো থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ খুঁজছে ব্যস্ত হয়ে। লোক দুটোকে তেমন ভয়ের কিছু আছে বলে মনে হলো না। ওরা সশস্ত্র, আর ও নিরস্ত্র, এইটুকুই যা পার্থক্য। বেয়নেটটাও পেদ্রো নামের গার্ডের বুকে রয়ে গেছে।

হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর সমস্ত পেশী। মনে হলো ক্ষীণ একটা শব্দ যেন শুনতে পেয়েছে। নাকি...! কিসের শব্দ? সিঁড়িতে কারও পায়ের শব্দ, না হোঁচট খেয়েছে কেউ...? শব্দটা আবার হয়েছে মনে হলো, তবে আগের চেয়ে অনেক ক্ষীণ। লোকটা যেই হোক, নিজের উপস্থিতি প্রকাশ করতে চাইছে না। একটা সম্ভাবনার কথা বিদ্যুতের মত খেলে গেল ওর মাথায়।

সামনের লোকটা তখনও চিবিয়ে চিবিয়ে আস্ফালন করে চলেছে, 'বসের সাথে তোমার কথাবার্তা চুকে গেলে আমরা একটু খেলা করব তোমাকে নিয়ে। মজার খেলা। যে ক্ষতি তুমি আজ রাতে আমাদের করলে, তাতে ওটা তোমার অতিরিক্ত পাওনা হয়েছে।'

ঝাঁঝিয়ে উঠল জেসন, 'বক্‌বকানি থামাও তোমার। আর পারছি না, আমার হাতের ব্যথা বেড়ে যাচ্ছে, অসহ্য লাগছে।' বাঁ হাতের ক্ষতস্থানটা চেপে ধরে ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করছে ও। 'কিছু করছ না কেন তোমরা?'

'নিশ্চই, নিশ্চই, কাউবয়!' পেছনের লোকটা বলে উঠল। 'দেখি, দেখি তোমার হাতটা, একটু শুশ্রূষা করে দিই!'

এক পা এগিয়ে এসে জেসনের হাত তুলে ধরল লোকটা, প্রায় সাথে সাথে পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে জোরে এক গুঁতো মারল

ক্ষতস্থানে। অসহ্য ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল জেসন। হাত চেপে ধরে ঝুঁকে পড়ল।

পিছিয়ে দাঁড়িয়ে শব্দ করে হেসে উঠল লোকটা। 'কেমন লাগছে, কাউবয়?'

জবাব না দিয়ে হাত তুলে ক্ষতটা দেখল জেসন। ওর হয়ে জবাবটা দিল আরেকজন। রয় ডিক্সন। কখন যেন খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে সে। তার হাতের অস্ত্র গুলি বর্ষণ করল জেসনের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার পিঠে। সাথে সাথে সামনের লোকটার ওপর ঝাঁপ দিল জেসন। থাবা বাড়িয়ে তার হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নেবার চেষ্টা করল। অস্ত্রটার ঠাণ্ডা শরীরের স্পর্শ হাতে লাগল ওর, ধরে ফেলল সেটা। ওটাসুদ্ধ লোকটার হাত চেপে ধরে পেছনে ঠেলতে শুরু করল।

উরুতে তার হাঁটুর বাড়ি খেয়ে মুহূর্তের জন্য মুঠি আলগা হয়ে গেল জেসনের। পর মুহূর্তে মরিয়া হয়ে দ্রুত লোকটার চোয়ালের ওপর গায়ের জোরে একটা পাঞ্চ ঝেড়ে দিল ও। প্রচণ্ড আঘাতে তাল হারিয়ে পিছিয়ে গিয়ে দেয়ালের ওপর পড়ল অস্ত্রধারী।

'নিচু হও, জেসন!'

ডিক্সনের চিৎকার পরিষ্কার শুনল ও, সময় নষ্ট না করে বসে পড়ল। সাথে সাথে গুলির শব্দ হলো। ঝাঁকি খেয়ে আরেকবার দেয়ালে বাড়ি খেল অস্ত্রধারী। বুক থেকে রক্তের ধারা নামছে গলগল করে। গুলি লাগার সাথে সাথেই মারা গেছে সে। দেহটা দেয়াল ঘেঁষে পড়ে গেল কার্পেটের ওপর।

জেসন মাইলসকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল রয় ডিক্সন। টেনে তুলল হাত ধরে। 'ভাবলাম ঋণ শোধ করতে হলে পুরোপুরিই করা উচিত,' হাসি হাসি মুখ করে বলল সুদর্শন

জুয়াড়ী।

'করেছ বলে খুব খুশি হয়েছি আমি,' কৃতজ্ঞচোখে তার দিকে তাকাল ও। 'এতদিন নিজের প্রশংসা শুনে শুনে নিজের ক্ষমতার ব্যাপারে অতিরিক্ত বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল। সেটা ভেঙে দিয়ে আজ তুমি অনেক বড় উপকার করলে, ডিক্সন। উল্টে আমাকেই ঋণী করলে তোমার কাছে।'

তার হাতের কোল্টের ওপর চোখ পড়ল জেসনের। বিস্মিত হয়ে বলল, 'এতদিন তোমার হাতে শুধু খেলনা ডেরিঙ্গারই দেখেছি। জানতাম না তুমি আসল অস্ত্রও ধরতে জানো।'

'এগুলোর অসুবিধা কি জানো?' আবার চেহারায় হাসি ফুটিয়ে বলল জুয়াড়ী, 'এ জিনিস সাথে রাখলে স্যুট বেঢপভাবে ফুলে থাকে। বিশ্রী, আনস্মার্ট লাগে নিজেকে। তাই ইচ্ছা থাকলেও এসব কাছে রাখি না। জিনিসটা যে আমি ওর কোটের পকেট থেকে বের করে নিয়েছি তা টেরই পায়নি ব্যাটা। নাও, ধরো তোমার সম্পত্তি,' বাড়িয়ে ধরল সে কোল্টটা।

তারপর কোটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে ওর বেয়নেটটাও বের করল ডিক্সন। 'এটা গেটের বাইরে পেয়েছি। পরে মৃতদেহগুলোই এখানে আসার পথে চিনিয়ে দিল। বাব্বাহ্! তুমি দেখছি আরেকটা লিটল বিগ হর্ন যুদ্ধের কাহিনীর জন্ম দিয়েছ এখানে!'

নিজের কৌতুকে নিজেই হেসে উঠল সে। এবং তখনই একটা গুলির শব্দ শুনল জেসন। অবাক বিস্ময়ে হাঁ হয়ে ওর বুকের ওপর ঢলে পড়ল রয় ডিক্সন। দু'হাতে লোকটাকে জড়িয়ে ধরল জেসন। তার কাঁধের ওপর দিয়ে চোখ গেল দরজার কাছে ফ্লোরে পড়ে থাকা লোকটার দিকে। ডিক্সনের গুলি খেয়ে মারা গেছে সে, এতক্ষণ তাই জানত জেসন।

ভুল করেছিল। জেসন দেখল লোকটা এবার ওর দিকে অস্ত্র তাক করার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারল না, দুর্বল মুঠি আলগা হয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল অস্ত্রটা। লোকটার উঁচু করে থাকা মাথা থপ্ করে পড়ল কার্পেটের ওপর।

যত্নের সাথে রয় ডিক্সনের দেহটা কার্পেটে শুইয়ে দিল জেসন। ছেড়ে দিলে পড়ে গিয়ে ব্যথা পাবে বলে নয়, যাতে তার অমর্যাদা না হয়, সেই জন্য। নতুন করে ব্যথা পাবার ঊর্ধ্বে চলে গেছে সুবেশী জুয়াড়ী। ঝাপ্সা হয়ে ওঠা চোখ বন্ধ করে ফেলল জেসন। ডিক্সন সত্যিকার বন্ধুত্বের পরীক্ষায় পাস করে গেছে। কেন যে জুয়ার টেবিল ছেড়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে গেল ও। পোকার খেলাই তো ওকে মানাত ভাল। অজানা এক চাপে বুক ভারী হয়ে উঠল জেসনের।

গোঙানোর মৃদু শব্দে ডিক্সনের হত্যাকারী লোকটার দিকে তাকাল ও। উঠে গিয়ে তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসল। ডিক্সনের বুলেট বুক ভেদ করে বেরিয়ে গেছে, ফুসফুসে ফুটো হয়নি বলেই এখনও টিকে আছে। তবে যে হারে রক্ত পড়ছে, তাতে শেষ হয়ে যাবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। ওর কাছ থেকেই লুফটনের খবর জানতে হবে। এখনই।

লোকটার মাথার পেছনে হাত ভরে খানিকটা উঁচু করল জেসন। 'লুফটন কোথায়?'

হাঁ করে কাশল লোকটা, ঠোঁট বেয়ে থুত্নি দিয়ে রক্ত গড়িয়ে নামল।

'কোথায় লুফটন?' ঝাঁকি দিল জেসন।

'ব-ল-ব···না।'

দু'হাতে শক্ত করে ধরে লোকটাকে আবার ঝাঁকি দিল ও।

'তোমাকে বলিয়ে ছাড়ব আমি,' হুঙ্কার ছাড়ল। 'কষ্ট বেশি পেলে আমাকে যেন দোষ দিয়ো না।'

বুজে আসা চোখ জোর করে মেলে ধরে জেসনের দিকে তাকাল সে। 'ভয় দেখিয়ে লাভ হবে না। আমি জানি আমি মরতে যাচ্ছি।'

বুটের ভেতর থেকে একটু আগে রয় ডিক্সনের খুঁজে নিয়ে আসা বেয়নেটটা বের করল জেসন। লোকটার এক হাত তুলে তার মুখের সামনে ধরল। 'অ্যাই! চোখ খোলো! দেখো আমার কাজ।'

চোখ মেলল সে। পরমুহূর্তে বড় হয়ে গেল ও দুটো জেসনকে ওর কড়ে আঙুল কেটে ফেলতে দেখে। শরীরের সব শক্তি গলায় জড়ো করে তীব্র ব্যথায় চিৎকার করে উঠল লোকটা। 'শুয়োরের বাচ্চা! বেজন্মা! হারামজাদা…' যা মুখে আসে খিস্তি করতে থাকল সে।

শক্ত করে ধরে রাখল জেসন লোকটার হাত। কাটা আঙুলের জায়গা দিয়ে রক্ত বেরিয়ে নামছে। 'তুমি বাঁচবে না সে কথা ঠিক। তবে তোমার সবক'টা আঙুল কেটে নেবার আগে নিশ্চই মরবে না। তারপরও যদি তোমার মুখ থেকে কথা না বেরোয়, এবং তখনও যদি তুমি বেঁচে থাকো, তাহলে আর কিছু কেটে নেবার কথা ভাবা যাবে। কি বলো?'

'তুমি তা করতে পারো না…'

ঘ্যাচাঙ! পরের আঙুল কাটা পড়ল লোকটার। অবিশ্বাসে বড় বড় চোখে দেখল সে, মুখ ঘুরিয়ে নিল। চিৎকার করতে গিয়ে বমি করে দিল। বমির বেগ কমে আসার সময় দিল জেসন, তারপর কাত করে ধরল লোকটাকে। পিঠে গুলিতে ফুটো হয়ে যাওয়া

জায়গার মধ্যে বেয়নেটের সুচলো মাথা ঢুকিয়ে চাপ দিল। নারকীয় যন্ত্রণায় তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল সে। মুখ দিয়ে তাজা রক্ত বেরিয়ে লাল কার্পেট আরও লাল করে তুলল।

'লুফটন হারামজাদা কোথায়?' চিৎকার করল জেসন। ধারাল অস্ত্রটা বের করে আবারও আঙুল কাটতে উদ্যত হলো।

'না, কেটো না, আমি বলছি···বলছি।' হাঁপাচ্ছে লোকটা। দু'চোখ ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে যেন কোটর ছেড়ে। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, তবু শেষ পর্যন্ত বলিয়ে ছাড়ল জেসন। যতক্ষণ পারল সব প্রশ্নের জবাব দিল লোকটা। আওয়াজ কমতে কমতে গলা এত নিস্তেজ হয়ে গেল যে শেষ পর্যন্ত ওকে লোকটার ঠোঁটের সাথে কান ঠেকিয়ে শুনতে হলো।

এক-সময় থেমে গেল লোকটা। পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলো জেসন, এতক্ষণে সত্যিই মারা গেছে সে।

নয়

পালাচ্ছে সিনেটর জন লুফটন। জেসন মাইলস সান ফ্রান্সিসকো এসে পৌঁছেছে, সেই খবর কানে যেতে ফাঁদ পেতে রেখে শহর ছেড়ে সরে এসেছে সে। রাতে ভিলা আক্রান্ত হয়েছে সে খবরও পৌঁছে গেছে তার কাছে। টাকার অভাব যাদের নেই তাদের

সুযোগেরও অভাব হয় না। তারও হয়নি। রেল কোম্পানির কাছ থেকে ক্যারিজ আর ইঞ্জিন চার্টার করেছে সে। সেই ট্রেনে চেপে খাস্ বডিগার্ড নিয়ে পালাচ্ছে। জেসন মাইলসের খুন হওয়া অথবা ধরা পড়ার খবর পাওয়ার আগে থামার ইচ্ছা নেই। প্রয়োজন হলে দেশ জুড়ে চক্কর দিয়ে বেড়াবে।

সময় নষ্ট করেনি জেসন মাইলসও। রয় ডিক্সনের লাশের দ্রুত ব্যবস্থা করেই বেরিয়ে পড়েছে সিনেটরের খোঁজে। চ্যারিটি থেকে নিয়ে আসা ঘোড়ায় চেপে ছুটছে সে শহরের বাইরে পাহাড়ী এলাকার দিকে। এ পথে কষ্ট হলেও ঘুরপথে ছুটতে থাকা সিনেটরের স্পেশাল ট্রেন ধরতে কম সময় লাগার কথা। ঘোড়াটা বেশ শক্তিশালী, অনেকদিন পর স্যাডলে চেপে দীর্ঘ যাত্রায় বেরিয়ে জেসনেরও বেশ ভাল লাগছে। ওর ধারণা ঘোড়ার পিঠেই গানম্যানকে মানায় ভাল।

জানুয়ারির দিনও রাতের মত প্রায়ই কুয়াশায় ঢাকা থাকে। পশ্চিমের সাগর থেকে ধেয়ে আসা কুয়াশা ঢেকে রাখে সূর্য। তবু দিন বলেই শীতের ছোবল এখন অনেক কম। মৃত্যুর আগে গার্ড লোকটা ওকে জানিয়ে গেছে, দুই বডিগার্ড রয়েছে সিনেটরের সাথে। একজন সাদা, অন্যজন কালো। নেলসন আর ডেনিলসন। ওরা দীর্ঘদিনের সঙ্গী লুফটনের। টাকা পয়সাও পায় দেদার। খুব সম্ভব ভাগে কম পড়ার আশঙ্কায় অন্য কাউকে সিনেটরের কাছে ঘেঁষতে দেয় না লোক দুটো। সারাক্ষণ আগলে রাখে তাকে। ওদের কথাই সিনেটরের হুকুম বলে মেনে নিতে হয় আর সব কর্মচারীকে। সেজন্য অনেকের ক্ষোভ থাকলেও অমান্য করার সাহস করে না কেউ।

কালো বডিগার্ডের কথা বলার সময় বিশেষ এক ভঙ্গিতে

তাকিয়েছিল আহত লোকটা, হয়তো সে বোঝাতে চেয়েছে যেমন-তেমন গার্ড নয়–ভয়ঙ্কর। কিন্তু ওসব পাত্তা দেয় না জেসন। তবে শত্রু কালো হোক বা সাদা, বুলেটের ক্ষমতা একইরকম। কাজেই যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে, ভেবে রেখেছে জেসন। এর মধ্যেই কয়েকটা ভুল করে ফেলেছে ও, যার ফলে নিজেই প্রায় মরতে বসেছিল। আর করা চলবে না।

রয় ডিক্সনের কথা মনে হতে চোয়াল দৃঢ় হয়ে চেপে বসল ওর। দুর্বৃত্ত সিনেটরের অপরাধের পাল্লা আরও ভারী হয়েছে। ডিক্সনের মৃত্যুর পরোক্ষ দায়ও তারই। এই লোক বেঁচে থাকলে আরও অনেকের প্রাণ যাবে, অনেকের ক্ষতি হবে। অনেক সাবধানে, ঠাণ্ডা মাথায় হিসাব করে ওকে মোকাবিলা করতে হবে শয়তানটাকে। বডিগার্ড দুটো নিশ্চই দক্ষ, তা নইলে মাত্র দু'জন লোকের ওপর ভরসা করত না সিনেটর।

প্রতিটা স্টেশনে থেমে নিয়মিত ট্রেনগুলোকে সাইড দিয়ে এগোতে হচ্ছে বিশেষ ট্রেনটাকে। তার কোন কোনটা লেট থাকায় স্বাভাবিকের চাইতেও কোথাও কোথাও ওটাকে বেশি সময় আটকে থাকতে হচ্ছে। পথ পাড়ি দেবার পরিমাণ তাই সময়ের হিসাবের তুলনায় যথেষ্ট কম। তবে আশার কথা, জেসন মাইলস জানে না এ খবর। তাছাড়া রেলরোড এমনিতেও অনেকটা নিরাপদ, গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোয় আর্মি অথবা কাউন্টি শেরিফের ওয়াচগার্ড আছে।

অন্ধকার হয়ে আসছে। পাহাড়ী চড়াই-উৎরাই ভেঙে এগোচ্ছে জেসনের বে। রাত নামবে কিছুক্ষণের মধ্যে। ঘুরে ঘুরে এগোনো রেল ট্র্যাক এর মধ্যে দু'বার পার হয়েছে ও। কয়েকটা স্টেশন পেছনে ফেলে এসেছে কিন্তু বিশেষ ট্রেন চোখে পড়েনি এখনও।

চিন্তিত হলো ও, সারাদিন ধরে ছুটছে ঘোড়া, ওটার এখন খাওয়া বিশ্রাম দরকার। নইলে যে কোন সময় অচল হয়ে পড়বে।

ইচ্ছা না থাকলেও কিছুক্ষণের মধ্যে থামতে বাধ্য হলো ও। একটা গুহামত জায়গা দেখে আশ্রয় নিল, ঘোড়াটাকে খাইয়ে ঢেকে দিল কম্বল দিয়ে। আগুন জ্বেলে বেডরোল বিছিয়ে নিজেও শুয়ে পড়ল। বিভিন্ন সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল একসময় ক্লান্ত হয়ে।

পরদিন দুপুর নাগাদ তৃতীয়বারের মত রেলট্র্যাক পার হয়ে এল জেসন। এখান থেকে ওটা ক্রমে নিচু হয়ে সমতলের দিকে নেমে গেছে। সামনে একটা ব্রাঞ্চ লাইন দেখল ও, খনি এলাকার দিকে চলে গেছে। দক্ষিণে কিছুদূর গিয়ে খনি এলাকা পার হয়ে পুবে ঘুরে একসময় আবার মূল ট্র্যাকে এসে মিশেছে ওটা। শুধু কয়লা টানার মালগাড়িই ব্যবহার করে এই ট্র্যাক। অনিয়মিত অবশ্য।

একটা সম্ভাবনার কথা মনে উঁকি দিল জেসনের। পাহাড়ের আরও উঁচুতে ওঠার জন্য ঘোড়ার মুখ ঘোরাল। 'আর এইটুকু চড়লেই আমরা নামতে শুরু করব। লক্ষ্মী ছেলের মত আরেকটু কষ্ট করো,' ঘোড়াটাকে প্রবোধ দিয়ে নিয়ে চলল ও।

কথা শুনল ঘোড়া, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে গেল চূড়ায়। ওটাকে খানিক বিশ্রাম দেবার জন্য থামল জেসন। বিকাল হয়ে গেছে। এবার ধীরে ধীরে ঢাল বেয়ে নামতে হবে। আবার রওনা হলো। ইচ্ছা করেই ঘোড়া ধীরে ছোটাল যাতে শক্তি খরচ কম হয় ওটার। এই পথে যাবার চিন্তা সিনেটর করে থাকলে কাল তাকে ধরার জন্য অনেক জোরে ছুটতে হবে।

সন্ধ্যার খানিক আগে অনেক নিচে খনি এলাকার দিকে

এগিয়ে যাওয়া রেলট্র্যাক নজরে পড়ল। চিন্তিত মুখে ডানে বাঁয়ে দেখতে দেখতে এগোল জেসন। একটুপর আড়ালে পড়ে গেল ট্র্যাক, আরও কিছুদূর এগোনোর পর আবার নজরে পড়ল। এবার অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল ওর। দিগন্তরেখার দিকে ছুটে যাচ্ছে ট্রেন। ইঞ্জিনের ধোঁয়া সন্ধ্যার আকাশের দিকে উঠতে না উঠতে মিশে যাচ্ছে অনেক নিচুতে ভেসে বেড়ানো একই রঙের হালকা মেঘের সাথে।

সিনেটর!

গতি খুব বেশি নয় ট্রেনের। সামনে একটা খনি টাউন পড়বে। হয়তো ওখানেই রাত কাটিয়ে সকালে আবার যাত্রা করবে সিনেটর, ভাবল জেসন। কিছুটা এগিয়ে বাঁয়ে ঘুরে গেছে ট্র্যাক। সেদিকে গেল না ও, খনি শহর এড়িয়ে যাবার জন্য ঘোড়ার মুখ সোজা রেখে এগোল। এসময়ে কারও নজরে পড়ার ইচ্ছে নেই। দূর দিয়ে শহর পেরিয়ে ট্র্যাকের দিকে যাবার চিন্তা করে ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিল ও।

ঘণ্টা তিনেক একভাবে ছোটার পর ঘোড়ার মুখ ঘোরাল। খনি শহর পেছনে ফেলে এসেছে। এদিকে কাউন্টি শেরিফের গার্ড থাকার কথা নয়। ট্র্যাকের কাছাকাছি এসে সমান্তরালভাবে এগিয়ে চলল সতর্কভাবে।

রাত বেড়ে যাওয়ায় থামতে বাধ্য হলো ও। ঘোড়াটা বেশ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে, বিশ্রাম দরকার ওটার। ট্র্যাকের কাছাকাছি কিছুটা উঁচুতে একটা আড়াল মত জায়গা দেখে ক্যাম্প করল জেসন।

খুব ভোরে উঠে পড়ল। উত্তেজনায় রাতে তেমন ঘুম হয়নি। আশপাশের এলাকা ভাল করে দেখার জন্য ট্র্যাকের সমান্তরালে

কিছুদূর এগোল ও। সূর্য ওঠার পর পছন্দমত একটা জায়গা পেয়ে ঘোড়া থামাল। ওর ঠিক নিচে একটা ব্লাফ। রেল ট্র্যাক ওটার প্রায় খাড়া গা ঘেঁষে ডানদিকে ঘুরে এগিয়েছে। ট্র্যাকের ওপাশে আরেকটু নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট একটা নদী। সাগরে গিয়ে মিশেছে। পানি কম হলেও স্রোতের বেগ যথেষ্ট।

ব্লাফের ধার থেকে ট্র্যাকের দূরত্ব কোথাও তিন-চার হাত মাত্র। ঘোড়া থেকে নেমে খানিক খোঁজাখুঁজি করল জেসন। পছন্দসই একটা জায়গা পেয়েও গেল। ট্র্যাক বাঁক নিয়ে ব্লাফের একেবারে গা ঘেঁষে এগিয়েছে ওখানটায়। ঢালের মাঝামাঝি পাথরের খাঁজে কষ্ট করে দাঁড়াতে পারলে নিচ দিয়ে যাবার সময় ক্যারিজের ছাদে লাফিয়ে পড়ার চমৎকার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে।

দাঁড়ানোর ব্যবস্থা এপাশে করা গেলে ট্রেন থেকে আগেভাগে দেখে ফেলার সম্ভাবনাও নেই বললেই চলে। সবচেয়ে বড় কথা ও যে ধাওয়া করে আসছে, এ কথা ট্রেনের কারও জানা নেই। তাই আশা করা যায় একেবারে অপ্রস্তুত থাকবে সিনেটর আর তার দুই গার্ড।

ঘোড়াটাকে একটু উঁচুতে এক ঝোপের আড়ালে বেঁধে রেখে এল জেসন। বিশাল একটা বোল্ডারের সাথে দড়ির একমাথা মজবুত করে বেঁধে অন্যমাথা কোমরে ভাল করে পেঁচিয়ে নিল। তারপর ব্লাফের খাড়া ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল। প্রয়োজনীয় উঁচুতে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পা রাখার জন্য খাঁজ তৈরি করল ও। সেখানে পা রেখে ব্লাফের গায়ের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। কোমরের দড়ি খুলে ফাঁস তৈরি করে সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। হোলস্টারের ফ্ল্যাপ বন্ধ করে নিল যাতে লাফিয়ে পড়ার সময়

ঝাঁকিতে পিস্তলটা পড়ে না যায়।

অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে জেসন মাইলস। বিশেষ ট্রেনটা বাঁ দিক থেকে আসবে, ওর চার-পাঁচ ফুট নিচ দিয়ে যাবে। গলা বাড়িয়ে বাঁ দিকে তাকালে ঢালু হয়ে এগিয়ে আসা ট্র্যাকটা কিছুদূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সেদিকে দেখছে জেসন। বাকি সময় সামনে বয়ে চলা পানির দিকে তাকিয়ে ভাবছে। মৃত্যুপথযাত্রী গার্ডটা শেষ পর্যন্ত যদি সত্যি কথা বলে থাকে, তাহলে এটাই সিনেটরের ট্রেন। তার হারামজাদা, বদমাশ ছেলেটা বন্ধুদের নিয়ে এরকম একটা ট্রেনে চেপেই সব অপকর্ম করে বেড়াত এখানে-সেখানে। মারা পড়ার আগে ট্রেনে চেপেই পালাচ্ছিল সে। পরে মনটানায় এক গোপন আস্তানায় তাকে খুন করে রেখে এসেছে জেসন।

ইঞ্জিন আর দুটো ক্যারিজ, ভাবল ও। কাল সন্ধ্যায় দূর থেকে সেরকমই মনে হয়েছে ট্রেনটাকে। কিন্তু আসছে না কেন? নাকি আবার ধোঁকা দেবার জন্য পেছন দিকে ফিরে গেছে সিনেটর?

দেখা দরকার, মনে হলো ওর। ওপরে ওঠার জন্য পেছনে ফিরে দড়ি ধরে ঝুলে পড়তে গিয়েও থেমে গেল শেষ মুহূর্তে। খাঁজে পা ঢুকিয়ে তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াল ও, তারপর গলা বাড়িয়ে বাঁ দিকে তাকাল। আসছে! হ্যাঁ, ট্রেন আসছে, ইঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। মাল টানা ট্র্যাক বলেই রক্ষণাবেক্ষণ তেমন হয় না, তাই গতি বেশ কম ওটার। ইঞ্জিনের পেছনে দুটো ক্যারিজ।

মুখ সরিয়ে আনল জেসন। হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে দেখে নিজেকে শাসন করল কঠোরভাবে। দ্রুত স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল। ওটা জায়গামত পৌঁছতে কিছুটা সময় নেবে। এই ফাঁকে চট্ করে নিজের অস্ত্র পরীক্ষা করে নিল ও শেষবারের মত।

তারপর ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতে লাগল। বগলের নিচ থেকে দড়ির ফাঁস বের করে দু'হাতে টান টান করে ধরে রাখল। দৃষ্টি নিচের ট্র্যাকের ওপর। মনে মনে ঠিক করে নিল ও, ইঞ্জিনের পেছনের ক্যারিজের ছাদেই লাফিয়ে নামবে। কারণ সিনেটর আর বডিগার্ডদের পেছনের ক্যারিজে থাকার সম্ভাবনা বেশি।

ট্রেনের এগিয়ে আসা টের পাওয়া যাচ্ছে, শব্দ অনেক বেড়ে গেছে। আর মিনিট খানেক। দাঁতে দাঁত চেপে তৈরি হলো জেসন। এসে পড়ল ট্রেন। ইঞ্জিন থেকে বেরোনো গরম কালো ধোঁয়া ঝাপ্টা মেরে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। দড়িতে ঢিল দিয়ে শরীরের ওপরের অংশ সামনে ঝুঁকিয়ে দিয়ে দম বন্ধ করে ফেলল ও। হীল দিয়ে ব্লাফের খাঁজে জোর ধাক্কা মেরে দড়ি ছেড়ে দিল, পরমুহূর্তে উড়ে গিয়ে পড়ল ও ক্যারিজের শক্ত ছাদে। যথেষ্ট শব্দ হলো, কিন্তু চাকার ঘটাং ঘটাং শব্দ ব্লাফের দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলে ঢেকে দিল তা সাথে সাথে।

পা ছাদ স্পর্শ করামাত্র দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল জেসন। কয়েক সেকেন্ড পর মাথা সামান্য উঁচু করে ইঞ্জিনের দিকে তাকাল। ড্রাইভার আর ফায়ারম্যান সামনের দিকে তাকিয়ে গল্প করছে, পেছনে নজর নেই তাদের। ধীরে ধীরে পেছনে তাকাল ও। ওদিকেও কারও দেখা নেই। ওর ধারণাই তাহলে ঠিক, প্রথম ক্যারিজে কেউ নেই। থাকলে নিশ্চই শব্দ কানে যেত। ব্যাপার দেখতে উঁকি দিত।

এগিয়ে চলেছে ট্রেন একই গতিতে। আধমিনিট পর বুকে হেঁটে ক্যারিজের পেছন দিকে এগোল জেসন। পা নামিয়ে ঝুলে নেমে দাঁড়াল জয়েন্টের ওপর। সাবধানে দ্বিতীয় ক্যারিজের সামনের দরজা পরীক্ষা করে দেখে নিল, বন্ধ। সম্ভবত লক্ করা।

কারণ চেষ্টা করেও ডোরনব এক ইঞ্চির চারভাগের একভাগও ঘোরানো গেল না।

সাবধানে ঝুঁকে দাঁড়াল জেসন, ঝাঁকির সাথে তাল রেখে ক্যারিজ দুটোকে জুড়ে রাখা লোহার ভারী কাপলিঙ হুক দু'হাতে শক্ত করে ধরে ওপরদিকে টানল। কুকুরের কামড়ে আহত বাঁ হাতে জোর কম, তার সাথে ট্রেনের ঝাঁকিতে নিজেকে সামলানো কম কঠিন নয়, তাই কাজটা সহজ হচ্ছে না। তবু সমস্ত শক্তি দিয়ে হুক ওপরদিকে টেনে রাখল ও। একটু পর ট্রেন নিচের দিকে নামতে শুরু করতেই পেছনের ক্যারিজের সম্মুখগতির কারণে কাপলিঙের টান টান ভাব কমে এল, অনায়াসে আলগা হয়ে খুলে গেল ওটা।

দ্রুত ওটা ছেড়ে দিয়ে তৈরি হয়ে রইল জেসন। ট্রেনটা আবার উঁচুতে উঠতে শুরু করেছে, এখনই পিছিয়ে পড়তে শুরু করবে ইঞ্জিন থেকে বিচ্ছিন্ন সিনেটরের ক্যারিজ। অবশ্য সে যদি ওটাতে থেকে থাকে। পিছিয়ে পড়তে শুরু করেছে ক্যারিজ।

পা বাড়িয়ে ওটার জয়েন্ট হুকে উঠে দাঁড়াল জেসন। সামনের ক্যারিজ নিয়ে ইঞ্জিন চলে যাচ্ছে। ড্রাইভার-ফায়ারম্যান বুঝতেই পারল না পেছনে কি ঘটেছে। অথবা টের পেলেও ভয় পেয়ে থামার চিন্তা করছে না ওরা। পরে দরকার হলে কর্তৃপক্ষের কাছে যা হোক কিছু একটা যুৎসই জবাব দিয়ে দেবে।

গতি কমে আসছে ক্যারিজের। ভেতরের লোকগুলো টের পেয়েছে কি না, পেয়ে থাকলে কি ভাবছে বা করছে, কিছুই জানার উপায় নেই জেসনের। দু'পাশে গলা বাড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করেও কিছুই দেখতে পেল না। সব জানালার কাঁচের ওপাশে ভারী কার্টেন টানা আছে।

থেমে যাচ্ছে ক্যারিজ। ঝুপ্ করে লাফিয়ে নেমে পড়ল জেসন, নিচু হয়ে ট্র্যাকের পাশে বসল। ওকে ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ওটা। এবার হয়তো কি ঘটেছে দেখার জন্য কেউ উঁকি দেবে জানালা দিয়ে, অথবা দরজা খুলে বেরিয়ে আসবে। চ্যারিটির অ্যাডাম বাজের দোকান থেকে কেনা রাইফেলটা ঘোড়ার স্ক্যাবার্ডে রেখে এসেছে জেসন। এখন কোল্ট হাতে তৈরি হয়ে ট্র্যাক থেকে কিছু দূরে ছোট একটা ঢিবির আড়ালে বসে আছে। এখান থেকে ক্যারিজের একদিক আর পেছনের অবজার্ভেশন প্ল্যাটফর্মের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। অন্যপাশের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য ক্যারিজ থেকে যদি ওপাশে কেউ নামে, তাহলে তার দেহের নিচের অংশ ঠিকই দেখা যাবে।

তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে বসে আছে জেসন মাইলস। কিন্তু ঘটছে না কিছুই। কেউ নামছে না, জানালা দিয়ে উঁকিও দিচ্ছে না। এমনকি ভেতরে কারও নড়াচড়া পর্যন্ত টের পাওয়া যাচ্ছে না। সংকীর্ণ নদীর স্রোতের সাগরমুখে বয়ে চলা আর আকাশে হালকা মেঘের ছোটাছুটি ছাড়া কিছুই নড়ছে না এখানে। সব থেমে আছে যেন। প্রকৃতির নিজস্ব শব্দও যেন স্তব্ধ মেরে গেছে।

উৎকণ্ঠিত জেসন ভাবছে। ভেতরের লোকগুলো এতক্ষণে অবশ্যই বুঝেছে কি ঘটেছে, তাহলে কেন দেরি করছে? মরার আগে ভিলার গার্ডের মিথ্যা বলার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তার যন্ত্রণাকাতর, ভয়ে বিহ্বল চেহারা দেখে তা মনে হয়নি ওর। বরং লোকটা সত্যি কথাই বলছে মনে হয়েছে। অবশ্য এ-ও হতে পারে লোকটার জানাতে গলদ ছিল। নইলে যত বড় পাষণ্ডই হোক না কেন, মরার সময় মানুষের মুখ থেকে সাধারণত মিথ্যা বের হয় না। তাহলে কি সামনের ক্যারিজে ছিল ওরা? না, তাহলে ছাদের

ওপর ভারী কিছু পড়ার শব্দ সরাসরি নিচের কারও না কারও কানে ঠিকই পৌঁছে যেত। ওরা তখন নিশ্চই বসে থাকত না। তাহলে কি সিনেটর আদৌ নেই ট্রেনে? ভিলার মতই আরেকটা ফাঁদ ওটা?

এক মুহূর্তের জন্যও ক্যারিজের ওপর থেকে চোখ সরায়নি জেসন। এই নীরবতার অন্য সম্ভাবনা নিয়েও ভেবে দেখেছে, যদি সঠিক তথ্যই পেয়ে থাকে ও, তাহলে শয়তান সিনেটর বডিগার্ড নিয়ে ভেতরেই আছে। সেক্ষেত্রে ওরা হয়তো আশঙ্কা করছে বাইরে অনেক লোক, সিনেটরকে খুন অথবা অপহরণ করার জন্য অপেক্ষা করে আছে। মাত্র একজন লোকের পক্ষে এতবড় ঝুঁকি নেবার কথা হয়তো ভাবছেই না। তাই ভেতর থেকে হয়তো লক্ষ রাখছে ওরা শত্রুর সংখ্যা এবং অবস্থান প্রকাশ পাবার আশায়।

কিছুটা স্বস্তিবোধ হলো ওর। ঠিক আছে, বসে বসে ঘামুক ওরা। আমার কী? এখন আমার তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। যেই থাকুক ওটার মধ্যে, সে বা তারা এখন আমার হাতের মুঠোয়, ভাবছে জেসন। খুব শিগগিরি এখানে বাইরের কারও এসে পড়ার সম্ভাবনাও নেই। অতএব থাকুক ওরা বসে। আয়ু ফুরিয়ে গেলে ঠিকই বেরিয়ে আসবে।

আচমকা দম আটকে এল জেসনের। ক্যারিজের ওপাশে, ট্র্যাকের ওপর মনে হলো কিছু নড়াচড়া চোখে পড়েছে। প্রথমে ভুল দেখেছে মনে হলেও একটু পরই সন্দেহটা দূর হয়ে গেল। হ্যাঁ, চাকার ফাঁক দিয়ে মাটির সাথে মিশে ট্র্যাকের পাশ ধরে কিছু একটা খুব সাবধানে এগোচ্ছে। নিজের অস্তিত্ব গোপন রাখতে চাইছে ওটা প্রাণপণে।

তার মানে গার্ডদের একজন ওর দৃষ্টির অগোচরে ওপাশ থেকে

নেমে পড়েছে। চাইছে নির্বিঘ্নে ক্যারিজের পেছনে পৌঁছতে। ভাল! ভাবল জেসন। ব্যাটা যে ধরা পড়ে গেছে, তা বুঝতে দেয়ার দরকার নেই। যেমন এগোচ্ছে, এগোতে থাকুক।

মনে মনে লোকটার ধৈর্যের প্রশংসা না করে পারল না জেসন। এত সন্তর্পণে, এত সময় নিয়ে এগোচ্ছে যে একভাবে তাকিয়ে থেকেও মনে হয় ও কিছু নয়। নেলসন না ডেনিলসন, সাদা বা কালো, যেই হোক, লোকটা যে খুবই দুঃসাহসী, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। একে হালকাভাবে নেবার মত ভুল করলে পস্তাতে হবে।

লোকটা যেই হোক, ক্যারিজের পেছনের অবজার্ভেশন প্ল্যাটফর্মের পাঁচ ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেছে এর মধ্যে। ভাঁজ করা হাঁটুর ওপর পিস্তল ধরা হাতের কনুই রাখল জেসন। মাথা নিচু করে হ্যামার টেনে পেছনে নিল। একচোখ বন্ধ করে ব্যারেলের ওপর দিয়ে লোকটার দিকে নিশানা স্থির করল।

লোকটা হয়তো দেখে নিয়েছে পানির দিকে কেউ নেই। কাজেই এখন নিশ্চই ব্যাটা ধরে নেবে; যেদিকে জেসন ঘাপটি মেরে আছে, শত্রুর দলও সেদিকেই আছে। খুব ধীরে ধীরে লোকটা তার এক পা অবজার্ভেশন প্ল্যাটফর্মের ওপর তুলে দিল। একহাতে ওটার রেলিঙ ধরে উঁচু হলো। ডান পাও তুলল। এবার দু'হাতে রেলিঙ আঁকড়ে ধরে শূন্যে ঝুল দিয়ে প্ল্যাটফর্মের ফ্লোরে গড়িয়ে দিল দেহ। ফ্লোরে বুক লাগিয়ে মিশে থাকার চেষ্টা করছে। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোচ্ছে অন্যপাশে পৌঁছার জন্য।

অপেক্ষা করে আছে জেসন তাকে আরও পরিষ্কার জায়গায় পাবার জন্য। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, গাঢ় বাদামী রঙের কিছু একটা অস্পষ্ট দেখতে পেল ও। কী হতে পারে জিনিসটা, শার্টের

আস্তিন? আরে, শালা! এত ভয় কিসের? সামনে বেরিয়ে এসো না! মনে মনে চিৎকার করল জেসন। ট্রিগারের ওপর আঙুল চেপে বসে আছে।

সম্ভবত ওর মনের কথা শুনতে পেয়েই লোকটার একটা হাত বেরিয়ে এল। আরও চাই, আরও নিশ্চিত হতে হবে, ভাবছে জেসন। মাথাটা বের করুক হারামজাদা। এদিকে দেখার জন্য উঁকি দিক, তাহলেই···

ক্লিক! করে শব্দ হলো। স্বাভাবিক আওয়াজ, কিন্তু কবরের মত নিস্তব্ধতার মাঝে মনে হলো যেন লোহার ওপর হাতুড়ির ঘা পড়েছে।

ক্রাইস্ট! মনে মনে চেঁচিয়ে বলল ও, একইমুহূর্তে দেহের সব শক্তি দিয়ে ব্যাঙের মত বাঁ দিকে ঝাঁপ দিল। ওর হীল উড়িয়ে নিয়ে গেল বুলেটটা। গড়াতেই থাকল জেসন, থামল না।

'ক্রাইস্ট!' উচ্চারণ করল ও গলা চড়িয়ে। এতক্ষণ ও যে লোকের ওপর নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য রেখেছিল, সে আসলে টোপ ছিল। জেসনকে তার দিকে ব্যস্ত রেখে আরেক বডিগার্ড ক্যারিজের অন্য মাথা দিয়ে নেমে পড়েছে। দু'জনেই এখন একযোগে গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে। আত্মরক্ষার চিন্তা মাথায় থাকায় পুরোপুরি লক্ষ্যস্থির করতে পারছে না ওরা দু'জন, কিন্তু গুলি করছে বৃষ্টির মত।

ট্র্যাক লক্ষ্য করে প্রাণপণে ছুটছে জেসন। ওই অবস্থায়ই গুলি করল দুটো। প্রথমটা অবজার্ভেশন প্ল্যাটফর্ম লক্ষ্য করে, পরেরটা ক্যারিজের অন্যমাথার দিকে। দেখতে পেল দূরের লোকটা ঝুঁকে ক্যারিজের আড়ালে পিছিয়ে যাচ্ছে।

প্ল্যাটফর্মের লোকটা গুলি করল আবার, কিন্তু জেসনের করা পাল্টা গুলি খেয়ে চিৎকার দিয়ে ডান উরু চেপে ধরে আছড়ে পড়ল

রেলিঙের ওপর। ওখান থেকে পড়ল ফ্লোরে। জেসনের দ্বিতীয় বুলেটটা অল্পের জন্য তার মাথার নাগাল না পেয়ে বাতাসে শিস কেটে উড়ে গেল।

ক্যারিজের পাশে পৌঁছে গেল জেসন। ওটার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দ্রুতহাতে পিস্তল রিলোড করছে, তখনই পেছনের অবজার্ভেশন প্ল্যাটফর্ম থেকে একটা আর্ত কণ্ঠ ভেসে এল।

'ডেনিলসন! হারামজাদা আমার পায়ে গুলি করেছে!'

'কোন পায়ে?' কয়েক সেকেন্ড পর অন্যপ্রান্ত থেকে আরেকটা গলা শোনা গেল, সেই সাথে হাসির শব্দ।

জিজাস! চেম্বারে শেষ গুলিটা ভরতে ভরতে অবাক হয়ে ভাবল জেসন, এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও এরা হাসির ক্ষমতা রাখে! অবশ্য কঠিন জিনিস না হলে বডিগার্ড হিসাবে সিনেটর ওদের রাখবেইবা কেন!

খিস্তি করে উঠল আহত লোকটা, 'অ্যাই, কেলে হারামীর বাচ্চা! কোথায় শালাকে ধরবে, তা না, উল্টে দাঁত কেলানো হচ্ছে!'

ক্যারিজের অন্যপ্রান্তের গার্ডটা তাহলে কালো, নিশ্চিত হলো জেসন। ডেনিলসন।

'ভেবো না, নেলসন!' ডান প্রান্ত থেকে উত্তর দিল কালো গার্ড। 'আমরা দু'জন, আর ও একা। তোমার অবস্থা কি বেশি খারাপ?'

খেঁকিয়ে উঠল নেলসন বাঁ প্রান্ত থেকে, 'আমার জন্য ভাবতে হবে না। ওই হারামজাদাকে আগে ধরার ব্যবস্থা করো তুমি।'

সাদা নেলসনের ভাষায় 'কেলে হারামীর বাচ্চা' এখনও হাসছে কি না ভেবে পাচ্ছে না জেসন। এছাড়া লোকটা আর কি করতে

পারে ভাবতে গিয়ে আচমকা খেয়াল হলো, ডেনিলসন কি এতক্ষণ এক জায়গাতেই বসে আছে, না সরে গেছে? নেলসনকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করে পেছনের প্ল্যাটফর্মের দিকে যে ওকে পাঠিয়েছে, তার মাথায় অন্য পরিকল্পনা থাকাই স্বাভাবিক। এতক্ষণ ওকে নির্দোষ হাসি-ঠাট্টায় ভুলিয়ে রেখে অন্য কাজে লেগে পড়েছে ব্যাটা।

দ্রুত সতর্ক হলো ও। অস্ত্র হোলস্টারে রেখে ঘুরল। ক্যারিজের পাশ দিয়ে বেরিয়ে থাকা সরু কার্নিস ধরে ছাদে ওঠার চেষ্টা করল। কিছুদূর উঠে মাথা বাড়িয়ে ছাদে উঁকি দিয়েই দেখল ওর আশঙ্কাই ঠিক। বেড়ালের ক্ষিপ্রতায় ডেনিলসন আগেই উঠে পড়েছে ওখানে। চোখাচোখি হতে হাসি ফুটল লোকটার মুখে। গুলি করে বসল পলকে। তার আগেই অবশ্য হাত ছেড়ে ঝুলে পড়েছে জেসন।

পা মাটি স্পর্শ করার সাথে সাথে ডানদিকে ছুটল ও। ওদিক থেকে ডেনিলসনকে ধরার ইচ্ছা।

'থামো!' কঠিন গলায় পেছন থেকে নির্দেশ এল।

থামল না জেসন। ক্যারিজের গা ঘেঁষে নুয়ে ছুটতে থাকল। গুলি হলো। ওর পাশ দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল গরম বুলেট। চট্ করে থেমেই ঘুরে দাঁড়াল ও। হোলস্টার থেকে কক্ করা কোল্ট হাতে বেরিয়ে এসেছে আগেই। ডেনিলসনের গুলির শব্দ শুনে প্ল্যাটফর্ম থেকে গলা বাড়িয়ে দিয়েছিল নেলসন। যখন দেখল জেসন ছাদ থেকে লাফিয়ে নেমে উল্টোদিকে ছুটছে, তখন গুলি চালিয়ে বসেছে। সেটা লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি দেখে শরীরের ওপরের অংশ রেলিঙের বাইরে ঝুঁকিয়ে নিশানা ঠিক করছে সে এখন। এবার আর ব্যর্থ হবে না।

জেসনও এটাই চাইছিল। এতক্ষণে শত্রুদের একজনের দেখা পেয়েছে। ঝাঁকি খেয়ে পরপর দু'বার নেচে উঠল তার হাত। দুটো শব্দ আলাদা করে চিনতে বেশ কষ্ট হলো, এতই দ্রুত ছুটল গুলি।

বুকের ওপর জোর ধাক্কা খেয়ে টলমল করে উঠল নেলসন। দু'পা পিছিয়ে গেল, পরপরই ফিরে এল আবার আগের জায়গায়। হাত ঝুলে পড়ছে শিথিল হয়ে। জেসনের দিকে অস্ত্র তাক্ করার প্রাণপণ চেষ্টা করল সে, কিন্তু কাজ হলো না। চোখ বুজে আসছে তার। নিজেকে স্থির রাখতে রীতিমত লড়াই করছে লোকটা, কঠিন লড়াই। শেষ পর্যন্ত হার মানতে হলো।

হাত থেকে খসে পড়ে গেল অস্ত্র। মাথা পেছনে হেলে পড়ল, চোখ খোলা, মুখ হাঁ হয়ে আছে। বুকে এক ইঞ্চিরও কম দূরত্বে ফুটে ওঠা দুটো রক্তবিন্দু বড় হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। শার্ট-কোট ভিজিয়ে উষ্ণ রক্ত নেমে আসছে নিচের দিকে।

দু'পা ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। আরও খানিকটা ফাঁক হতেই শরীরের ওপরের অংশ ভাঁজ হয়ে ঝুঁকে পড়ল নেলসনের। তাল হারিয়ে প্ল্যাটফর্মের রেলিঙ টপকে ট্র্যাকের ওপর পড়ল ধপাস্ করে। নড়াচড়া নেই।

একটু অপেক্ষা করল জেসন। কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে ক্যারিজের চারপাশ ঘেঁষে ঘুরে দেখল সাবধানে। কিন্তু ডেনিলসনকে দেখতে পেল না কোথাও। নিশ্চই ছাদ থেকে নেমে পড়েছে, ক্যারিজের ভেতর আশ্রয় নিয়েছে। শত্রুর সাথে শক্তির পার্থক্য কমে আসায় এ মুহূর্তে সেটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক।

ব্যাপারটা জেসনের জন্য নতুন করে সমস্যার সৃষ্টি করল, কারণ ঘর ভেঙে ওকেই এখন শত্রুকে বের করে আনতে হবে।

তবে একটা সুবিধা ওর আছে এখনও, তা হলো, দুই দরজার কোনটা দিয়ে হামলা হবে তা জানা নেই বডিগার্ডের। বাধ্য হয়ে তাকে দুই দরজার দিকেই নজর রাখতে হবে একসাথে। তাছাড়া এত জানালার কোনটার দিকে নজর রাখবে ব্যাটা? আর লুফটন এখন নিজের জান বাঁচানো ছাড়া অন্যদিকে নজরই দেবে না! ভেতরে নিশ্চই এতক্ষণে আধমরা হয়ে গেছে সে। চেহারা কঠিন হয়ে উঠল জেসনের।

পায়ে পায়ে এগিয়ে দুই প্রান্তের দরজার তালা গুলি করে উড়িয়ে দিল ও। কিন্তু তখনই ভেতরে ঢুকল না। সরে এসে ক্যারিজের মাঝামাঝি দুটো জানালার কাঁচ আর ব্লাইন্ড গুঁড়িয়ে দিল। ভেতরে এখন যথেষ্ট আলো ঢুকছে ভেবে আশ্বস্ত হলো। সব দেখা যাবে এখন।

পিস্তলে নতুন করে গুলি ভরে নিঃশব্দে পেছনদিকে এগোল জেসন। অবজার্ভেশন প্ল্যাটফর্মে চড়ে ওদিককার দরজাটা লাথি মেরে খুলবে বলে তৈরি হলো। নিঃশ্বাস চেপে মনে মনে গুনল–এক, দুই, তিন!

লাথি খেয়ে দড়াম করে খুলে গেল দরজা। প্রায় সাথে সাথে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দুটো গুলি। পরমুহূর্তে ভেতরে ডাইভ দিয়ে পড়ল জেসন, যতটা সম্ভব ফ্লোরের সাথে নিচু হয়ে মিশে থাকার চেষ্টা করল। একটু এগিয়ে ডানপাশের গদিমোড়া দুটো আসনের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিল শরীর। তারপর ধীরে ধীরে মাথা সামান্য উঁচু করে সামনে তাকাল। ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটা বুলেট, ঢুকে পড়ল পেছনের কাঠের প্যানেলে।

মাঝামাঝি ভাঙা জানালা আর এদিকের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে আলো ঢুকছে ঠিকই, কিন্তু লম্বা ক্যারিজের ওমাথার দরজা

জানালা বন্ধ থাকায় ওদিকটা ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। তবু গানফ্ল্যাশ যেদিকে দেখা গেছে, সেদিকে পাল্টা গুলি ছুঁড়ল ও। সঙ্গে সঙ্গে কারও গোঙানির শব্দ ও খিস্তি কানে এল। শব্দ লক্ষ্য করে আবার গুলি চালিয়েই নিজের জায়গা ছেড়ে সরে এল ও। আড়াল নিল উল্টোদিকের আসনের ফাঁকে।

কিন্তু ওকে আক্রমণ করার দিকে মন নেই এখন ডেনিলসনের, পালাতে ব্যস্ত। হঠাৎ করে দুটো ভাঙা জানালার একটার পর্দা ছিঁড়ে গেল, এর মুহূর্ত পর বাইরে কারও লাফিয়ে পড়ার ধুপ! শব্দ হলো। মাথা সামনে রেখে লাফ দিয়েছে বডিগার্ড।

দ্রুত বেরিয়ে এল জেসন। প্ল্যাটফর্মের রেলিঙ টপকে লাফিয়ে নামল ট্র্যাকের ওপর। এদিক-ওদিক তাকাল, কিন্তু ডেনিলসনকে দেখতে পেল না। দ্রুত ট্র্যাকের অন্যপাশে চলে এল ও। এবার দেখল। একহাতে সাঁতার কেটে নদী পার হতে শুরু করেছে কেলে হারামীর বাচ্চা। একটু আগে ক্যারিজের ভেতরে জেসনের গুলি খেয়ে এক হাত অকেজো হয়ে পড়ায় বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না লোকটা। একটু একটু করে ভেসে যাচ্ছে স্রোতের টানে।

যাক্, ভাবল জেসন। পালাতে চাইলে বাধা দেবার দরকার নেই ওকে। আসল মোকাবিলা যার সাথে, সে তো ক্যারিজেই আছে এখনও। হয়তো ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে এতক্ষণে গলা শুকিয়ে ফেলেছে। তবে তার সাথে বোঝাপড়ার আগে দেখা দরকার সত্যিই ডেনিলসন পালিয়ে যায় কি না। নদীটা এত ছোট যে চাইলে আবার এপাড়ে সহসাই চলে আসতে পারবে সে।

ওদিকের তীরে পৌঁছে গেছে বডিগার্ড। দুই তীরের ব্যবধান দুশো ফুটের বেশি হবে না। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে, হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে উঠে মাথা ঘুরিয়ে এদিকে তাকাল সে। সঙ্গে সঙ্গে জেসনের কঠিন

গলার নির্দেশ শুনতে পেল, 'ডেনিলসন! পালিয়ে যেতে চাইলে তোমাকে সুযোগ আমি দেব। তোমার গানবেল্ট খুলে ফেলে দাও নদীতে!'

যেন বুঝতে পারেনি, কানের কাছে ডান হাত তুলে মাথা ঘুরিয়ে এমন ভঙ্গি করল গার্ড। হুঙ্কার ছাড়ল জেসন, 'গানবেল্ট! খুলে পানিতে ফেলো!'

হতাশ হবার ভঙ্গি করল ডেনিলসন। বেল্ট খোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তারপর নির্দেশ পালন করার জন্য এদিকে ফিরে তৈরি হলো। দেখল জেসন; হোলস্টার থেকে অস্ত্র তুলে নিয়েছে লোকটা। অন্য মতলব করছে! দেরি করল না ও, সুযোগ দেয়া সত্ত্বেও যদি কেউ মরতে চায়, ওর কিছু করার নেই। ট্রিগার টিপে দিল।

ডেনিলসনের দুই ভুরুর মাঝখানে তৃতীয় একটা চোখ দেখা দিল, দু'দিকের দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসার জোগাড়। কয়েকমুহূর্ত স্থির থেকে মাথা ঝুঁকে পড়ল তার, পরক্ষণে দেহটা গড়িয়ে পড়ল পানিতে। ওর নাগাল পেতে বয়ে চলা স্রোতের দেরি হলো না। ধীরে ধীরে ভাসিয়ে নিয়ে চলল সাগরমুখের দিকে।

ঘুরে ক্যারিজের দিকে তাকাল জেসন মাইলস। কোন সাড়াশব্দ নেই ওদিকে। সূর্যের উজ্জ্বল আলোর নিচে ট্র্যাকের একপাশে আরেক বডিগার্ড পড়ে আছে হাত পা ছড়িয়ে। এবার ধাড়ি শয়তান সিনেটর জন লুফটনকে ধরার পালা। বডিগার্ডদের মত একই পথে পাঠাবে তাকেও। চরম প্রতিশোধ নেবে জেসন। আজকের পর লুফটনদের নাম মুছে যাবে দুনিয়া থেকে, আর কোন লিজের স্বপ্ন ভাঙার ভয় থাকবে না।

দৃঢ়পায়ে অবজার্ভেশন প্ল্যাটফর্মের দিকে এগোল ও। ওটায় চড়ে সাবধানে ভেতরটা দেখে নিয়ে ঢুকে পড়ল খোলা দরজা

দিয়ে। সীটের এপাশে আড়াল নিয়ে তাকাল সামনের দিকে। কারও সাড়াশব্দ নেই। ব্যাটা নেই নাকি? ভাবল ও। পালিয়ে যেতে পারেনি, সে ব্যাপারে জেসন নিশ্চিত। তাহলে? এত নীরব কেন? নাকি সিনেটর ট্রেনে আদৌ ছিলই না? সন্দেহের দোলায় দুলতে শুরু করল ও।

অস্ত্র বাগিয়ে খুব সাবধানে পা টিপে আইল ধরে এগোল জেসন। মাঝামাঝি চলে আসার পরও ক্যারিজে আর কারও উপস্থিতির লক্ষণ টের পাওয়া যাচ্ছে না দেখে কপাল কুঁচকে উঠল ওর। ও মাথার দিকে সব বন্ধ থাকায় আলো কম। তবে মাঝামাঝি ভাঙা জানালা দিয়ে যে আলো ঢুকছে, তাতে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে।

দাঁতে দাঁত কামড়ে আরও ধীরে এগোল ও। দেখতে পেল দু'সারি আসনের পর ক্যারিজের ও মাথা পর্যন্ত জায়গাটা ফাঁকা। ফ্লোরের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল জেসন। বুকে হেঁটে এগোল। শেষ আসন সারির পাশে থেমে গলা বাড়িয়ে তাকাল ডানের ফাঁকা জায়গার দিকে। শূন্য। কাঠের একটা ট্রলিচেয়ার আর জিনিসপত্রে ঠাসা একটা টেবিল আছে শুধু জানালা ঘেঁষে।

এবার বাঁয়ে তাকাল ও। একটা বেড দেখা যাচ্ছে জানালার পাশে লম্বালম্বি। মাথা একটু উঁচু করতে মনে হলো ওখানে কাউকে শোয়া দেখতে পেল। কে ওটা? চোখ কুঁচকে উঠল ওর। কোল্ট তুলে ধরে দু'পা এগোল। শীর্ণ একটা দেহ, কম্বল দিয়ে গলা পর্যন্ত ঢাকা। বাদামী দাড়িতে গিজগিজে মুখটা বেরিয়ে আছে। মাথায় টাক।

স্তম্ভিত হয়ে গেল জেসন লোকটাকে চিনতে পেরে। সিনেটর লুফটন! ওর দিকে তাকিয়ে আছে, তীব্র আতঙ্ক ভরা চাউনি।

অজান্তে দু'পা এগোল ও, হাত নেমে গেছে আপনাআপনি। 'কে তুমি?'

জবাব নেই।

এক ঝট্‌কায় কম্বল তুলে ফেলল ও, আহাম্মক হয়ে গেল পায়ের জায়গায় পা নেই দেখে। উরুর প্রায় গোড়া পর্যন্ত দু'পা-ই নেই তার। ধীরে ধীরে বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠল জেসন, কঠিন চোখে বৃদ্ধকে দেখল। 'সিনেটর, আমাকে চিনতে পারছ?'

চোখে পলক পড়ল তার। মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ।'

'তুমি জানো আমি কেন এসেছি?'

এবার সাড়া দিল না সে, স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকল। জেসনকে ধীরেসুস্থে অস্ত্র বের করতে দেখে ক্রমে বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ। হ্যামার টানল ও, কোল্ট তুলল বৃদ্ধের কপাল সই করে। 'জানোই তো কেন এসেছি, কাজেই আর সময় নষ্ট করে লাভ কি?'

ট্রিগারে ওর আঙুল চেপে বসছে দেখে শক্ত হয়ে গেল সিনেটর। তীব্র আতঙ্ক ফুটল চেহারায়, চিকন ঘাম দেখা দিল। সম্মোহিত চোখে তাকিয়ে আছে সে কোল্টের অন্ধকার নলের দিকে।

হঠাৎ করে আঙুলে ঢিল দিল জেসন মাইলস, বাঁকা হেসে হাত নামিয়ে নিল। 'হেরে গেলে তুমি, সিনেটর,' বলে আপনমনে মাথা দোলাল। কোল্ট হোলস্টারে রেখে ঘুরে বেরিয়ে এল ধীর পায়ে। গেটে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। কাজটা কি ঠিক হলো? ভাবল ও, লিজের খুনীর বাপ লোকটা। একই রক্ত। ওকে ছেড়ে দেয়া কি ঠিক হয়েছে?

দ্বিধায় পড়ে অজান্তে দাঁড়িয়ে পড়েছিল জেসন, এমন সময়

বিকট শব্দে কেঁপে উঠল বদ্ধ কম্পার্টমেন্ট। থমকে গেল ও, চিন্তিত চেহারায় বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল ঠোঁট গোল করে। ভেতরে গিয়ে কি দেখতে হবে জানে। বুঝতে পারছে এখন আর দর্শনযোগ্য নেই সিনেটরের চেহারা। তবু…!

ঘুরে ভেতরে ঢুকল ও। চুরমার হয়ে যাওয়া বৃদ্ধের রক্তাক্ত মাথার দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। পুরো বালিশ ভেসে গেছে রক্ত আর মগজে। গড়িয়ে গড়িয়ে বিছানায় নামছে।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফের ঘুরে দাঁড়াল জেসন, নেমে ট্র্যাকের পাশে দাঁড়িয়ে নদীর ছলাৎ ছল গান শুনল কিছুক্ষণ।

তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে চলল ঘোড়ার দিকে।

* * *